ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিন: সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

মূল প্রতিবেদন

২১ জুন ২০২৬

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিন: সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক*, *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা*, *নির্বাহী ব্যবস্থাপনা*, *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক*, *রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা পরিচালনা

মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
রাজিয়া সুলতানা, রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
মোঃ সহিদুল ইসলাম, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট*, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা সহকারী

মারিয়া জামান তিথি, গবেষণা সহকারী, টিআইবি
আল মেরী জামান, গবেষণা সহকারী, টিআইবি

বিশেষ সহায়তা

শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
মো. মাহ্‌ফুজুল হক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই গবেষণায় প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও অন্য যেসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মী বিশেষ করে খসড়া সারসংক্ষেপ ও উপস্থাপনা পর্যালোচনা ও সম্পদনায় বিশেষ সহায়তা করার জন্য সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন) মো. মাহফুজুল হকের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। প্রতিবেদনের ফলাফল উপস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। সবশেষে গবেষণা প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, মতামত ও তথ্য প্রদানের জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জমানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশ: ২১ জুন ২০২৬

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২;
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ **১**

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা **৩**

গবেষণার প্রেক্ষাপট ৩

গবেষণার যৌক্তিকতা ৫

গবেষণার উদ্দেশ্য ৫

গবেষণার পরিধি ৫

গবেষণার পদ্ধতি ও সময় ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল **৭**

১. সরকারের প্রথম ১০০ দিনে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ ৭

২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা ১০

২.১ সংসদীয় ব্যবস্থা সংস্কার: সংসদ গঠন ১০

২.২ জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি ১১

২.৩ জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন ১৩

২.৪ সংবিধান সংস্কার ১৫

৩. বিচার বিভাগ ১৬

৩.১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ১৬

৩.২ বিচার বিভাগের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ১৭

৩.৩ বিচারিক কার্যক্রম ১৮

৪. নির্বাহী বিভাগ ১৯

৪.১ মন্ত্রীসভা গঠন ১৯

৪.২ জনপ্রশাসন ২০

৫. আইন-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার ২২

৫.১ আইন-শৃঙ্খলা ২২

৫.২ মানবাধিকার সংরক্ষণ ২৩

৬. স্থানীয় সরকার ২৫

৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ২৬

৭.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ ২৬

৭.২ অর্থ পাচার রোধ ২৮

৮. গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ২৯

৯. তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ ৩০

১০. শিক্ষা খাত ৩১

১১. স্বাস্থ্য খাত ৩২

১২. ব্যাংক ও আর্থিক খাত ৩৪

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা ৩৫

১৪ পরিবেশ ও জলবায়ু ৩৬

১৫. অন্যান্য খাতভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ৩৭

১৫.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ৩৭

১৫.২ সড়ক পরিবহন ৩৮

১৫.৩ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প ৩৯

১৫.৪ সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার ৩৯

তৃতীয় অধ্যায় সার্বিক পর্যবেক্ষণ **৪১**

মুখবন্ধ

জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শসহ নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোপূর্বে টিআইবি বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পাঁচবছর মেয়াদের কর্মকৌশল ও তার বাস্তবায়নের পথরেখার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিপ্রতিরোধক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা ও দলের নির্বাচনী ইশতেহার এবং জুলাই সনদের পাশাপাশি দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে এবং টিআইবির ধারাবাহিক সুশাসন বিষয়ক গবেষণা ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে নতুন সরকারের কাছে একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নবগঠিত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং টিআইবির নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় নির্ভরযোগ্য তথ্য ও পর্যবেক্ষণের আলোকে সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রমের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়গুলোকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

জুলাই আন্দোলন পরবর্তী বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহার, দলের চেয়ারপার্সনের নির্বাচনী বক্তৃতায়, শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রথম ভাষণে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণায়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি ঋণের চাপ, দুর্বল ব্যাংকিং খাত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, জনস্বাস্থ্য সংকট ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুন সরকারের যাত্রা শুরু হয়। তবে সরকার গঠনের পর নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিভিন্ন খাত ও মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে।

বিপুল জনরায় নিয়ে গঠিত বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এবং বিভিন্নভাবে জনগণের কাছে প্রদত্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিকসহ যতগুলো অঙ্গীকার করেছে, তার কার্যকর ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ। গবেষণায় দেখা যায় নতুন সরকার গঠনের পর সরকারের কিছু অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত যেমন 'শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা গ্রহণ না করা', 'রাষ্ট্রীয় প্রটোকল গ্রহণ না করা' বা 'প্রত্যেক মন্ত্রীর কাজের মূল্যায়নের ঘোষণা', 'মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কিছু কঠোর নজরদারিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ' ইত্যাদি পদক্ষেপ বা ঘোষণা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছা ও প্রয়াসের দৃষ্টান্ত, এবং একইসাথে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বৈষম্যবিরোধী চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সরকার গঠনের প্রথম ১০০ দিনে একদিকে সরকারের কিছু অভূতপূর্ব উদ্যোগ নবগঠিত সরকারের প্রতি জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কিছু বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং যা সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের সদিচ্ছা নিয়ে দ্বিধা ও উদ্বেগের কারণ।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৭টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা হয়েছে যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে দেশে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধসহ জবাবদিহিমূলক সরকার পরিচালনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ রহিত করা বা অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য স্থগিত করার মাধ্যমে কার্যত ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের মোটাদাগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, দুর্নীতি দমন এবং গুম প্রতিরোধসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পেছনে হাঁটার ইঙ্গিত দেয়। সরকারের ১০০ দিনের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠনের জন্য দৃশ্যমান উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার সুরক্ষা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে সরকারের সকল কর্মসূচির মূলধারায় সুশাসন ও সুনির্দিষ্ট দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের অনুপস্থিতি সরকারের ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সাফল্যের বিবেচনায় উদ্বেগজনক। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা দেওয়া হলেও ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের, আমলাতন্ত্রের ও ব্যবসায়ীসহ প্রায় সকল পেশাজীবীদের অনেকের মধ্যেই দৃশ্যমান "এবার আমাদের পালা" - সংস্কৃতির চর্চা লক্ষণীয়। পুলিশ, প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা খাতসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দলীয় ও গোষ্ঠী বিবেচনায় নিয়োগ ও পদায়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয় নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত ছিল, যা বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী। সরকার গঠনের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দখল-চাঁদাবাজির ঘটনা এবং উদ্বেগজনক আইন-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মান্ধ শক্তির উত্থান ও দেশব্যাপী বহুমত, বহুধর্মী, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর সহিংস ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা নির্বাচিত সরকারের আমলেও অব্যাহত রয়েছে। গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল-বিশেষ করে মত প্রকাশের কারণে গ্রেফতার, গণমাধ্যম কর্মীদের পেশাগত ভূমিকাকে কেন্দ্র করে হয়রানি লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন খাত ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম-দুর্নীতিবিরোধী কঠোর ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও দিকনির্দেশনার ঘাটতি,

অব্যাহত অব্যবস্থাপনা ও দলীয় প্রভাব, ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক কর্মকৌশলের অভাব কার্যত বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার পূরণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করার ঝুঁকি তৈরি করছে। অন্যদিকে রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থার প্রত্যাশা পূরণের পথে প্রতিবন্ধকতার অন্যতম ক্ষেত্র আমলাতান্ত্রিক ও দলীয় রাজনীতির ঝুঁকি নিরসনের সক্ষমতার ঘাটতি উদ্বেগজনক। সার্বিক বিবেচনায় সরকারের ১০০ দিন একদিকে আশাজাগানিয়া ও সম্ভাবনাময় এবং অন্যদিকে সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা পূরণে সুনির্দিষ্ট পথরেখা বা উদ্যোগের ঘাটতি বিবেচনায় উদ্বেগজনক।

গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যারা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। টিআইবির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মো. জুলকারনাইনের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন গবেষক রাজিয়া সুলতানা, মোঃ সহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম। এই গবেষণায় গবেষণা সহকারী হিসেবে ছিলেন মারিয়া জামান তিথি এবং আল মেরী জামান। এই গবেষণার খসড়া সারসংক্ষেপ ও উপস্থাপনা পর্যালোচনা ও সম্পদনায় বিশেষ সহায়তা করেছেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম এবং মো. মাহফুজুল হক। প্রতিবেদনের ফলাফল উপস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং বিভাগের অন্যান্য সহকর্মী। গবেষণা পরিচালনায় সার্বিক দিকনির্দেশনা ও মতামত প্রদান এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, মতামত ও তথ্য প্রদানের জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়া এই গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগ ও প্রকল্পের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণার ফলাফল সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের নীতি ও কার্যক্রম উন্নয়নে সহায়ক হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। প্রতিবেদনটির পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনের লক্ষ্যে পাঠকদের গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

গবেষণার প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে সংঘটিত ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।[১] কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন পরবর্তীতে ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মূলত তিনটি আবশ্যিক কাজকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রথমটি হলো, বিচার ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দৃশ্যমান করে তোলা। দ্বিতীয়টি, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কার সাধনে প্রয়োজনীয় ঐকমত্য ও পথনকশা তৈরি করা। এবং সর্বশেষ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।[২]

রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার দুই পর্যায়ে ১১টি বিষয় ও খাতভিত্তিক সংস্কার কমিশন গঠন করে যার মধ্যে ছিল সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারীবিষয়ক, শ্রম বিষয়ক, এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংস্কার কমিশন। জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপ ও অনলাইনে মতামত সংগ্রহ, এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এসব কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলোর ওপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়। ঐকমত্য কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে দুই পর্বে মোট ৫২টি সংলাপ অধিবেশনের মাধ্যমে কিছু ভিন্নমতসহ ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ চূড়ান্ত করে। ২০২৫ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোট এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে। সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনের জন্য 'জাতীয় জুলাই সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়। চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে জুলাই সনদের ওপর গণভোট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার সংসদ পরিচালনার পাশাপাশি সাংবিধানিক সংস্কার পরিষদের দায়িত্ব পালন করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৩]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং একই দিনে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্তও জানায় নির্বাচন কমিশন। কর্তৃত্ববাদী চৌর্যতন্ত্রের পতন-পরবর্তী বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে ৫০টি রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৭৫৫ জন প্রার্থী এবং ২৭৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচন মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ও প্রতিযোগিতামলূক হলেও তা সম্পূর্ণ সুষ্ঠু, প্রতিযোগিতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি এবং নির্বাচনে অর্থ, ধর্ম ও পেশিশক্তির অপব্যবহার লক্ষ করা গেছে বলে বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে ওঠে আসে।[৪,৫,৬] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ও জোটের মিত্র রাজনৈতিক দল ২১২টি আসনে জয় লাভ করে এবং জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন জোট ৭৭টি আসনে জয়লাভ করে। এছাড়া স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ৮টি। বিজয়ী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলমান থাকায় চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়।

---

[১] শাহজাদা এম আকরাম এবং অন্যান্য, 'কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি', ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (পরিমার্জিত সংস্করণ ২৫ মার্চ ২০২৬), ঢাকা, https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7425, (১৫ মে ২০২৬)।

[২] *প্রথম আলো*, 'প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ: এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচন', ৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=76a5b03bb3 (১৫ মে ২০২৬)।

[৩] শাহজাদা এম আকরাম, প্রাগুক্ত।

[৪] মোঃ মাহফুজুল হক ও অন্যান্য, *টিআইবি*, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হলফনামাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7438 (১৭ মে ২০২৬)।

[৫] *প্রথম আলো*, 'এবারের নির্বাচন আংশিক বিতর্কমুক্ত, কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়: সুজন', ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qdkqv7z4fz (১১ মার্চ ২০২৬)।

[৬] *প্রথম আলো*, 'ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনের মন্তব্য: নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য, ভবিষ্যতের জন্য নতুন মানদণ্ড', ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=152c1327e80&eid=1&imageview=0&epedate=15/02/2026&sedId=1 (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

নির্বাচনের পর ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র চেয়ারপার্সন তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করে।[৭]

বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পূর্বে ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই বিএনপি ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা রূপরেখায়।[৮] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিএনপি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ছাত্র ও জনতার একটি বৈষম্যহীন, মেধাভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা এবং বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফার আলোকে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। এই ইশতেহারে বিএনপি জবাবদিহিমূলক, দায়বদ্ধ ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে একটি টেকসই গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে। একই সাথে এই ইশতেহারে 'সবার আগে বাংলাদেশ' দর্শনের ভিত্তিতে সুশাসন, আইনের শাসন, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সুষম উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশকে বাস্তব উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও অঙ্গীকার করা হয়।[৯] ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে দেওয়া বিএনপির চেয়ারপার্সনের নির্বাচনী বক্তৃতায়[১০] এবং সরকার গঠন ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রথম ভাষণে বিএনপির ৩১ দফা এবং নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।[১১] বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ক অঙ্গীকারে বলা হয়, জুলাই জাতীয় সনদে যে সকল বিষয়ে যে আঙ্গিকে ঐকমত্য ও স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো সেভাবে বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।[১২] এছাড়া বিএনপির চেয়ারপর্সন ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যেও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয়।

সরকার গঠনের পর নতুন সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক ১৮০ দিন, ২০২৬-২৭ অর্থবছর এবং আগামী ৫ বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের নির্দেশণা প্রদান করা হয়। নির্দেশনায় বলা হয় নির্বাচনী ইশতেহারের যে প্রতিশ্রুতিগুলো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ তার সম্পূর্ণ তালিকা উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে তৈরি করতে হবে এবং বছরভিত্তিক বাস্তবায়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এর মধ্যে যে প্রতিশ্রুতিগুলো সরকারের প্রথম ১৮০ দিনে বাস্তবায়নযোগ্য তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তালিকাভুক্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর যতটুকু চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে (১২০ দিন) এবং আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম ৬০ দিনে বাস্তবায়নযোগ্য তা আলাদা করে উপস্থাপন করতে হবে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে যে প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা হবে তার তালিকা এবং বাস্তবায়ন কর্মকৌশল প্রস্তুত করতে হবে। একই সাথে আগামী ৫ বছরে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সকল প্রতিশ্রুতিগুলো অর্জনে রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে এবং চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন করতে হবে। এ বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে নিজ নিজ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো এবং বাস্তবায়ন কর্মকৌশল জরুরিভিত্তিতে প্রস্তুত করে সংযুক্ত ছকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা প্রদানের তিন দিনের মধ্যে প্রেরণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।[১৩]

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে গঠিত বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের ২৭ মে ২০২৬ তারিখে প্রথম ১০০ দিন পূর্ণ হয়। সরকারের এই ১০০ দিনে বেশ কিছু অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ যেমন সংসদ নেতা হিসেবে দলের সংসদ সদস্যগণের শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা না নেওয়ার ঘোষণা[১৪] এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জ্বালানিসহ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের মতো প্রাপ্য সুবিধাসহ কোনো কোনো সরকারি সুবিধা বর্জন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়াও সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের ঘোষণা প্রদান করেছে। সরকারের এসব পদক্ষেপ বা ঘোষণা

---

[৭] বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, 'প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান, ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন', ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/284147, (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), 'রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা: ৩১ দফা, ১৩ জুলাই ২০২৩, https://www.bnpbd.org/pdf/31%20Points%20Bangla%2050k.pdf, (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), 'বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bnpbd.org/manifesto?language=bn (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বিএনপির চেয়ারপার্সন জনাব তারেক রহমানের নির্বাচনী বক্তব্য তারিখ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.youtube.com/watch?v=jy2RBAC-Jsc (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১] এনটিভি নিউজ, জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.youtube.com/watch?v=Sq0MB7PUur0 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১২] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), 'বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bnpbd.org/manifesto?language=bn (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬), পৃষ্ঠা ৬।

[১৩] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পত্র নং ০৩.০০.০০০০.০০০.০৬৬.৯৯.০০০১.২৫(অংশ-১).৩৮, ৭ মার্চ ২০২৬, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-mos/2026/2/10dcbaeb-e857-4ff9-ac95-406362886dab.pdf

[১৪] 'বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিল নং ৯২/২০২৬', বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ২৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.dpp.gov.bd/bgpress/bangla/index.php/home/download_file/gazettes/61413_20536.pdf (২৯ এপ্রিল ২০২৬)

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছা ও প্রয়াসের দৃষ্টান্ত, এবং একইসাথে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বৈষম্যবিরোধী চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত যা নবগঠিত সরকারের প্রতি জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে। তবে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কিছু বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের সদিচ্ছা নিয়ে দ্বিধা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শসহ নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোপূর্বে টিআইবি বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন[১৫] (১৮ নভেম্বর ২০২৪), কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন[১৬] (৪ আগস্ট ২০২৫) এবং কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর দেড় বছরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন[১৭] (২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) প্রকাশ করে টিআইবি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর সরকারি ও বিরোধী দলের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় (১৮ আগস্ট ২০১১)।[১৮]এছাড়াও ২০১৮ সালে টিআইবি সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও তার প্রেক্ষিতে বাস্তবতা পর্যালোচনা করে একটি কার্যপত্র প্রণয়ন ও প্রকাশ করে।[১৯]

বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের পাঁচবছর মেয়াদের কর্মকৌশল ও তার বাস্তবায়নের পথরেখার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিপ্রতিরোধক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা ও দলের নির্বাচনী ইশতেহার এবং জুলাই সনদের পাশাপাশি দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে এবং টিআইবির ধারাবাহিক সুশাসন বিষয়ক গবেষণা ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে নতুন সরকারের কাছে ইতোমধ্যে একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নবগঠিত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। টিআইবির নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১. সরকারের বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশেষত দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অঙ্গীকার ও তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

২. বিভিন্ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা।

গবেষণার পরিধি

এ গবেষণায় একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ অর্থাৎ জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কিত সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন খাত, মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক এবং জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠান ও এসম্পর্কিত কার্যক্রম যথা স্থানীয় সরকার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, মানবাধিকার সংরক্ষণ, গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকার ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণিতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরা হলো-

---

[১৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *টিআইবি*, "'নতুন বাংলাদেশ': কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ", https://ti-bangladesh.org/articles/research/7128।

[১৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *টিআইবি*, 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,' https://ti-bangladesh.org/en/articles/research/7290।

[১৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, টিআইবি, 'কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি', https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7425।

[১৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, টিআইবি, 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ', https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/246

[১৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, টিআইবি, 'রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার', যঃঃঢ়ং://ïïï.ঃর-bangladesh.org/en/articles/research/5682

সারণি ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ

বিষয়	পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র
জাতীয় সংসদ	সংসদ গঠন, সংসদীয় কার্যক্রম (জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি)
বিচার বিভাগ	আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বিচারিক কার্যক্রম, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার
নির্বাহী বিভাগ	মন্ত্রীসভা গঠন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কার্যক্রম (জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি)
স্থানীয় সরকার	আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, প্রশাসক নিয়োগ, নির্বাচন প্রস্তুতি, স্থানীয় সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম
সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ	আইন সংস্কার, দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ, অর্থপাচার প্রতিরোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, দুর্নীতির বিচার
মানবাধিকার সংরক্ষণ	আইন সংস্কার, মানবাধিকার কমিশন গঠন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি
তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ	তথ্য কমিশন গঠন, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার
গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা	গণমাধ্যম কমিশন গঠন, গণমাধ্যম কর্মীদের হয়রানি, নির্যাতন, মত প্রকাশ, ইত্যাদি
অন্যান্য খাত/ মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম	ব্যাংক ও আর্থিক খাত; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জলবায়ু; অন্যান্য

গবেষণার পদ্ধতি ও সময়

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি: এই গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারের ওপর ভিত্তি করে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস: এই গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, আদেশ, প্রজ্ঞাপন, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া/ চূড়ান্ত), সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত ও বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত, প্রতিবেদন ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যর যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে।

গবেষণার সময়: গবেষণায় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৭ মে ২০২৬ (সরকারের ১০০ দিন) পর্যন্ত সময়ে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬-এ একটি "মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র" গঠনের অঙ্গীকার করা হয়, যেখানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার, আইনের শাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যুব উন্নয়ন, অর্থনীতির পুনর্গঠন, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি, কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে "কৃষক কার্ড" এবং নিম্নআয়ের মানুষের জন্য "ফ্যামিলি কার্ড" চালুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে মানোন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদার এবং ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং বেশ কিছু উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এসব পদক্ষেপ বা ঘোষণা নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন বিশেষত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছা ও প্রয়াসের দৃষ্টান্ত যা নবগঠিত সরকারের প্রতি জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কিছু বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের সদিচ্ছা নিয়ে জনমনে দ্বিধা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। নিম্নে জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগসহ বিভিন্ন খাত, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন জনগরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকার, গৃহীত উদ্যোগ/পদক্ষেপ এবং উক্ত পদক্ষেপ সম্পর্কে গবেষণা পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো-

১. সরকারের প্রথম ১০০ দিনে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ

সরকার গঠনের পর বিনপি তাদের ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা ও নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বা উদ্যোগ হচ্ছে-

- 'দ্য মেম্বারস অব পার্লামেন্ট (রিমিউনারেশন অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস) অর্ডার-১৯৭৩' এর শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধাসংক্রান্ত ধারা (৩সি) অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য তাঁর পুরো মেয়াদকালে শুল্কমুক্তভাবে, উন্নয়ন সারচার্জ এবং আমদানি পারমিট ফি ছাড়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিবরণ ও শর্ত অনুযায়ী একটি গাড়ি, জিপ বা মাইক্রোবাস আমদানি করার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সর্বশেষ আমদানির তারিখ থেকে পাঁচ বছর শেষ হওয়ার পর আরেকটি নতুন গাড়ি, জিপ বা মাইক্রোবাস আমদানি করার অধিকারী হতেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকারি ও বিরোধী উভয় দল শুল্কমুক্ত গাড়ি সুবিধা পরিহারের প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এ সুবিধা গ্রহণ নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী এবং জনগণের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিএনপির সংসদীয় দলের প্রথম সভায় (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সরকার দলীয় সংসদ সদস্যগণ শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি বরাদ্দে কোনো প্লট না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২০] পরবর্তীতে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমানো, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের সাথে সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ধারা (৩সি) বিলুপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সংসদে 'দ্য মেম্বারস অব পার্লামেন্ট (রিমিউনারেশন অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস) অর্ডার-১৯৭৩ সংশোধন বিল' পাশ করার মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট নেওয়ার বিশেষ সুবিধা বাতিল করা হয়।[২১]

- প্রধানমন্ত্রীর চলাচলে ভিভিআইপি প্রটোকল এবং বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা সীমিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা ও ফেরার সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকা ব্যক্তির দীর্ঘ তালিকা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রাচার বা প্রটোকল সীমিত করা হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী বিমানবন্দরে মাত্র চার জন কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি-মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠতম একজন মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব উপস্থিত থাকতে পারবেন। আগে এই তালিকায় তিন বাহিনীর প্রধান, পুলিশ প্রধান, ডিপ্লোম্যাটিক কোরের প্রধান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বহু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার উপস্থিত থাকতে হতো। ২০২৪ সালের আগস্টে জারি করা আগের নির্দেশনাটি বাতিল করে এই নতুন নির্দেশনায় (৫ মার্চ ২০২৬) এই প্রটোকল কার্যকর করা হয়।[২২]

- প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানিসহ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত রাষ্ট্রীয় বাসভবন যমুনা ব্যবহার না করে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করে রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাসের পন্থা অবলম্বন করা হয় এবং ভিভিআইপি প্রটোকল সীমিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সরকারি গাড়ির পরিবর্তে নিজস্ব ব্যক্তিগত গাড়ি ও চালক ব্যবহার করছেন এবং নিজের টাকায় কেনা জ্বালানি দিয়ে গাড়ি

[২০] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'শুল্কমুক্ত গাড়ি বা প্লট না নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিএনপির এমপিদের', ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.banglatribune.com/national/934347/, (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিল নং ৯২/২০২৬', বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ২৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.dpp.gov.bd/bgpress/bangla/index.php/home/download_file/gazettes/61413_20536.pdf (২৯ এপ্রিল ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'এমপিদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধা বাতিল করে বিল পাস', ২৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/xpq1azff6x, (২৬ এপ্রিল ২০২৬)।

[২২] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে বিমানবন্দরের রাষ্ট্রাচার সীমিত, থাকবেন শুধু ৪ প্রতিনিধি', ৫ মার্চ ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/01355675bbf3, (১২ মার্চ ২০২৬)।

চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্রটোকল সংকোচন ও যানজট কমাতে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরের আকার ১৩-১৪টি গাড়ি থেকে কমিয়ে মাত্র চারটি গাড়ীতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীয় শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বা বিদেশি অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রটোকল অনুযায়ী গাড়ীতে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করছেন - সাধারণ চলাচলের সময় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা ছাড়া গাড়ি ব্যবহার করছেন। মন্ত্রীদের যাতায়াতের কারণে জনভোগান্তি ও যানজট কমাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিবর্তে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর যাতায়াতের সময় রাস্তার দুই পাশে ইউনিফর্মধারী পুলিশ মোতায়েন রাখার প্রথাও বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[২৩] এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।[২৪]

- ২০২৬ সালের ১৬ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদ সচিব স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত কাজে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের দেশ-বিদেশ সফরসংক্রান্ত রাষ্ট্রাচার বিষয়ে ১১ দফা নির্দেশনা জারি করা হয়।[২৫] এ নির্দেশনায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের প্রটোকল প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৬] প্রশাসনিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, সময়ের অপচয় কমানো এবং সরকারি ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

- ব্যক্তিগত সফরে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সরকারি সুবিধা নিলে মূল্য পরিশোধ করার নির্দেশনা জারি করা হয়। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সফরে সরকারি যানবাহন, আবাসন, নিরাপত্তা বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সুবিধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যয় নিজ দায়িত্বে পরিশোধের নির্দেশনা জারি করা হয়।[২৫] রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহারে অধিকতর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ও সম্পদ শনাক্ত ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় প্রাথমিকভাবে ১০টি দেশকে গন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে তিনটি দেশের সঙ্গে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি (এমএলএটি) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাকি সাতটি দেশের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।[২৭] এ ছাড়া এখন পর্যন্ত একটি দেশে পাচারকৃত সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।[২৮]

- সরকারি কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে অফিসে অবস্থান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত কাজে অফিস চলাকালে অনুপস্থিত থাকায় জনসাধারণ ও অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ায় নাগরিক সেবা প্রদান, প্রশাসনিক কার্যক্রমের গতি এবং সরকারি তদারকিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ প্রেক্ষিতে ২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সেবাগ্রহীতাদের সুবিধা, প্রশাসনিক কার্যকরতা এবং আন্তঃদপ্তর সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিদিন সকাল ৯:০০টা থেকে ৯:৪০টা পর্যন্ত প্রথম চল্লিশ মিনিট অন্য কোনো কাজে কার্যালয়ের বাইরে না গিয়ে নিজ নিজ অফিসে বাধ্যতামূলকভাবে অবস্থানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, দাপ্তরিক কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও উক্ত সময়সীমা বিবেচনায় রাখতে বলা হয়েছে।[২৯] দাপ্তরিক কাজ ছাড়া অফিস চলাকালে কর্মস্থল ত্যাগ না করার নির্দেশও প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে এ নির্দেশনার বাস্তবায়ন জোরদার করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রম নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে দাপ্তরিক কাজ ছাড়া অফিস কক্ষ ত্যাগে নিরুৎসাহিত করা, প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার সীমিতকরণ, এয়ার কন্ডিশনারের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি

[২৩] *প্রথম আলো*, 'প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা উপদেষ্টা-সরকার একের পর এক কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে, ১৮ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fq9336i9k0 (২৬ এপ্রিল ২০২৬); *দ্য ডেইলি স্টার*, 'তারেক ইউজিং পার্সোনাল ভেহিক্যাল, স্কিপস গভট-অ্যালোকেটেড ওয়ান', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/tarique-using-personal-vehicle-skips-govt-allocated-one-4109266, (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২৪] মোস্তফা কামাল, 'প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও উদারতার নজির', ১১ মার্চ ২০২৬, দৈনিক ইত্তেফাক, https://www.ittefaq.com.bd/778914/, (১১ মার্চ ২০২৬)

[২৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রিগণের বিদেশযাত্রা ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলি', ১৬ এপ্রিল ২০২৬, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-cabinet/2026/3/b26c7ebc-8755-496d-9f35-9413eb90093d.pdf (২৭ মে ২০২৬)

[২৬] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের প্রটোকল দিতে ডিসি-এসপিদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়', ২০ এপ্রিল ২০২৬, https://www.banglatribune.com/national/942813/ (২৬ এপ্রিল ২০২৬)

[২৭] *আমার দেশ*, 'পাচারের অর্থ ফেরাতে ৭ দেশের সঙ্গে চুক্তি প্রক্রিয়াধীন: প্রধানমন্ত্রী', ১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.dailyamardesh.com/national/amdc9kyavwicg (২২ মে ২০২৬)

[২৮] *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, '৮ বিলিয়ন ইউরো পাচারের তদন্ত: সাইপ্রাসে এস আলমের সম্পত্তি জব্দ', ২৮ মে ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-496046 (২৯ মে ২০২৬)

[২৯] *প্রথম আলো*, 'পরিপত্র জারি: সরকারি কর্মচারীদের সকাল ৯টায় অফিসে এসে ৪০ মিনিট অবস্থান বাধ্যতামূলক', ৪ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7rtu19qfrn (৬ মার্চ ২০২৬)

রাখা, অফিস শেষে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা এবং জ্বালানি অপচয় রোধে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নির্দেশনাগুলোর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে সকল শাখা ও উপশাখায় তদারকি টিম গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩০]

- কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও খাতের সেবা কার্যক্রম তদারকির ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের আকস্মিক পরিদর্শন ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নিজে সকাল ৯টায় মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সময়মতো অফিসে উপস্থিতি তদারকি করেন। ১৯ এপ্রিল ২০২৬ তিনি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করে কর্মকর্তাদের সময়ানুবর্তিতা যাচাই করেন।[৩১]এছাড়া ভূমি প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর আকস্মিক বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন বা ভিডিও কল করে কর্মকর্তাদের উপস্থিতি তদারকি করতে দেখা যায়।[৩২]

- সরকার গঠনের পর নতুন সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক ১৮০ দিন, ২০২৬-২৭ অর্থবছর এবং আগামী ৫ বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের নির্দেশণা প্রদান করা হয়। নির্দেশনায় বলা হয় নির্বাচনী ইশতেহারের যে প্রতিশ্রুতিগুলো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ তার সম্পূর্ণ তালিকা উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে তৈরি করতে হবে এবং বছরভিত্তিক বাস্তবায়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এর মধ্যে যে প্রতিশ্রুতিগুলো সরকারের প্রথম ১৮০ দিনে বাস্তবায়নযোগ্য তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তালিকাভুক্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর যতটুকু চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে (১২০ দিন) এবং আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম ৬০ দিনে বাস্তবায়নযোগ্য তা আলাদা করে উপস্থাপন করতে হবে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে যে প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা হবে তার তালিকা এবং বাস্তবায়ন কর্মকৌশল প্রস্তুত করতে হবে। একই সাথে আগামী ৫ বছরে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সকল প্রতিশ্রুতিগুলো অর্জনে রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে এবং চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন করতে হবে। এ বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে নিজ নিজ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো এবং বাস্তবায়ন কর্মকৌশল জরুরিভিত্তিতে প্রস্তুত করে সংযুক্ত ছকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা প্রদানের তিন দিনের মধ্যে প্রেরণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৩৩]

- প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে ১৮০ দিনের (৬ মাস) কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ছয় মাস পর মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে। বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নতুন মন্ত্রীদের আগামী ছয় মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে দৃশ্যমান সাফল্য প্রমাণের নির্দেশ দেন। এই সময়ের মধ্যে ব্যর্থ হলে বা গাফিলতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী।[৩৪]

- এছাড়া সরকারের ১০০ দিনে কৃষক কার্ড এবং দারিদ্র নিরসন ও নারীর ক্ষমতায়নে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ, খাল খনন, বৃক্ষরোপণ, ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রধানদের ভাতা প্রদান, ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া কার্ড ও ক্রীড়া ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করা হয়।[৩৫][৩৬]

---

[৩০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ২৯ মার্চ ২০২৬, https://mopa.gov.bd/pages/go-ultimates/69c932d3cfb39a5db5192ab8 (০৪ এপ্রিল ২০২৬)

[৩১] *কালের কণ্ঠ*, 'বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আকস্মিক পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর', ২৯ মার্চ ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/03/29/1664657 (৩১ মার্চ ২০২৬); *ইত্তেফাক*, ‘সচিবালয়ে কর্মরতদের সঠিক সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রীর ঝটিকা সফর’, ২৯ মার্চ ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/781597/ (০২ এপ্রিল ২০২৬)

[৩২] যমুনা টিভি, ‘আকস্মিক পরিদর্শনে ভূমি প্রতিমন্ত্রী, অফিসে কাউকে না পেয়ে আধা ঘণ্টা অপেক্ষা, ঝাড়লেন ক্ষোভ’, 4 মার্চ ২০২৬, https://www.jamuna.tv/national/652567 (8 মার্চ ২০২৬)

[৩৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পত্র নং ০৩.০০.০০০০.০০০.০৬৬.৯৯.০০০১.২৫(অংশ-১).৩৮, ৭ মার্চ ২০২৬, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-mos/2026/2/10dcbaeb-e857-4ff9-ac95-406362886dab.pdf

[৩৪] *ঢাকাপ্রকাশ*, ‘ছয় মাস পর মন্ত্রীদের কাজের মূল্যায়ন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান’, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.dhakaprokash24.com/national/news/85754, (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *গ্লোবাল টিভি*, ‘ছয় মাসেই হবে মূল্যায়ন: ব্যর্থ হলে টিকবে না মন্ত্রিত্ব’, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https:/ww/w.youtube.com/watch?v=hnD_qjvrs3I (২৬ এপ্রিল ২০২৬)।

[৩৫] *বনিক বার্তা*, ‘মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বৈঠক: ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ সরকারের’, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://bonikbarta.com/bangladesh/9A4qZaQjVXmbfath (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ' প্রথম ১০০ দিনে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত, দৃশ্যমান ও কার্যকর বহুমুখী পদক্ষেপ ', (২৭ মে ২০২৬); https://www.bnpbd.org/programs&pressReleases/6a145e180817531517505cc9?language=bn(২৮ মে ২০২৬)।

[৩৬] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ‘জনগণের সরকারের ১০০ দিন; ১০০ দিনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম’, ২৬ মে ২০২৬ https://pmo.gov.bd/pages/notices/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-h28tjd-6a15d7b67fa93b1e330fc7d0 (২৬ মে ২০২৬)

২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

গবেষণার এই অংশে কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে সংসদীয় ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে সংসদ গঠন, জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং সংসদে আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার, সংসদের উদ্যোগ/পদক্ষেপ এবং এবিষয়ে গবেষণা পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ সংসদীয় ব্যবস্থা সংস্কারঃ সংসদ গঠন

সরকারের অঙ্গীকারঃ কার্যকর সংসদ গঠনের বিষয়ে বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহারে বেশ কিছু অঙ্গীকার করে। এর মধ্যে রয়েছে আইনসভার উভয়কক্ষে অর্থাৎ উচ্চকক্ষ[৩৭] ও নিম্ন কক্ষে দুইজন ডেপুটি স্পীকারের মধ্যে থেকে একজন ডেপুটি স্পীকার সরকার দলীয় ব্যতীত অন্যান্য দলের সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত করা হবে।[৩৮]আস্থাভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত (যেমনঃ যুদ্ধ পরিস্থিতি) এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে।[৩৯] এছাড়াও নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব, বিশেষ অধিকার (প্রিভিলেজ কমিটি), অনুমিত হিসাব ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য দায়িত্ব পালন করবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এসব কমিটিসহ জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদ সংসদে প্রাপ্ত আসনের সংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নিয়োগ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।[৪০]

উদ্যোগ/পদক্ষেপঃ কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ/পদক্ষেপগুলো মধ্যে ছিল জাতীয় সংসদে বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং বিরোধী দল থেকে একজন প্রার্থী নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান জুলাই জাতীয় সনদের সমঝোতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে প্রার্থীর নাম প্রস্তাবের আহ্বান করা হয়।[৪১] এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সংসদে বিরোধী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপি জোট থেকে গণভোটে অনুমোদিত জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও জুলাই জাতীয় সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার পদের জন্য তাদের মধ্যে থেকে প্রার্থী নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়।[৪২] তবে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় তাঁর সমাপনী বক্তব্যে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য ও পরিবেশ বজায় রাখা এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের এই প্রস্তাব 'ওপেন' বা উন্মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত জানান।[৪৩]

সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৫টি স্থায়ী কমিটি ও ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। স্থায়ী কমিটিগুলো হলো- কার্য উপদেষ্টা কমিটি, সংসদ কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি এবং লাইব্রেরী কমিটি। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত ১৩৩টি অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাই করে সুপারিশ প্রদানের জন্য সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি এবং জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে কার্য উপদেষ্টা কমিটি, সংসদ কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত ১৩৩টি অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এবং ৬ এপ্রিল ও ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে যথাক্রমে লাইব্রেরী কমিটি এবং জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৪৪] মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে (সরকারি দল থেকে ৫ জন ও বিরোধী দল থেকে ৫

[৩৭] সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংসদে উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হলে এই অঙ্গীকার প্রযোজ্য হবে, যদিও সংবিধান সংশোধন বিষয়ে এখনও কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

[৩৮] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-৭, সাংবিধানিক সংস্কার-ধারা ৯, https://election26.bnpbd.org/manifesto#manifesto (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ-৭, সাংবিধানিক সংস্কার-ধারা ১১ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি, 'রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা-৩১ দফা (সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত)', দফা-৭;, https://www.bnpbd.org/31-points/?language=bn

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ-৮, সাংবিধানিক সংস্কার-ধারা ২২ ।

[৪১] *যুগান্তর*, 'বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের বিষয়ে যা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী', ০২ মার্চ ২০২৬, https://www.jugantor.com/government/1072509 (৫ মার্চ, ২০২৬)।

[৪২] *সমকাল*, 'বিরোধী দলের সংসদীয় সভা জুলাই সনদ হলে ডেপুটি স্পিকার নেবে জামায়াত', ১২ মার্চ ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/342496/ (১৬ মার্চ ২০২৬)।

[৪৩] *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, 'ডেপুটি স্পিকার পদের প্রস্তাব এখনো ওপেন: বিরোধী দলকে প্রধানমন্ত্রী, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬, https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1651599.details" (৪ মে ২০২৬)।

[৪৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'কমিটির তালিকা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ', https://www.parliament.gov.bd/committees/list-of-committees (৫ মে ২০২৬)।

জন) ১০ সদস্যের এই বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিকে কমিটি গঠনের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া।[৪৫]

পর্যবেক্ষণ: পূর্বের সংসদগুলোতে সাধারণত প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গিয়েছে, যেমন একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৫০টি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়।[৪৬] তবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধিকাংশ কমিটি গঠিত হয়নি। বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকারে জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতির পদে সংসদে প্রাপ্ত আসনের সংখ্যার অনুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে বিশেষ করে সরকারি হিসাব, বিশেষ অধিকার (প্রিভিলেজ কমিটি), অনুমিত হিসাব ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য করার অঙ্গীকার করা হয়। উল্লেখ্য জুলাই জাতীয় সনদে জাতীয় সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদ সংসদে আসনসংখ্যার অনুপাতে বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল।[৪৭] কিন্তু ত্রয়োদশ সংসদে প্রথম অধিবেশনে গঠিত কমিটিগুলোতে সরকারি দল থেকে অধিকাংশ সদস্য নেওয়া হয়েছে এবং ৭টি কমিটির কোনোটিতেই বিরোধী দল থেকে সভাপতি (চেয়ারম্যান) নির্বাচন করা হয়নি বিশেষত 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী দল থেকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি। অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাইয়ে জন্য গঠিত ১৩ সদস্যের বিশেষ কমিটির সভাপতিসহ ১০ জন সদস্যই ছিল ক্ষমতাসীন জোটের, বিপরীতে বিরোধী জোটের সদস্য ছিল মাত্র ৩ জন।[৪৮] এছাড়া সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন বিষয়ে সরকারের অবস্থান এখনও সুস্পষ্ট করা হয়নি।

২.২ জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকারে বলা হয়েছে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো সুশাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনের শাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে।[৪৯] এছাড়াও আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনকালে জাতীয় স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত রাখার কথা বলা হয়েছে।[৫০]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে গুরুত্ব দিয়ে শ্রমজীবী প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীদের জন্য সংসদের গ্যালারিতে বসে অধিবেশন দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়।[৫১] সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধির আওতায় নির্ধারিত সময়ে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে জনস্বার্থ, উন্নয়ন কাজ, ও নীতিগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে মোট ২,৫০৯টি প্রশ্ন জমা পড়ে। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়গুলো থেকে ১,৭৭৮টির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। এসব প্রশ্নের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নিকট ৯৩টি প্রশ্ন জন্য জমা পড়ে যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩৫টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

সংসদের প্রথম অধিবেশনের ২৫ দিনে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪০ ঘন্টা আলোচনা হয় এবং এই আলোচনায় ২৮০ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।[৫২] বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ প্রদান করেন। তবে বিরোধী দলের সদস্যগণ (জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিসহ বিরোধী জোটের সংসদ সদস্যগণ) রাষ্ট্রপতিকে 'ফ্যাসিস্টদের দোসর' আখ্যা দিয়ে তাঁকে ভাষণদানে বিরত রাখার দাবি জানায় এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে সংসদে আলোচনা শুরু হয় (১৫ মার্চ ২০২৬) এবং মোট ৪০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট আলোচনা চলে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে বিতর্ক চলে।[৫৩] প্রথম অধিবেশনে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়া, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও মুক্তিযুদ্ধ। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে সর্বদলীয় কমিটি গঠনের ঘোষণা দেওয়া, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের

[৪৫] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, 'পার্লামেন্ট ফর্মস টেন-মেম্বার স্পেশাল কমিটি টু অ্যাড্রেস এনার্জি সিচুয়েশন', ২৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/parliament-forms-10-member-special-committee-address-energy-situation-1421996 (৩০ এপ্রিল ২০২৬)।

[৪৬] বাংলা ট্রিবিউন, 'শেষ হলো একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন', ১১ মার্চ ২০১৯, https://www.banglatribune.com/national/430660/ (১৪ মে ২০২৬)।

[৪৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'

[৪৮] 'কমিটির তালিকা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ', *প্রাগুক্ত*।

[৪৯] বিএনপি, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬' প্রাগুক্ত, পৃ-৮।

[৫০] বিএনপি, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', প্রাগুক্ত, পৃ-৭, সাংবিধানিক সংস্কার-ধারা ১৩।

[৫১] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নোটিশ, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন: উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ', ২৬ মে ২০২৬, https://pmo.gov.bd/pages/notices/?page=2&page_size=10 (২৬ মে ২০২৬)

[৫২] বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত', ০১ মে ২০২৬, https://www.bssnews.net/bangla/national-parliament-session/303742 (১১ মে ২০২৬)।

[৫৩] সজল দাস, 'সংসদের প্রথম অধিবেশনের যে আটটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১ মে ২০২৬, https://www.bbc.com/bengali/articles/cr5pmmd92nqo (১০ মে ২০২৬)।

সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মতবিরোধ অব্যাহত ছিল। 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২৬' পাসসহ মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা ও রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে জোরালো আলোচনা চলে। অধিবেশনের শেষ দিনে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ ও গ্রেফতারের দাবি জানান। বিভিন্ন বিল পাস ও অন্যান্য ইস্যুতে বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিবাদ এবং সংসদীয় রীতি অনুযায়ী আপত্তি জানিয়ে বিরোধী দলের অন্তত তিনবার ওয়াকআউটের ঘটনা লক্ষ করা যায়।[৫৪] সংসদ সদস্যদের দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা এবং নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় আরও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনের যুক্তিতে উপজেলা পরিষদে তাঁদের ব্যবহারের জন্য 'পরিদর্শন কক্ষ' স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্ত সংসদের এই অধিবেশনে জানানো হয়।[৫৫]

পর্যবেক্ষণ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদেও প্রথম অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে সক্রিয়তা এবং মন্ত্রণালয়গুলোর জবাবদিহির দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত অধিকাংশ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত না হওয়ায় প্রথম অধিবেশনে বিল ও অধ্যাদেশসমূহের নিয়মিত কমিটি-পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যাহত হয় এবং নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদীয় তদারকি ও জবাবদিহি কার্যক্রম সীমিত থাকে। একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনে ব্যয়িত সময়ের তুলনায় (৫৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট এবং অংশগ্রহণ ১৯৪ জন)[৫৬] ত্রয়োদশ সংসদের (ব্যয়িত সময় ৪০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট এবং অংশগ্রহণ ২৮০ জন) প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও আলোচনায় ব্যয়িত সময় কম হলেও অধিক সংখ্যক সংসদ সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।[৫৭] সদস্যদের সকলের কথা বলার সুযোগ প্রদানসহ সংসদের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন রক্ষায় স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের ভূমিকা প্রশংসিত হলেও কিছু ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে বৈষম্যের অভিযোগ ওঠে। সরকার দলীয় চিফ হুইপ নবীন সংসদ সদস্যদের তাদের এলাকা ও জাতীয় ইস্যুতে কথা বলার সুযোগ নিশ্চিত ও নোটিশের ক্রমানুসারে বক্তার তালিকা নির্ধারণে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার দাবি উত্থাপন করে।[৫৮] ত্রয়োদশ সংসদে ২২০ জন সদস্য প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হওয়ায় সংসদীয় কার্যবিধি ও নিয়ম-কানুন পালনে তাঁদের দক্ষতার ঘাটতি দেখা গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে সংসদীয় শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। বিশেষ করে, স্পিকারের অনুমতি ব্যতীত বক্তব্য প্রদান, পূর্ব নোটিশ ছাড়া কথা বলার চেষ্টা, নির্ধারিত আলোচ্যসূচির বাইরে আলোচনা এবং সময়সীমা অতিক্রম করার মতো ঘটনা ঘটছে। এসব ক্ষেত্রে স্পিকারকে বারবার হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে, যা সংসদের সামগ্রিক কার্যকারিতা ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।[৫৯]

সংসদের প্রথম অধিবেশনে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়নি। তবে একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের স্বাস্থ্যখাতের ভঙ্গুর দশা ও অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া বিভিন্ন চুক্তির সমালোচনা করে দেওয়া বক্তব্য চলাকালে সরকারি দলের (ট্রেজারি বেঞ্চের) কয়েকজন সংসদ সদস্যের শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকারের পক্ষ থেকে শিষ্টাচার বজায় রাখার অনুরোধ করতে দেখা গেছে। এ নিয়ে বিরোধী দলের তীব্র নিন্দা ও সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনা লক্ষ করা যায়।[৬০] সংসদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ কয়েকবার ওয়াকআউট করলেও সংসদ বর্জনের চর্চা লক্ষ করা যায়নি।

একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আমেরিকার সাথে বাণিজ্যচুক্তি, এবং হামের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সংসদে উত্থাপন করলেও তা সংসদে আলোচনা করা হয়নি।[৬১, ৬২] সংসদ সদস্যদের যে সম্মানী ও ভাতা দেওয়া হয় তার মধ্যে যাতায়াত ভাতাও রয়েছে। সংসদ সদস্যদের যাতায়াত ভাতা দেওয়া হলেও সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী জোটের একজন সংসদ সদস্য কর্তৃক সংসদ সদস্যদের জন্য সরকারি গাড়ির দাবি উত্থাপন করা হয়। তার এই দাবী গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ও জনসেবার দর্শনের পরিপন্থী হিসেবে সমালোচিত হয়েছে।[৬৩] তবে সমালোচনার প্রেক্ষিতে উক্ত সংসদ সদস্য বলেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, এসি ল্যান্ডসহ অন্যান্য সরকারি অফিসারগণ সরকারি কার্য পরিচালনা করার জন্য যেভাবে একটি সরকারি গাড়ি পেয়ে থাকে, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় সংসদ

---

[৫৪] *প্রাগুক্ত*।

[৫৫] *ইত্তেফাক*, 'উপজেলা পরিষদে এমপিদের জন্য তৈরি হবে আধুনিক 'পরিদর্শন কক্ষ': স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী,২১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/785301/ (২৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[৫৬] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'শেষ হলো একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন', *প্রাগুক্ত*।

[৫৭] *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা*, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত', *প্রাগুক্ত*।

[৫৮] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'রুমিন ফারহানার বক্তব্যের সময় 'অশালীন অঙ্গভঙ্গি', বিরোধীদলীয় নেতার নিন্দা', ১৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.banglatribune.com/national/942658/ (২৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[৫৯] এম. শফিউল ইসলাম, 'রুকি এমপি-স ডিসরাপ্ট হাউস বিজনেস', *দ্য ডেইলি টাইমস*, ১৯ এপ্রিল ২০২৬, https://tob.news/rookie-mps-disrupt-house-business/ (২৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[৬০] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'রুমিন ফারহানার বক্তব্যের সময় 'অশালীন অঙ্গভঙ্গি', বিরোধীদলীয় নেতার নিন্দা', *প্রাগুক্ত*।

[৬১] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'রুমিন ফারহানা ডিমান্ডস ট্যাবলিং অফ ইউএস ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট ইন পার্লামেন্ট', ২৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/the-parliament-watch/parliament/news/rumeen-farhana-demands-tabling-us-trade-agreement-parliament-4163676 (৩ মে ২০২৬)।

[৬২] *দ্য ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'রুমিন ভোকাল এগেইনস্ট মিজলস ডেথস, স্কেয়ার্স ভ্যাকসিন্স ইন পার্লামেন্ট', ০৮ এপ্রিল ২০২৬, https://thefinancialexpress.com.bd/national/rumeen-vocal-against-measles-deaths-scarce-vaccines-in-parliament (১০ এপ্রিল ২০২৬)।

[৬৩] *প্রথম আলো*, 'এমপিস রিসিভ সেভেনটি থাউজেন্ড মান্থলি ট্রান্সপোর্ট অ্যালাওয়েন্স সো কার ডিমান্ড রেইজেস কোশ্চেনস, ২৩ এপ্রিল ২০২৬, https://en.prothomalo.com/bangladesh/95l210kshh (৩০ এপ্রিল ২০২৬)।

সদস্যদের জন্য একটি গাড়ি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেটা সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে।[৬৪] সংসদে বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নে সকল দলের সদস্যের একমত হওয়ার ঘটনা লক্ষ করা গেছে। যেমন উপজেলা পরিষদের নতুন বা পুরাতন কমপ্লেক্স ভবনের দ্বিতীয় তলায় যেখানে যে অবস্থা রয়েছে, সেখানেই এটাচড বাথরুম ও উন্নতমানের আসবাবপত্রসহ সংসদ সদস্যদের বসার জন্য একটি কক্ষ প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত সংসদে জানানো হয়। বিধিমালা অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের নামে সরাসরি কক্ষ বরাদ্দের সুযোগ না থাকায় এই কক্ষটির নাম হবে 'পরিদর্শন কক্ষ'। এখানে বসে সংসদ সদস্যগণ তাদের প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি দেখা-সাক্ষাৎ ও সময় ব্যয় করার সুযোগ পাবেন। কোনো সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় যদি একাধিক উপজেলা থাকে, তবে প্রতিটি উপজেলাতেই তার জন্য এমন অফিস বা পরিদর্শন কক্ষের ব্যবস্থা থাকবে। সংসদে সংশ্লিষ্ট প্রতিমন্ত্রী সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানানোর সময় সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের পাশাপাশি বিরোধীদলের সংসদ সদস্যরাও বিপুল উৎসাহে টেবিল চাপড়িয়ে বিষয়টিকে স্বাগত জানান।[৬৫] উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের 'পরিদর্শন কক্ষ' নাম দিয়ে বসার জায়গার ব্যবস্থা করা উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা হরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

২.৩ জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা **১৩৩টি** অধ্যাদেশ **১২ মার্চ ২০২৬** তারিখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে উত্থাপন করেন।[৬৬] ঐ দিনই অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাইয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে **১৩** সদস্যের[৬৭] একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৬৮] পরবর্তীতে **১৫ মার্চ ২০২৬** সংসদের দ্বিতীয় কার্যদিবসে আইনমন্ত্রী অধ্যাদেশগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য **১৩৩টি** অধ্যাদেশ বিশেষ কমিটির কাছে পাঠায় এবং প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করে দেওয়া হয়।[৬৯] অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত **১৩৩টি** পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই কমিটি **২ এপ্রিল ২০২৬** তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে।[৭০] এই কমিটি অন্তর্বর্তী সরকারের **৯৮টি** অধ্যাদেশকে হুবহু বা পূর্ণাঙ্গ বিল আকারে এবং **১৫টি** অধ্যাদেশকে সংশোধিত আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংসদে উত্থাপনের সুপারিশ করে। অন্যদিকে **১৬টি** অধ্যাদেশকে অধিকতর যাচাই-বাছাই ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্থগিত এবং **৪টি** অধ্যাদেশকে রহিতকরণ ও হেফাজতের (বাতিল) জন্য সুপারিশ করে। কমিটির এই সুপারিশের ওপর কমিটির বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণ ভিন্নমত (নোট অব ডিসেন্ট) প্রদান করে।[৭১] পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের ২৫ কার্যদিবসের প্রথম অধিবেশনে পর্যায়ক্রমে ৯৭টি অধ্যাদেশ সরাসরি এবং **১৩টি** সংশোধনীসহ পাস হয়ে আইনে পরিণত হয় এবং ৭টি অধ্যাদেশ রহিত এবং **১৬টি** অধ্যাদেশ অধিকতর যাচাইয়ের জন্য স্থগিত করা হয়।[৭২] বিচার বিভাগ ও মানবাধিকার সংক্রান্ত ৪টি অধ্যাদশে রহিত এবং গুম, দুদক, গণভোট, পুলিশ কমিশন ও রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত **১৬টি** অধ্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে সংসদে অনুমোদিত না হওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৭৩]

পর্যবেক্ষণ: স্বল্প সময়ের মধ্যে (২৫দিনে **১৩৩টি** অধ্যাদেশ অর্থাৎ গড়ে দিনে ৪.৫টি অধ্যাদেশ পাসের প্রয়োজনীয়তা)[৭৪] বিপুল সংখ্যক অধ্যাদেশ পর্যালোচনার চাপ নিয়ে কিছু বিতর্ক ও সমালোচনা থাকলেও সরকার **১৩৩টি** অধ্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যে **১৬টি** অধ্যাদেশ অধিকতর যাচাইয়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছে (গুম প্রতিরোধ, দুদক, মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশসহ) সেসব অধ্যাদেশ সংশোধনের প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত হবে কি না, তা নিয়ে সংশয়

[৬৪] যুগান্তর, 'এমপিদের জন্য গাড়ি চাওয়ার বিষয়ে সংসদে যা জানালেন হাসনাত', ২২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/politics/1092375(২২ এপ্রিল ২০২৬)

[৬৫] বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ' উপজেলা পরিষদে এমপিদের জন্য 'পরিদর্শন কক্ষ' স্থাপন করা হচ্ছে : মীর শাহে আলম', ২১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.bssnews.net/bangla/national-parliament-session/300979 (২১ এপ্রিল ২০২৬),

[৬৬] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'ওয়ান হানড্রেড থার্টি থ্রি ইন্টারিম গভট অর্ডিন্যান্সেস সেন্ট টু স্পেশাল কমিটি ফর এক্সামিনেশন' ১৫ মার্চ ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/governance/news/133-interim-govt-ordinances-sent-special-committee-examination-4129136 (১৮ মার্চ ২০২৬)

[৬৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'কমিটির তালিকা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ', *প্রাগুক্ত*।

[৬৮] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ যাচাইয়ে ১৪ সদস্যের কমিটি', ১৩ মার্চ ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/national/2026/03/13/1227753 (১৮ মার্চ ২০২৬)

[৬৯] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'ওয়ান হানড্রেড থার্টি থ্রি ইন্টারিম গভট অর্ডিন্যান্সেস সেন্ট টু স্পেশাল কমিটি ফর এক্সামিনেশন' ১৫ মার্চ ২০২৬, *প্রাগুক্ত*।

[৭০] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩টি অধ্যাদেশ বিশেষ কমিটিতে', ১৫ মার্চ ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/345214e694bb (১৮ মার্চ ২০২৬)

[৭১] সরদার ফরিদ আহমদ, 'অধ্যাদেশ বাতিলের রাজনীতি', *নয়া দিগন্ত*, ৩ এপ্রিল ২০২৬, https://dailynayadiganta.com/opinions/editorial/sub-editorial/sW8uvYMDGcoV (২০ মার্চ ২০২৬); *ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি*, '৪ অধ্যাদেশ বাতিলের যে কারণ জানাল সংসদীয় বিশেষ কমিটি', ০৫ এপ্রিল ২০২৬, https://www.itvbd.com/national/263885/%E0%A7%AA- (০৭ এপ্রিল ২০২৬)

[৭২] *যুগান্তর*, '১৬টি অধ্যাদেশ নিয়ে কোনো অস্বচ্ছতা নেই', ১২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1088282 (১৮ এপ্রিল ২০২৬)

[৭৩] মহিউদ্দিন আলমগীর, 'টুয়েন্টি অর্ডিন্যান্সেস লুজ ভ্যালিডিটি', *দ্য ডেইলি স্টার*, ১১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/20-ordinances-lose-validity-4148621 (১৮ এপ্রিল ২০২৬

[৭৪] শাহদীন মালিক, 'অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশগুলোর কি 'মৃত্যু' আসন্ন?', *প্রথম আলো*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/opinion/column/os0kcdxheb (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

রয়েছে।[৭৫] তাছাড়া রহিত বা স্থগিত করা অধ্যাদেশগুলো সংশোধন করে আইনে পরিণত করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দেওয়া হয়নি। বিএনপি'র সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকা স্বত্তেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার কমিশন, দুদক, গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ রহিত/স্থগিত করার মাধ্যমে সরকার তাদের অঙ্গীকারের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করে।[৭৬] বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং মানবাধিকার রক্ষা–একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। এই মৌলিক সংস্কারগুলো উপেক্ষা করা বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[৭৭]

স্থগিত করা অধ্যাদেশগুলোর কয়েকটির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন করে পাশ করার সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি, যেমন গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংশোধন অধ্যাদেশ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ। পক্ষান্তরে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করবে এমন ধারাসহ এবং অংশীজনদের প্রত্যাশা ও সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন না করেই অনেক অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা হয়েছে যেমন, 'সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬', 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৬', 'জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬', 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬', 'সরকারি হিসাব নিরীক্ষা আইন, ২০২৬'।[৭৮]যেমন বেশ কিছু ঘাটতি নিয়ে সরকারি হিসাব নিরীক্ষা আইন, ২০২৬ সংসদে পাশ করা হয়েছে। এসব ঘাটতিসমূহ মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাংবিধানিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। সরকারি হিসাবে প্রাপ্য সকল রাজস্ব ও প্রাপ্তি প্রচলিত আইন, বিধি, ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিরূপন, সঠিকভাবে জমা ও হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষার সুযোগ বর্তমান আইনে রাখা হয়নি (ধারা ৬)। যা, সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থায় জবাবদিহি কমাবে - রাজস্ব নিরূপন ও আদায়ে অনিয়ম ও করফাঁকি রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ হারাবে সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি। এটিকে রাজস্ব আদায় ও নিরূপন কার্যক্রমে যোগসাজশমূলক অনিয়ম ও কারসাজির দায়মুক্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে।[৭৯]

এছাড়াও সংসদে পাশ করা স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইনগুলো প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতায় দুষ্ট। জুলাই অভ্যুত্থানের পর বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার যেমন-সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বরখাস্ত করা এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা পায় অন্তর্বর্তী সরকার। যেখানে বিশেষ পরিস্থিতি ও জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার কথা বলা হয়। কিন্তু নির্বাচিত সরকারও নিজের ইচ্ছেমতো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাকে স্বাভাবিকতায় পরিণত করেছে, যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। বিশেষ পরিস্থিতি বা জনস্বার্থে জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ করে প্রশাসক নিয়োগের বিধান বহাল রেখে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। বিলগুলো হলো- 'স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ সংশোধন বিল, ২০২৬', 'উপজেলা পরিষদ সংশোধন বিল, ২০২৬', 'জেলা পরিষদ সংশোধন বিল, ২০২৬', 'স্থানীয় সরকার পৌরসভা সংশোধন বিল, ২০২৬' এবং 'স্থানীয় সরকার সিটি করপোরেশন সংশোধন বিল, ২০২৬'।[৮০]

গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংশোধন অধ্যাদেশ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ইত্যাদি স্থগিত করা অধ্যাদেশগুলোর কয়েকটির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন করে পাশ করার সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি। বিল উত্থাপন ও রহিতকরণের ক্ষেত্রে সংসদীয় বিশেষ কমিটির সুপারিশ গ্রহণে কিছু ব্যত্যয় লক্ষ করা গেছে। অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করা ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে বিরোধী দলের সদস্যদের ভিন্নমত এমনকি একজন সরকারদলীয় সদস্যের ভিন্নমত বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। সংসদের বিশেষ কমিটিতে থাকা বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ এসব অধ্যাদেশ বাতিল বা সংশোধনে ভিন্নমত জানিয়েছেন। এমনকি একজন সরকারি দলের সংসদ সদস্য এই অধ্যাদেশগুলো বাতিলে ভিন্নমত জানিয়েছিলেন এবং এই চারটি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। যদিও তাঁর ভিন্নমত বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনেই রাখা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারি দলের সংসদ সদস্যগণ মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের যেসব ধারা সংশোধনের কথা বলেছেন সেগুলোতে তিনি দ্বিমত পোষন করেন। যেমন মানবাধিকার কমিশনকে কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখা, মানবাধিকার কমিশনার নিয়োগের বাছাই কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধির বৃদ্ধি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে পূর্ব অনুমতির বিধান রাখা ইত্যাদি বিষয়ে কমিটির সরকারি দলের উক্ত সদস্য তার দ্বিমত তুলে ধরেন।[৮১]

---

[৭৫] রেজাউর রহমান লেনিন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ-আইন প্রণয়নে সংসদীয় পরিক্রমা: বৈধতা ও বিতর্ক', *বাংলা ট্রিবিউন*, ০৩ এপ্রিল ২০২৬, https://www.banglatribune.com/columns/940291/ (০৫ এপ্রিল ২০২৬)

[৭৬] *প্রাগুক্ত*।; *ইত্তেফাক*, 'অধ্যাদেশ বাতিলের চাপ রাজনৈতিক অঙ্গন থেকেই আসছে: টিআইবি', ০৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/782979/ (০৭ এপ্রিল ২০২৬)

[৭৭] ড. ইফতেখারুজ্জামান, 'মৌলিক সংস্কারকে উপেক্ষা সবার জন্য আত্মঘাতমূলক', *প্রথম আলো*, ০৪ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/eo3ik6uh0b (০৭ এপ্রিল ২০২৬)

[৭৮] *টিআইবি*, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রণীত কয়েকটি অধ্যাদেশ রহিত/ বাতিল/ সংশোধন সম্পর্কে টিআইবি'র অবস্থান' অবস্থানপত্র, ০৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/upload/files/position-paper/2026/Position-Paper-on-Ordinance-to-Law-TIB-Bn.pdf (০৭ এপ্রিল ২০২৬)

[৭৯] প্রাগুক্ত

[৮০] যুগান্তর, 'প্রশাসক নিয়োগের বিধান রেখে স্থানীয় সরকারের ৫ বিল পাস', ৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1087142 (৯ এপ্রিল ২০২৬)

[৮১] *সমকাল*, 'বিশেষ কমিটির সুপারিশ, দুদক, মানবাধিকার কমিশন নিয়েও আশা নেই, কমবে পুলিশ কমিশনের ক্ষমতা', ৫ এপ্রিল ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/345765/, (৫ এপ্রিল ২০২৬)

২.৪ সংবিধান সংস্কার

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার এবং রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফার উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারে মধ্যে রয়েছে জুলাই জাতীয় সনদে যে সকল বিষয়ে যে আঙ্গিকে ঐক্যমত ও স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলো সেভাবে বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এছাড়া ইশতেহার এবং ৩১ দফায় আইনসভা, মন্ত্রীসভা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিচার বিভাগের মাঝে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের মেয়াদ অনূর্ধ্ব পরপর দুই বার করা, সংসদে উচ্চ কক্ষ প্রবর্তন করা, উচ্চ কক্ষে কমপক্ষে ১০ শতাংশ নারী সদস্য রাখা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করা হয়েছে। রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফায় একটি "সংবিধান সংস্কার কমিশন" গঠন করে সব বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সংশোধনী ও পরিবর্তনসমূহ পর্যালোচনা করে সেগুলো বাতিল বা সংশোধন করা হবে মর্মে অঙ্গীকার করা হয়।[৮২,৮৩]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও গণভোটের রায় ও প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সংসদে বিতর্ক দেখা গেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিরোধী দলীয় জোটের ৭৭ জন সংসদ সদস্য সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেও বিএনপি 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ' সাংবিধানিক নয় বলে তা প্রত্যাখ্যান করে। সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে অবস্থান নেয় বিএনপি। পরবর্তী (বাজেট) অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপনের পাশাপাশি সরকারি ও বিরোধী দলের (সরকারি ১২ এবং বিরোধী ৫) সমন্বয়ে ১৭ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয় সরকার।[৮৪] ফলে সংসদে যথাসময়ে গণভোট অধ্যাদেশটি অনুমোদন না পাওয়ায় অধ্যাদেশটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে ভবিষ্যতে নতুন আইন বা সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন হলেও অতীত গণভোট 'ফ্যাক্টাম ভ্যালেট' হিসেবে বৈধ থাকবে মর্মে ঘোষণা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।[৮৫]

পর্যবেক্ষণ: জাতীয় নির্বাচনের সাথে অনুষ্ঠিত হওয়া গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হওয়ায় জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হওয়ার কথা। এবং এই পরিষদে জুলাই সনদের সংবিধান-সম্পর্কিত ৪৮টি সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার কথা। সংবিধান সংস্কার কোন প্রক্রিয়ায় বা কিভাবে হবে সে বিষয়ে জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিতর্ক হয়। সংবিধান সংস্কার পরিষদের মাধ্যমে নাকি জাতীয় সংসদে সংবিধান সংস্কার বাস্তাবয়ন হবে, সংবিধান কী 'সংস্কার' হবে নাকি 'সংশোধন' হবে, সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন আহবান, সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি ও বিরোধী জোটের মধ্যে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায় এবং সংসদে এবিষয়গুলো নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়।[৮৬] সরকারি দলের মতে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যদের শপথের বিষয়ে সংবিধানে কিছু উল্লেখ নেই। ভবিষ্যতে এই বিষয়টি সংবিধানে যুক্ত হলে তখন শপথের বিষয়টি আসবে। অন্যদিকে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে এসব বিষয়ে সমাধান না এলে বিরোধী দল রাজপথে আন্দোলনের ঘোষণা দেয় এবং গণভোটের রায় অনুযায়ী জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জামায়াতে ইসলামী ও বিরোধী জোটের অন্যান্য দল দেশব্যাপী বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা করে।[৮৭] অন্যদিকে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারি দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে জনমনে সংশয় তৈরি হয়। যেমন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একাধিক বার জুলাই জাতীয় সনদ অক্ষরে অক্ষরে

---

[৮২] বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ: ৬-৮, *প্রাগুক্ত*।

[৮৩] বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা-৩১ দফা (সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত); দফা-১, ৩,৪, ৫, ৬, ৭; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, *প্রাগুক্ত*।

[৮৪] *মানবজমিন*, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে বাহাস', ১৬ মার্চ ২০২৬, https://www.mzamin.com/article/6027/ (১৭ মার্চ ২০২৬); প্রথম আলো, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে নতুন করে উত্তাপ', ১৫ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/oxj1a5906d (১৭ মার্চ ২০২৬); হাসনাত কাইয়ুম, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে বিতর্ক কেন', *প্রথম আলো*, ১৮ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/opinion/column/5hf9sn670l (১৮ মার্চ ২০২৬); *আজকের পত্রিকা*, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ', ১৯ মার্চ ২০২৬ ,https://www.ajkerpatrika.com/politics/ajpi6sook9sxh (১৯ মার্চ ২০২৬); *দ্য ডেইলি স্টার*, 'গভট প্রপোজেস সেভেনটিন-মেম্বার জেএস বডি টু অ্যামেন্ড কনস্টিটিউশন ইন লাইন উইথ জুলাই চার্টার', ২৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/the-parliament-watch/parliament/news/govt-proposes-17-member-js-body-amend-constitution-line-july-charter-4163901 (30 এপ্রিল ২০২৬)।

[৮৫] *প্রথম আলো*, 'গণভোট ঘটনাক্রমে সিদ্ধ, বললেন সালাহউদ্দিন আহমদ', ১২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/r6rag4kkzb (১৯ এপ্রিল ২০২৬)।

[৮৬] *মানবজমিন*, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে বাহাস', ১৬ মার্চ ২০২৬, https://www.mzamin.com/article/6027/ (১৭ মার্চ ২০২৬); প্রথম আলো, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে নতুন করে উত্তাপ', ১৫ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/oxj1a5906d (১৭ মার্চ ২০২৬); হাসনাত কাইয়ুম, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে বিতর্ক কেন', *প্রথম আলো*, ১৮ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/opinion/column/5hf9sn670l (১৮ মার্চ ২০২৬); *আজকের পত্রিকা*, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ', ১৯ মার্চ ২০২৬ ,https://www.ajkerpatrika.com/politics/ajpi6sook9sxh (১৯ মার্চ ২০২৬); *দ্য ডেইলি স্টার*, 'গভট প্রপোজেস সেভেনটিন-মেম্বার জেএস বডি টু অ্যামেন্ড কনস্টিটিউশন ইন লাইন উইথ জুলাই চার্টার', ২৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/the-parliament-watch/parliament/news/govt-proposes-17-member-js-body-amend-constitution-line-july-charter-4163901 (30 এপ্রিল ২০২৬)।

[87] *মানবজমিন*, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে বাহাস', ১৬ মার্চ ২০২৬, *প্রাগুক্ত*; প্রথম আলো, 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে নতুন করে উত্তাপ', ১৫ মার্চ ২০২৬, *প্রাগুক্ত*; দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, 'গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে শনিবার ঢাকায় ১১ দলের মিছিল', ১৬ এপ্রিল ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-3916746, (২০ এপ্রিল ২০২৬)।

বাস্তবায়ন করা হবে বলা হলেও[৮৮] দলের অন্যান্য নেতাদের ভিন্ন বক্তব্য দিতে দেখা যায়। জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন "সংস্কারের 'বাহানায়' যদি নির্বাচন হতে না দেওয়া হয়, সে জন্য সবকিছুতে আপস করে জুলাই জাতীয় সনদে সই করেছি।"[৮৯]

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠন ছাড়াও জুলাই সনদের যেসব বিষয়ে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট ছিল সেসব সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।[৯০] সরকারি দল থেকে সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে বিশেষ কমিটির মাধ্যমে শুরু করার কথা বলা হয়। বিরোধী দল থেকে এই কমিটি গঠনের বিষয়ে বলা হয় সরকারি ও বিরোধী দল থেকে সমান প্রতিনিধিত্ব রেখে এমন কমিটি করা হলে তা ইতিবাচকভাবে দেখা হবে। তবে সরকারি দল এ প্রস্তাবে আপত্তি জানায়।[৯১] অন্যদিকে ৭ জুন ২০২৬ থেকে শুরু হতে যাওয়া সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশেষ কমিটিতে যোগ দিতে বিএনপি বিরোধী দলকে আহ্বান জানালেও বিরোধী দল থেকে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকারি দলকে জানানো হবে বলে বলা হয় এবং 'সংবিধান সংস্কার পরিষদের' মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়নের বিষয়ে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করা হয়।[৯২] জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারার যে চর্চা পূর্বে দেখা যায় তা এই সময়েও অব্যাহত ছিল।

৩. বিচার বিভাগ

গবেষণা প্রতিবেদনের এই অংশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বিচার বিভাগের বিভিন্ন বিচারিক কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা এবং নির্বাচনী ইশতেকারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতে বেশ কিছু অঙ্গীকার রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হলো বাংলাদেশের সংবিধান ও মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একটি "জুডিশিয়াল কমিশন" গঠন করা এবং অধস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। এছাড়া রয়েছে বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠাসহ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অভিশংসন প্রশ্নে সংবিধানে বর্ণিত পূর্বের "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল" ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা, এবং এ জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী, দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নীতিবোধ, বিচারবোধ ও সুনামের কঠোর মানদণ্ডে যাচাই করে বিচারক নিয়োগ করা হবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫(২)(গ) অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও মানদণ্ড সম্বলিত "বিচারপতি নিয়োগ আইন" প্রণয়ন করা হবে।[৯৩, ৯৪]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারিকৃত বিচার বিভাগ সংক্রান্ত তিনটি অধ্যাদেশ যথা 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫', 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' এবং 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫' জাতীয় সংসদে বাতিল করা হয়।[৯৫] সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ ও সচিবালয় সংক্রান্ত অধ্যাদেশগুলো সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় যুক্তিতে সংসদীয় বিশেষ কমিটি এই অধ্যাদেশসমূহ রহিতকরণ ও হেফাজতের সুপারিশ করে।[৯৬] আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দাবি, পৃথক সচিবালয় হলে নিম্ন আদালতের ওপর প্রধান বিচারপতির 'একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ' তৈরি হবে। সরকার ও

---

[৮৮] ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন, 'জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের', ১৪ এপ্রিল ২০২৬, https://www.youtube.com/watch?v=I5lxnhIFWdg, (২০ এপ্রিল ২০২৬)।

[৮৯] প্রথম আলো, 'সংস্কারের বাহানায় যদি নির্বাচন হতে না দেয়, সে জন্য আপস করে জুলাই সনদে সই করেছি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী', ৩০ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/y2hfxwzux9 (১ মে ২০২৬)।

[৯০] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'উইল ইমপ্লিমেন্ট জুলাই চার্টার বাট রিজেক্ট 'ইমপোজড' ডিসিশনস: সালাহউদ্দিন', ১১ মার্চ ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/governance/news/will-implement-july-charter-reject-imposed-decisions-salahuddin-4126401 (১১ মার্চ ২০২৬); সাদিক মাহবুব ইসলাম, 'পিআর আপার হাউস, নোটস অফ ডিসেন্ট অ্যান্ড দ্য লিগ্যাল ক্যাভিয়েট: হোয়্যার ডাজ দ্য বিএনপি স্ট্যান্ড?' দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/features/panorama/pr-upper-house-notes-dissent-and-legal-caveat-where-does-bnp-stand-1363636 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯১] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, 'সংবিধান সংস্কারে কমিটির প্রস্তাব সরকারি দলের, বিরোধীদের দাবি সমান সদস্য', ০১ এপ্রিল ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/politics/f7afbc462456 (০২ এপ্রিল ২০২৬)।

[৯২] সাজ্জাদ হোসেন, 'কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট: বিএনপি টু এগেইন আস্ক অপজিশন টু জয়েন প্যানেল' *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৮ মে ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/politics/news/constitution-amendment-bnp-again-ask-opposition-join-panel-4178246, (২০ মে ২০২৬)।

[৯৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা-৩১ দফা (সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত), দফা-১০, প্রাগুক্ত।

[৯৪] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ; ১০, *প্রাগুক্ত*।

[৯৫] *প্রথম আলো*, 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্ঠার অধ্যাদেশ বাতিল', ৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5jwjz8sj2y (৯ এপ্রিল ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের চারটি অধ্যাদেশ অনুমোদনের পক্ষে নয় বিএনপি', ৮ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/ucdfi92i4i, (৯ এপ্রিল ২০২৬)।

[৯৬] *ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন*, '৪ অধ্যাদেশ বাতিলের যে কারণ জানাল সংসদীয় বিশেষ কমিটি', ৫ এপ্রিল ২০২৬, https://www.itvbd.com/national/263885/%E0%A7%AA-, (৬ এপ্রিল ২০২৬)।

বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় অধ্যাদেশ রহিত করার যুক্তি দেওয়া হয়। সংসদ আইন প্রণয়ন করবে এবং কোনো আদালত সংসদকে 'ডিক্টেশন' দিতে পারে না বলে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বৃহত্তর সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগের স্বচ্ছ আইন প্রণয়ন করতে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য আপাতত এই অধ্যাদেশগুলো রহিত করা হয়েছে। সচিবালয় বিলুপ্ত হওয়ার পর এর বাজেট, প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলো আইন ও বিচার বিভাগে হস্তান্তরিত হবে এবং সচিবালয়ের জন্য তৈরি পদসমূহ বিলুপ্ত হবে। তবে সুপ্রিম কোর্ট, রেজিস্ট্রি, ট্রাইব্যুনাল ও অধস্তন আদালতের বিদ্যমান কাঠামো, পদ ও সম্পদ বহাল থাকবে এবং প্রয়োজনে আইন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা আগের আইন অনুযায়ী পুনরায় পরিচালিত হবেন। বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ বাতিল হলেও এর অধীনে ইতোমধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৫ জন বিচারকসহ সব কার্যক্রম বৈধ থাকবে।[৯৭] পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত করে ওই সচিবালয়ের সিনিয়র সচিবসহ মোট ১৫ জন কর্মকর্তাকে আইন ও বিচার বিভাগে (আইন মন্ত্রণালয়) সংযুক্ত করার বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় ১৯ মে ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কর্মকর্তাদের পরবর্তী পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করা হয়।[৯৮] বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিষয়ক আইন প্রণয়নে অধিকতর যাচাই-বাছাই ও অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানায় সরকার।[৯৯]

পর্যবেক্ষণ: বিএনপি গত দুই দশক বিরোধী দল হিসেবে ধারাবাহিকভাবে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে এসেছে। অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত করা, পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াকে নির্বাহী বিভাগ থেকে মুক্ত রাখার মতো বিষয়গুলো ছিল তাদের মূল দাবি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাজা, কারাবন্দিত্ব ও চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে বাধা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অতীতে রাজনৈতিক মামলার কারণে দীর্ঘ সময় বিদেশে থাকা–এসবকে বিচার বিভাগের পরাধীনতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। বিএনপি তাদের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬-এ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পক্ষে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল। সরকার গঠনের পর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধ্যাদেশগুলো সংসদে বিলের মাধ্যমে রহিত করে সরকারের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে পিছু হটার ইঙ্গিত প্রকাশ পায় এবং এর মধ্য দিয়ে সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক তাদের অঙ্গীকারের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে এই অধ্যাদেশগুলো রহিতকরণের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স'-এর যুক্তিতে বিচারিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার এই প্রয়াসটি মাসদার হোসেন মামলার মূল স্পিরিটকে ক্ষুণ্ন করার পাশাপাশি উচ্চ আদালতে স্বচ্ছ ও অরাজনৈতিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এই অধ্যাদেশসমূহ ছিল ঐতিহাসিক মাসদার হোসেন মামলার রায়ের প্রতিফলন এবং অধ্যাদেশ দুটি বাতিল করা 'বিচার বিভাগের হৃৎপিণ্ডে হাত দেওয়া' এবং একটি 'আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত'।[১০০,১০১] উল্লেখ্য সংসদে এই অধ্যাদেশগুলো রহিতকরণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের দৃশ্যমান কোনো অবস্থান গ্রহণ লক্ষ করা যায়নি। 'ভারসাম্য ও অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের' যুক্তিতে সরকার পরবর্তীতে এই আইনগুলো সংশোধন করে বিল আকারে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেও এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ অনুপস্থিত।

৩.২ বিচার বিভাগের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে মামলার জট কমিয়ে আনা যাতে মানুষ বিচারপ্রাপ্তিতে বৈষম্য ও অযথা বিলম্বের শিকার না হয়, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিচার প্রশাসন ও বিচার প্রক্রিয়াকে পূর্ণ অনলাইন ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর করা। এছাড়া বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে সততা ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আইনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে স্থায়ী প্রসিকিউশন/এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।[১০২,১০৩]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: এসংক্রান্ত উদ্যোগ ও পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেকযোগ্য হচ্ছে আদালতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'দ্য কোড অব সিভিল প্রসিডিউর (সংশোধন) বিল, ২০২৬' পাশ করা হয়। বিলে সমন জারির ক্ষেত্রে এসএমএস ও ভয়েস কল ব্যবহার, অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে আরজি ও লিখিত জবাব দাখিল, সরাসরি জেরা এবং ডিক্রি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সহজিকরণ ইত্যাদি বিধান যুক্ত করা হয়।[১০৪] এছাড়া মামলা জট কমাতে ৩০৪টি বিচারকের পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ১৫০ জন সিভিল

[৯৭] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, 'তিন অধ্যাদেশ বাতিল, আগের নিয়মেই ফিরছে বিচারক নিয়োগ ও বিচার বিভাগের কার্যক্রম', ৯ এপ্রিল ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/7d90c2a5d8a2 (৯ এপ্রিল ২০২৬)।

[৯৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রজ্ঞাপন- ১০.০০.০০০০.১২৭.১৯.০০১.২৫.৩৮৭, ১৯ মে ২০২৬, 9b9a783d-5bdb-466f-b595-9c699018cc13.pdf, (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৯৯] *প্রথম আলো*, 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্ঠার অধ্যাদেশ বাতিল', ৯ এপ্রিল ২০২৬, *প্রাগুক্ত*।

[১০০] মো. মাসদার হোসেন, 'সরকারের পদক্ষেপে স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রশ্নে শূন্যতা সৃষ্টি হবে', *সমকাল*, ৮ এপ্রিল ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/346284/, (০৯ এপ্রিল ২০২৬)।

[১০১] *সমকাল*, 'অধ্যাদেশ বাতিল, বিচার বিভাগের হৃৎপিণ্ডে হাত দিয়েছে সরকার, যা সর্বনাশ ডেকে আনবে', ১১ এপ্রিল ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/346791/ (১৯ এপ্রিল ২০২৬)।

[১০২] বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬',পৃ: ৮, *প্রাগুক্ত*।

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ১০।

[১০৪] বাংলাদেশ গেজেট, 'কোড অব সিভিল প্রসিডিউর ১৯৮০ এর অধিকতর সংশোধনীকল্পে আনীত বিল', ৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/61381_21176.pdf, (৯ এপ্রিল ২০২৬)।

জজ নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।[১০৫] এছাড়া ৪০ জনকে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি[১০৬] প্রদানসহ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের মাধ্যমে অধস্তন আদালতের ৯৬৮ জন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে[১০৭] এবং আরও ৫৫৩ জনের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।[১০৮] বিচারিক সেবা ডিজিটালাইজড করতে ই-বেইলবন্ড, বিচারিক সেবায় প্রযুক্তির সহায়তা সম্প্রসারণ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত 'ই-জুডিসিয়ারি' প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।[১০৯]

প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল মোশন বেঞ্চ এবং রিট মোশন বেঞ্চের বিচারপতিদের দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন পুরাতন ক্রিমিনাল মিস ও পুরাতন রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এই নির্দেশনা অনুসরণে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চগুলোর বিচারপতিরা পুরাতন মামলা নিষ্পত্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হাইকোর্টে একদিনে ৭ হাজার ১০৪টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়। এর মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল মোশন বেঞ্চে মোট ৩ হাজার ৮৪২টি পুরাতন ক্রিমিনাল মিস মামলা এবং রিট মোশন বেঞ্চে ৩ হাজার ২৬২টি পুরাতন রিট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। প্রসঙ্গত, বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, দীর্ঘসূত্রতা হ্রাস এবং বিচারব্যবস্থার গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার পুরাতন ক্রিমিনাল মিস ও পুরাতন রিট মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে আদালত থেকে জানানো হয়। উল্লেখ্য এর আগের সপ্তাহে এধরনের আরও প্রায় ৫ হাজার মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। [১১০]

পর্যবেক্ষণ: মামলা জট কমানো, বিচার ব্যবস্থা আরও গতিশীল ও জনবান্ধব করতে বেশকিছু দৃশ্যমান পদক্ষেপ লক্ষ করা গেছে। বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, দীর্ঘসূত্রতা হ্রাস এবং বিচারব্যবস্থার গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরাতন ক্রিমিনাল মিস ও রিট মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি ইতিবাচক হলেও একদিনে অধিকসংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারে ত্রুটি বা 'মিসক্যারিজ অব জাস্টিস' হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

৩.৩ বিচারিক কার্যক্রম

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারে সর্বস্তরে আইনের শাসন বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে আরও বলা হয়েছে, বিএনপি মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী। আইনের শাসনের নামে কোনো প্রকার কালা-কানুনের শাসন কিংবা বেআইনি নিপীড়ন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করার। এছাড়া বিগত জুলাই-আগস্ট-২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানে এবং ফ্যাসিস্ট সরকার কর্তৃক গত দেড় দশক যাবত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় সংঘটিত গুম, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা, নির্মম শারীরিক নির্যাতন, ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত নির্মম হত্যাকাণ্ডসমূহের চলমান বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়। যে সকল হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান শুরু হয়নি, সে সকল হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান শুরু করে দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করা এবং ব্যক্তি হোক, সংগঠন হোক কিংবা দল হোক, সকল অন্যায়কারীর বা জুলুমকারীর বিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।[১১১,১১২]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার পূরণে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের জন্য ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে চার সদস্যের জেলা কমিটি গঠন এবং ৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।[১১৩] এই কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২৩ হাজার ৮৬৫টি রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে ও বাকিগুলোর প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের তথ্যমতে ২০০৭-২০২৪ পর্যন্ত দলের নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মোট রাজনৈতিক মামলার

---

[১০৫] *আজকালের খবর*, 'সংসদে আইনমন্ত্রী-বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের', ১৬ এপ্রিল ২০২৬, https://ajkalerkhobor.net/news/198736 (১৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[১০৬] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'সিনিয়র জেলা জজ হলেন ৪০ বিচারক', ০৮ এপ্রিল ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/national/2026/04/08/1236453 (১০ এপ্রিল ২০২৬)।

[১০৭] *প্রথম আলো*, 'জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ৯৬৮ পদে বিশাল নিয়োগ, আবেদন এইচএসসি-এসএসসি পাসেও', ১৭ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/chakri/employment/90y2qymhup (৩০ মে ২০২৬)।

[১০৮] *আজকালের খবর*, 'সংসদে আইনমন্ত্রী-বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের', ১৬ এপ্রিল ২০২৬, *প্রাগুক্ত*।

[১০৯] বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, 'ডিজিটাল কোর্ট ব্যবস্থা ও বিচার প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ: আইনমন্ত্রী', ১৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.bssnews.net/bangla/national-parliament-session/299298 (১৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[১১০] দেশ রূপান্তর, ' হাইকোর্টে একদিনে ৭ হাজার মামলার নিষ্পত্তি, ১৪ মে ২০২৬ https://www.deshrupantor.com/688119, (১৪ মে ২০২৬) এবং *বাংলা ট্রিবিউন*, 'হাইকোর্টের পাঁচ হাজারের বেশি ক্রিমিনাল ও রিট মামলা নিষ্পত্তি', ০৭ মে ২০২৬, https://www.banglatribune.com/others/945626/ (৮ মে ২০২৬)।

[১১১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা-৩১ দফা (সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত); দফা-১৪; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, প্রাগুক্ত।

[১১২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬',পৃ; ৯, *প্রাগুক্ত*।

[১১৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, প্রজ্ঞাপন, 'বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলাসমূহ প্রত্যাহার কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি', ৮ মার্চ ২০২৬, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-cabinet/2026/2/956b0a66-58e5-4321-b66c-247526465c8f.pdf, (৮ মার্চ ২০২৬); বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, 'গভট মুভস টু উইথড্র পলিটিক্যালি মোটিভেটেড হ্যারেসমেন্ট কেসেস: ল মিনিস্টার', ১৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.bssnews.net/js-session/378361 (২০ এপ্রিল ২০২৬)

সংখ্যা ১ লাখ ৪২ হাজার ৯৮৩টি।[১১৪] কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময় এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে দায়েরকৃত জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো যাচাইয়ের জন্য একমাসের মধ্যে জেলাভিত্তিক তথ্য প্রদানের নির্দেশসহ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও 'গায়েবি' (হয়রানিমূলক) মামলা পর্যালোচনা ও প্রত্যাহারের জন্য সরাষ্ট্রমন্ত্রী মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেন।[১১৫] প্রসিকিউশনের কয়েকজন সদস্যের বিতর্কিত কমকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গতি বাড়াতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[১১৬]

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মাত্র ২৯ কার্যদিবসের মধ্যে শিশু ধর্ষণের বিচারিক কার্যক্রম শেষ করা হয়। মেহেরপুরে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মধ্য দিয়ে মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।[১১৭] অন্যদিকে সোহাগী জাহান তনুর হত্যাকাণ্ডের দশ বছর পর মামলায় অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। আদালত হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে তিনজনের ডিএনএ নমুনা পরীক্ষার অনুমতি দেন এবং এ প্রেক্ষিতে একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়।[১১৮]

পর্যবেক্ষণ: রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়রানিমূলক মামলা করা, মামলা প্রত্যাহার বা জামিন দেওয়ার চর্চা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ভিন্নমতের মানুষের বিচারের ক্ষেত্রে এখনো পুরোনো সংস্কৃতি বিদ্যমান। একদিকে দ্রুততার সাথে সরকারি দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে করা হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা হলেও সাংবাদিকসহ ভিন্ন মতের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূল মামলা দায়ের এবং বারবার জামিন স্থগিত করা হচ্ছে।[১১৯] সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন সরকারের সমালোচনামূলক পোস্ট করার অভিযোগে সাম্প্রতিক সময়ে চার জন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। ভিন্নমত দমনে বিদ্যমান আইনের অপব্যবহার যা পূর্ববর্তী সরকারের দমনমূলক চর্চার ধারাবাহিকতা হিসেবে একটি মানবাধিকার সংস্থা অভিহিত করে।[১২০] ২০২৫ সালের মে মাসে গ্রেপ্তারের পর থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়রকে কয়েক দফায় মোট ১২টি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়, যার মধ্যে ৭টি মামলায় তাঁর নাম এজাহারে ছিল না বলে অভিযোগ করা হয়। তিনি পর্যায়ক্রমে সবকটি মামলায় জামিন পেলেও রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে প্রথম ১০টি মামলার জামিন স্থগিত করে, ফলে তাঁর মুক্তি আটকে যায়। ধীরগতির কারণে এক বছর পার হয়ে গেলেও কোনো মামলার তদন্ত শেষ হয়নি। বারবার নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোকে চ্যালেঞ্জ করে রিট করার পর হাইকোর্ট সুনির্দিষ্ট মামলা ছাড়া তাকে আর গ্রেপ্তার বা হয়রানি করা যাবে না মর্মে নির্দেশ প্রদান করে।[১২১] এছাড়া নতুন সরকারের সময়ে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি, মুনিয়া ও ত্বকী হত্যার বিচারে জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি হলেও এসব মামলায় কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি।

৪. নির্বাহী বিভাগ

৪.১ মন্ত্রীসভা গঠন

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। নির্বাচনের পর ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র চেয়ারপার্সন তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং তাঁর নেতৃত্বে ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করা হয়।[১২২]

---

[১১৪] *দ্য ডেউলি স্টার*, '২৩,৮৬৫ পলিটিক্যালি মোটিভেটেড কেসেস উইথড্রন: ল মিনিস্টার', ০১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/the-parliament-watch/parliament/news/23865-politically-motivated-cases-withdrawn-law-minister-4141056 (১১ এপ্রিল ২০২৬)।

[১১৫] *কালের কণ্ঠ*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের আমলের মামলাগুলো যাচাইয়ের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর', ০৬ মে ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/05/06/1681182 (০৮ মে ২০২৬)।

[১১৬] *সিটিজেন ভয়েস*, 'ট্রাইব্যুনালে জনবল সংকট–পুনর্গঠনের পথে প্রসিকিউশন ও তদন্ত বিভাগ', ১৫ মে ২০২৬, https://citizensvoicebd.com/court-of-law/113497/, (২০ মে ২০২৬) এবং জাগো নিউজ ২৪, ট্রাইব্যুনালে জনবল সংকট, পুনর্গঠন হচ্ছে প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা', ১৫ মে ২০২৬, https://www.jagonews24.com/law-courts/news/1119386 (১৫ মে ২০২৬)।

[১১৭] *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণ মামলার রায়ে মৃত্যুদণ্ড' ২৪ মে ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/video/news-details-494581, (৩০ মে ২০২৬)।

[১১৮] *প্রথম আলো*, 'তনু হত্যা মামলা: ১০ বছর পর সাবেক সেনাসদস্য গ্রেপ্তার', ২২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/idxp2vkrce, (৩০ এপ্রিল ২০২৬)।

[১১৯] আশুতোষ সরকার, 'ফোর্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর টু লাখ পেন্ডিং কেসেস ক্লগ কোর্টস, স্টল বেই : জুডিশিয়াল ডিলেজ কিপ ডিটেইনিস বিহাইন্ড বার্স ডেসপাইট সিকিউরিং বেইল', *দ্য ডেউলি স্টার*, ২০ মার্চ ২০২৬, *প্রাগুক্ত*।

[১২০] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, বাংলাদেশ ফোর অ্যারেস্টেড ফর ইনসাল্টিং গভর্নমেন্ট', ২৩ এপ্রিল ২০২৬, https://www.hrw.org/news/2026/04/23/bangladesh-4-arrested-for-insulting-government (২৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[১২১] মহিউদ্দিন ফারুক ও মজিবুল হক, 'জামিন হয়, মুক্তি মেলে না, মামলার চক্করে আইভী', *প্রথম আলো*, ১০ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1o2ilfu811, (১০ মে ২০২৬)

[১২২] বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, 'প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারেক রহমান, ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন', ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/284147, (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

প্রধানমন্ত্রী, ২৫ জন মন্ত্রী, ও ২৩ জন প্রতিমন্ত্রীসহ মোট ৪৯ সদস্যের সমন্বয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এছাড়া মন্ত্রীর পদমর্যাদার ৫ জন উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদার ৫ জন উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদার ৩ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী এবং সচিব পদমর্যাদার ৫ জন বিশেষ সহকারী নিয়োগ দেয় সরকার।[১২৩]

পর্যবেক্ষণ: সরকার গঠনের সময় মন্ত্রিসভা ছোট হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলেও[১২৪] গতানুগতিক বড় মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় এবং মন্ত্রিসভা গঠনের সময় অর্থাৎ মন্ত্রণালয় বণ্টনে দলের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সুপরিকল্পিত ও সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘাটতি দেখা গেছে। একই মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়, যেমন স্বাস্থ্য, তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। কোন বিবেচনায় একই মন্ত্রণালয়ে তিনজন মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে একইসাথে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও দৃশ্যমান ছিল। একই মন্ত্রণালয়ে থাকা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টাগণের কাজের এখতিয়ার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যক্রম পরিচালনা ও দায়িত্ব বন্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। কয়েকজন মন্ত্রীকে তাদের অভিজ্ঞতা বা প্রত্যাশার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার শপথ নেওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে দপ্তর রদবদলের ঘটনা ঘটে-আটজন প্রতিমন্ত্রী ও দুইজন উপদেষ্টার দপ্তর পুনঃবণ্টন করা হয়, যা মন্ত্রিসভা গঠনে অদূরদর্শিতার ইঙ্গিত দেয়। এই রদবদলের আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সাথে কোনো আলোচনা বা আগাম তথ্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচনের আগে 'অংশীদারিত্বের সরকার' গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও, দুইটি শরিক দলের সংসদ সদস্যকে 'প্রতিমন্ত্রী' করা এবং তাঁদের শুরুতে মন্ত্রিসভা গঠনের সময় যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছিল তা পরবর্তীতে কমিয়ে দেওয়া হয়।[১২৫,১২৬] মন্ত্রী হিসেবে কয়েকজন বিতর্কিত ও সমালোচিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয় যাদের বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপি বা ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। ঋণখেলাপির তালিকায় থাকা এবং পরবর্তীতে খেলাপি ঋণের ওপর আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে নির্বাচন করেন ও নির্বাচনে জয়লাভ করে সংসদ সদস্য হন এমন একজন ব্যক্তিকে মন্ত্রী করা হয়। এছাড়াও পূর্বে একটি হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে দলের সাংগঠনিক পদ স্থগিত করা হয় এমন একজন নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীত্ব প্রদান করা হয়।[১২৭]

মন্ত্রীসভায় নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বও কম ছিল, যাদের মধ্যে ৩ জন নারী, ১ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু, এবং ১ জন আদিবাসী মন্ত্রী (যিনি সদ্য পদত্যাগ করেছেন) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১২৮]

৪.২ জনপ্রশাসন

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারের মধ্যে ছিল সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলীয়করণের ঊর্ধ্বে উঠে সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠান আইনি সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হবে। শুনানির মাধ্যমে সংসদীয় কমিটির ভেটিং সাপেক্ষে এসব প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিষেবা, জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ্য, অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি "প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন" গঠন করে প্রশাসন সংস্কার ও পুনর্গঠন করা, মেরিটোক্রেসির বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা মেধা, সততা, সৃজনশীলতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ

---

[১২৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, মন্ত্রীসভা, https://cabinet.gov.bd/, (২৭ মে ২০২৬); জাতীয় সংসদ https://www.parliament.gov.bd/members/cabinet-members, (২৮ মে ২০২৫); বণিকবার্তা, 'প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী হলেন বিজন কান্তি সরকার, ড. শাকিরুল ইসলাম খান ও সাইয়েদ আব্দুল্লাহ', ৩ এপ্রিল ২০২৬, https://bonikbarta.com/bangladesh/woXYbkJ2YL58zGm0 (৩ এপ্রিল ২০২৬) ।

[১২৪] *প্রথম আলো*, 'নতুন মন্ত্রিসভার আকার বড় হবে না, থাকতে পারেন প্রবীণ-নবীন, অভিজ্ঞ ও দক্ষ নেতারা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/utxlyktl4p, (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১২৫] *দ্য নিউ এইজ*, 'পোর্টফোলিও চেঞ্জ কোয়েশ্চেনস আর্লিয়ার জাজমেন্ট', ৬ মার্চ ২০২৬, https://www.newagebd.net/post/editorial/293131/portfolio-change-questions-earlier-judgemen (৮ মার্চ ২০২৫); অপূর্ব শাকিল, বাংলা পোস্ট, 'বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ঘণাচ্ছে সমন্বয়হীনতা-দ্বন্দ্ব, কাজে প্রভাব পড়ার শঙ্কা', ২৪ মে ২০২৬, https://dailybanglapost.com/special-report/42941, (২৪ মে ২০২৬) ।

[১২৬] *দ্য টাইমস অফ ঢাকা*, 'হাউ নিউ ইজ দ্য নিউ প্রাইম মিনিস্টার'স ক্যাবিনেট?', ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://thetimesofdhaka.com/news-desk/12858/, (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫); *প্রথম আলো ইংলিশ*, 'নিউকামার্স গেট সেভারেল ইম্পরট্যান্ট মিনিস্ট্রিজ, সাম সিনিয়রস গেট লেস', ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://en.prothomalo.com/bangladesh/viruqigijq (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১২৭] প্রথম আলো, 'ঋণখেলাপি ছিলেন, এখন তাঁরা সংসদে', ২৯ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/bank/u6m5bbbuso, (২৯ মার্চ ২০২৬); তাকি মোহাম্মদ জুবায়ের, 'ডিফল্টার' এন্টারস ক্যাবিনেট', *দ্য ডেইলি টাইমস*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://tob.news/defaulter-enters-cabinet/ (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫); যুগান্তর, 'দীপ্ত টিভির তামিম হত্যাকাণ্ড: রবির সাংগঠনিক পদ স্থগিত করল বিএনপি', ১৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/bnp/865048, (২৪ মে ২০২৬); দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ড, 'টোটাল লায়াবিলিটিজ অফ এমপি-স ইলেক্ট স্ট্যান্ড অ্যাট ১১,৩৫৬ ক্রোর, হায়েস্ট সিক্স লাস্ট ফোর পার্লামেন্টস: টিআইবি', ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangladesh-election-2026/total-liabilities-mps-elect-stand-tk11356cr-highest-among-last-four (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা হত্যায় আরও একজন গ্রেপ্তার, বিএনপি নেতার খোঁজ চলছে, ১২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/k0xaakifh0 (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১২৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, মন্ত্রীসভা, https://cabinet.gov.bd/, (২৭ মে ২০২৬); জাতীয় সংসদ https://www.parliament.gov.bd/members/cabinet-members, (২৮ মে ২০২৫)।

প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দলীয়করণ রোধ, জুলাই অভ্যুত্থানকালে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ, স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পাঁচ লক্ষ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ এবং পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।[১২৯, ১৩০]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনায় রাজনৈতিক পরিচয়ের বদলে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের ঘোষণা প্রদান করা হয়[১৩১]এবং ৫ লক্ষ নতুন সরকারি কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[১৩২] এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে বিভিন্ন মেয়াদে ৩ হাজার ১১০টি শূন্য পদে ধাপে ধাপে নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[১৩৩]সরকার গঠনের শুরু থেকেই প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল শুরু করা হয়। বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের চুক্তি বাতিল করে দলের আস্থাশীল, 'দক্ষ' ও 'অভিজ্ঞদের' স্থলাভিষিক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান ছিল। সরকার গঠনের শুরুতেই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত ৯ জন সিনিয়র সচিবের চুক্তি বাতিল করা হয় এবং ৩ জন সচিবকে ওএসডি করা হয়।[১৩৪] জনপ্রশাসন বিষয়ে সরকারের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি দপ্তরে ই-ফাইলিং সেবা ও স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তদারকি বৃদ্ধি করা[১৩৫] এবং ১ জুলাই ২০২৬ থেকে তিন ধাপে নবম জাতীয় পে স্কেল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বেতন-পেনশন বৃদ্ধি, নিম্ন ও মধ্যম স্তরের কর্মচারীদের অধিক সুবিধা, গ্রেড বৈষম্য কমানোর পরিকল্পনা রাখা হয়। পে স্কেল বাস্তবায়নে ৩৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার।[১৩৬]

পর্যবেক্ষণ: নির্বাচনী অঙ্গীকার থাকলেও প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন বিষয়ে সরকারের কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি। সরকার মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশাসনের অঙ্গীকার করলেও প্রশাসনের শীর্ষপদে দলীয় অনুগত অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে দলীয় বিবেচনার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। সরকার গঠনের প্রথম এক মাসের মধ্যে অন্তত ৭ জন অবসরপ্রাপ্ত আমলাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হয়।[১৩৭] সরকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলো দলের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সরকারের কাছে একটি 'বিশ্বাসযোগ্য প্রশাসনিক কাঠামো' তৈরি করতে যাদের ওপর আস্থা রাখা যায় এমন অবসরপ্রাপ্ত বা রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। যা মূলত পূর্বের বিভিন্ন সরকারের চর্চার ধারাবাহিকতা। দলীয় বিবেচনায় পদায়ন এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বৃদ্ধির কারণে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভর সৃষ্টির বিষয়টি লক্ষ করা যায়।[১৩৮] গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ এবং কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।[১৩৯] নিয়োগ, বদলি, পদায়নের ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, তথ্যের ঘাটতি ও তাড়াহুড়া করে প্রজ্ঞাপন জারির কারণে বদলি, পদায়ন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মধ্যে বদলির আদেশ অমান্য করার নজিরও পাওয়া গেছে। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বদলি, পদায়ন কিংবা নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারির পর সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে অন্তত ১৫ জনকে প্রত্যাহার করা হয়। একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সকালে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং বিকালে সেই আদেশ প্রত্যাহার করা হয় এমন নজিরও লক্ষ করা গেছে।[১৪০]

---

[১২৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বিএনপির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-১০, *প্রাগুক্ত*।

[১৩০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা-৩১ দফা; দফা-৯, ১১;, *প্রাগুক্ত*।

[১৩১] *ইত্তেফাক*, 'মেধানির্ভর জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর: প্রধানমন্ত্রী', ২৫ এপ্রিল ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/785878/ (২৮ এপ্রিল, ২০২৬)।

[১৩২] *কালের কণ্ঠ*, 'সরকারি চাকরিতে ৫ লাখ নিয়োগ, সব মন্ত্রণালয়ে চিঠি', ১৫ এপ্রিল, ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/04/15/1671870, (১৮ এপ্রিল, ২০২৬)।

[১৩৩] দৈনিক ইত্তেফাক, '৫ লাখ শূন্যপদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী', ১৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/784551/, (১৮ এপ্রিল, ২০২৬)।

[১৩৪] শফিকুল ইসলাম, 'রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশাসন গোছানোর কাজ শুরু এপ্রিলে', *বাংলা ট্রিবিউন*, ২৮ মার্চ ২০২৬, https://www.banglatribune.com/others/939354/ (৩০ মার্চ ২০২৬); দৈনিক ইত্তেফাক, '১ দিনে সরানো হলো এক ডজন সচিব, নতুন পদায়নে তোড়জোড়', ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/776351/, (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন: উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ', *প্রাগুক্ত*; *দৈনিক খবরপত্র*, 'ই-ফাইলিং ও স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনায় বদলে যাচ্ছে সরকারি সেবা', ৬ মে ২০২৬, https://khoborpatrabd.com/news/2372, (১০ মে ২০২৬)।

[১৩৬] *যুগান্তর*, 'পে স্কেল নিয়ে সচিব কমিটির সভা শেষ, কী সিদ্ধান্ত হলো', ২১ মে ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1104894, (৩০ মে ২০২৬)।

[১৩৭] শেখ আবদুল্লাহ, 'চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ধারা থেকে বের হতে পারছে না জনপ্রশাসন", *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ১১ মার্চ ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-465006, (৩০ মার্চ ২০২৬)।

[১৩৮] শফিকুল ইসলাম, 'তিন ইস্যুতে প্রশাসনে ক্ষোভ, কাজের গতি কমার শঙ্কা', *বাংলা ট্রিবিউন*, ২২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.banglatribune.com/national/943046/, (২৮ এপ্রিল, ২০২৬)।

[১৩৯] দেলওয়ার হোসেন, 'ডিসি নিয়োগের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন', *সমকাল*, ১৬ এপ্রিল ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/347532/, (১৮ এপ্রিল, ২০২৬); নাদিম মাহমুদ, প্রশাসনে দলীয় নিয়োগের সংস্কৃতি কি ভাঙবে না, *প্রথম আলো*, ১০ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/opinion/column/m02a8mi456, (৩০ মার্চ ২০২৬)।

[১৪০] দেলওয়ার হোসেন, 'প্রশাসনে বদলি পদায়ন ও নিয়োগ নিয়ে তালগোল', *সমকাল*, ২১ মে ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/353209/, (৩০ মে ২০২৬)।

৫. আইন-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার

৫.১ আইন-শৃঙ্খলা

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১-দফা রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক বেশ কয়েকটি অঙ্গীকার রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। পুলিশ কমিশন আইন পুনঃনিরীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনমত সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের মাধ্যমে আধুনিক ও কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। পুলিশের দায়িত্ব পালনে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে। তাছাড়া, মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও অমানবিক নিপীড়নের অবসান ঘটানো হবে। একই সঙ্গে সেবাবান্ধব পুলিশ বাহিনী গঠন করা হবে। অনলাইন অভিযোগ দায়েরের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। দেশের সব থানায় এ ব্যবস্থা চালু করে ফৌজদারি বিচারপ্রার্থীদের আইনের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পথ সুগম করা হবে। তাছাড়া, পুলিশ কমিশন আইন পুনঃপরীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।[১৪১]

সরকারের উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকার গঠনের পর ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের প্রথম বৈঠকে সরকারের ১৮০ দিনে কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাকে সরকারে আশু কর্তব্য হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এছাড়া পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে সারাদেশে মাদক, অবৈধ অস্ত্র এবং চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বিশেষ যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।[১৪২] এর পাশাপাশি কিশোর গ্যাং, অনলাইন জুয়া, সংঘবদ্ধ অপরাধ, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ দমনেও অভিযান পরিচালনা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, অর্থনৈতিক অবকাঠামো, গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং জনসমাগমস্থলের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী পুলিশের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করে এবং থানার নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে। নতুন সরকার (৭ মে ২০২৬) আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পুলিশ বাহিনীর ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পর্যায়ক্রমে মাঠ থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার শুরু করা হয়।[১৪৩]

সরকার মব ভায়োলেন্স প্রতিরোধে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করে এবং এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জোরালো ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেয়। পুলিশের ভাবমূর্তি রক্ষায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং বাংলাদেশ পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করতে ১০ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এছাড়াও ঢাকার রাস্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[১৪৪]

পর্যবেক্ষণ: বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারিকৃত 'পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ-২০২৫' সংশোধন করে জাতীয় সংসদে পাশ করার কথা বলা হলেও[১৪৫] এই অধ্যাদেশে কী ধরনের সংশোধন করা হবে তা এখনও সুস্পষ্ট করা হয়নি।

পূর্বে বিএনপি মানবাধিকার লঙ্ঘনে সম্পৃক্ত থাকার কারণে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্তির দাবি করলেও সরকার গঠনের পর র‍্যাবকে শক্তিশালী করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং র‍্যাবকে বহাল রেখে র‍্যাব পরিচালনার জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়া র‍্যাবের বহুমাত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘন বিশেষ করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে সমপৃক্ততাকে প্রাতিষ্ঠানিক দায় হিসেবে না দেখে র‍্যাবের কয়েকজন 'বিপথগামী কর্মকর্তার দায়' হিসেবে দেখানো চেষ্টা করা হয়। র‍্যাবের অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গৃহীত একটি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬৩টি গাড়ী ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।[১৪৬] কর্তৃত্ববাদী শাসনামলের বিতর্কিত ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তারা লবিইংয়ের মাধ্যমে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগে পদোন্নতি পাওয়া এবং সুবিধাজনক দপ্তরে পদায়ন অব্যাহত

---

[১৪১] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-৯-১১, প্রগুক্ত।

[১৪২] বণিক বার্তা, 'মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বৈঠক: ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ সরকারের', ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://bonikbarta.com/bangladesh/9A4qZaQjVXmbfath; বিএনপি বাংলাদেশ, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কঠোর অবস্থানে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ', ৪ মে ২০২৬, https://www.bnpbd.org/all-news/69f8a21550c8fd53977b5237?language=bn (৬ মে ২০২৬)

[১৪৩] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'সেনাবাহিনী পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী', ৭ মে ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-3922721 (৯ মে ২০২৬)

[১৪৪] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন', https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-pmo/2... (২৭ মে ২০২৬)।

[১৪৫] মাহমুদুল হাসান, 'পুলিশ কমিশন আরও দুর্বল হওয়ার শঙ্কা', *প্রথম আলো*, ৭ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/t5tz8aa1hs (৯ এপ্রিল ২০২৬)

[১৪৬] প্রথম আলো, 'র‍্যাবের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগের কথা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী', ১৮ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/x79ql77uwk (২৫ মে ২০২৬); প্রথম আলো, ' র‍্যাবের জন্য ১৬৩টি গাড়ি কেনা হচ্ছে, খরচ ১২২ কোটি টাকা', ৭ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/ufmpyxqlh1 (৭ মে ২০২৬)

থাকার অভিযোগ রয়েছে।[১৪৭] ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর যেসব কর্মকর্তাকে শাস্তিমূলকভাবে দূরবর্তী স্টেশনে বদলি করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেককে পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের অভিযোগও লক্ষ করা যায়।[১৪৮]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ পুলিশের মাসিক অপরাধ বিষয়ক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২০২৬ সালের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান ছিল যা উদ্বেগজনক।[১৪৯] এ সময়ে চুরি (৩,২৭৭টি), নারী ও শিশু নির্যাতন (৫,৪৪৮টি) এবং খুন (৯১৫টি) ছিল সর্বাধিক সংঘটিত অপরাধ। একই সময়ে ছিনতাই (৪৬১টি), অপহরণ (২৮৬টি) এবং ডাকাতি (১৩২টি) সংঘটিত হয়েছে *(সারণি ২)*। এই সময়ে কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা অব্যাহত ছিল। চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, এমনকি হত্যার মতো গুরুতর অপরাধেও কিশোরদের সমাম্পৃক্ততা লক্ষ করা গেছে। উল্লেখ্য, একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ঢাকায় সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই কিশোর।[১৫০] এছাড়া, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে।

৫.২ মানবাধিকার সংরক্ষণ

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১-দফা রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে মানবাধিকার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা।[১৫১, ১৫২]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জারি করা 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংসদে আইন হিসেবে পাশ না করে রহিত করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশ রহিত করার মাধ্যমে মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ পুনর্বহাল করা হয়। পরবর্তীতে ১৭ মে ২০২৬ তারিখে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬'-এর একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়।[১৫৩] এছাড়া 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬' সংশোধন করে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়।[১৫৪]

পর্যবেক্ষণ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ বাতিল করার প্রতিবাদস্বরূপ কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সব সদস্য ১৩ এপ্রিল ২০২৬ একযোগে পদত্যাগ করে। পদত্যাগের পর তাদের পক্ষ থেকে একটি খোলাচিঠি গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। উক্ত খোলাচিঠির মাধ্যমে সংসদীয় বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংসদে মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ বাতিল হওয়ায় কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এতে কমিশন পুনরায় আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফিরে যাবে। পাশাপাশি, অধ্যাদেশ বাতিলের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে বলে বিদায়ী কমিশনাররা দাবি করেন।[১৫৫] অন্যদিকে মানবাধিকার কমিশন আইনের যে নতুন খসড়া করা হয়েছে সেখানে মানবাধিকার কমিশনের গঠন, স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও কার্যকারিতা নিয়ে কিছু উদ্বেগজনক ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের তুলনায় আইনটিতে এমন কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা সরকারের প্রভাবমুক্ত একটি সত্যিকারের স্বাধীন ও কার্যকর কমিশন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের জন আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাস্তবে স্বাধীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জনপ্রত্যাশা পূরণ, প্যারিস নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সাংঘর্ষিক। খসড়া আইনে মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন তদন্তের এখতিয়ার খর্ব করা হয়েছে এবং কমিশনের ওপর সরকারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। খসড়ায় মূলত কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে প্রণীত ২০০৯ সালের আইনের ধারাসমূহ পুনর্বহাল করা হয়েছে।[১৫৬]

গুম কমিশন বিলুপ্ত হওয়ার পর কমিশনের কাছে থাকা অত্যন্ত গোপনীয় নথিপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ যথাযথ সংরক্ষণব্যবস্থার অভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এসব নথি কোথায় ও কীভাবে নিরাপদে রাখা হবে–এ বিষয়ে সরকার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়নি।

---

[১৪৭] সিরাজুল ইসলাম, 'পুলিশের বিতর্কিত কর্মকর্তারা ফিরছেন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে', *যুগান্তর*, ০৯ মে ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1099220 (১১ মে ২০২৬)

[১৪৮] *বাংলা এডিশন*, 'বিতর্কিত কর্মকর্তাদের পুনর্বাসন, প্রশ্নের মুখে পুলিশ প্রশাসন', ০৯ মে ২০২৬, https://www.banglaedition.com/news/2026/05/09/263367 (১১ মে ২০২৬)

[১৪৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ পুলিশ, https://www.police.gov.bd/en/january_2020 (১১ মে ২০২৬)

[১৫০] তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, 'ছোট বয়সে 'বড়' অপরাধে জড়াচ্ছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা', *জাগো নিউজ ২৪*, ১৭ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jagonews24.com/national/news/1111120 (১৯ এপ্রিল ২০২৬)

[১৫১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা', দফা-১৪, প্রাগুক্ত।

[১৫২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-১০, প্রাগুক্ত।

[১৫৩] *টিআইবি*, 'আবারও সরকারের কর্তৃত্বাধীন ঠুটো জগন্নাথ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের স্ববিরোধী পথে সরকার! টিআইবির উদ্বেগ ও হতাশা', সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১৯ মে ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/bn/articles/press-release/7484, (১৯ মে ২০২৬)

[১৫৪] দ্য ডেইলি ইত্তেফাক, 'গণভোট-গুম প্রতিরোধসহ ১৬ অধ্যাদেশ এখন পাশ হচ্ছে না', ০৩ এপ্রিল ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/782411/ (০৫ এপ্রিল ২০২৬)

[১৫৫] *কালের কণ্ঠ*, 'খোলাচিঠি দিয়ে পদত্যাগ করেছেন মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা', ১৪ এপ্রিল ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2026/04/14/1671507 (১৬ এপ্রিল ২০২৬)

[১৫৬] *টিআইবি*, 'আবারও সরকারের কর্তৃত্বাধীন ঠুটো জগন্নাথ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের স্ববিরোধী পথে সরকার! টিআইবির উদ্বেগ ও হতাশা', প্রাগুক্ত।

ফলে প্রায় ২৪টি কার্টনে ভরা গুরুত্বপূর্ণ দলিল মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই নথিগুলোর মধ্যে রয়েছে কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গুম বিষয়ক বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জবানবন্দি, অডিও-ভিডিও রেকর্ড, গোপন বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করা আলামত, ফোনকল, এসএমএস ও সিসিটিভি ফুটেজ–যেগুলো গুমের ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন, এসব তথ্যপ্রমাণ হারিয়ে গেলে গুমসংক্রান্ত মামলার তদন্ত ও বিচারকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। একইসঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জড়িত থাকার তথ্য থাকায় নথিগুলো নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। এছাড়া কমিশনের ব্যবহৃত ল্যাপটপগুলো সরকারের কাছে ফেরত দেওয়া হলেও সেগুলো থেকে তথ্য পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে, যা গোপন তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বর্তমানে মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তারা নিজেরাও এই নথি সংরক্ষণ নিয়ে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন এবং দ্রুত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। ভবিষ্যতে সরকার বা পুনর্গঠিত কমিশন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।[১৫৭]

২০২৬ সালের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা লক্ষ করা গেছে। গণপিটুনি ও মব সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন তিনটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস), মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর মানবাধিকার বিষয়ক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, মার্চ থেকে মে ২০২৬ পর্যন্ত তিন মাসে গণপিটুনি ও মব সহিংসতার ১৩৫ থেকে ১৪৬টি ঘটনায় ৫৯ থেকে ৭৪ জন নিহত হয় এবং ১৩৮ থেকে ১৫৮ জন আহত হয়েছে। এছাড়া কারা হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে কারা হেফজতে ২১ থেকে ২৮ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয় (সারণি ২)।[১৫৮,১৫৯,১৬০] এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মাজার এবং ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত ছিল।[১৬১,১৬২] ঢাকা, কুষ্টিয়া ও সিলেটে মাজার ও বাউল সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে এবং কুষ্টিয়ায় একজন পীরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।[১৬৩] ক্ষমতাসীন দলের এক নেতাকে নিয়ে ফেসবুকে সমালোচনামূলক পোস্ট দেওয়ার জেরে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনাও এই সময়ে লক্ষ করা যায়।[১৬৪]

সারণি ২: অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন চিত্র (মার্চ-মে ২০২৬)

অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন	মার্চ, ২০২৬	এপ্রিল, ২০২৬	মে, ২০২৬*	মোট
ডাকাতি	৩৯টি	৫১টি	৪২টি	১৩২টি
ছিনতাই	১৪২টি	১৫২টি	১৬৭টি	৪৬১টি
খুন	৩১৭টি	২৮৮টি	৩১০টি	৯১৫টি
দাঙ্গা	০	৩টি	৪টি	৭টি
অপহরণ	১০২টি	৯৪টি	৯০টি	২৮৬টি
পুলিশের ওপর হামলা	৬৩টি	৬৬টি	৫৫টি	১৮৪টি
চুরি	১,১৪১টি	১,০৭৩টি	১,০৬৪টি	৩,২৭৭টি
নারী ও শিশু নির্যাতন	১,৪৮৫টি	২,০১১টি	১,৯৫২টি	৫,৪৪৮টি
ধর্ষণের শিকার	৪৩-৪৮জন	৩৫-৫৪জন	৫৯-৮৩ জন	১৩৭-১৮৫ জন
গণধর্ষণের শিকার	১৬-১৯ জন	১৪-১৭ জন	১২-১৭ জন	৪২-৫৩ জন
ধর্ষণের শিকার শিশু	২৯- ৪১ জন	২০-৩০ জন	৩৩-৫৭ জন	৮২-১২৮ জন

[১৫৭] তোহুর আহমেদ, '২৪ কার্টন পড়ে আছে মানবাধিকার কমিশনে: ঝুঁকিতে গুম কমিশনের স্পর্শকাতর তথ্যপ্রমাণ', যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1091585 (২১ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৫৮] আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), 'স্ট্যাটিস্টিকস অন হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনস', https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/ (১৭ মে ২০২৬)

[১৫৯] হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস), 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন ২০২৬', https://hrssbd.org/reports?slug=monthly-report (১৭ মে ২০২৬)

[১৬০] *মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)*, https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php (১৭ মে ২০২৬)

[১৬১] *হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)*, 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন এপ্রিল ২০২৬', ০৪ মে ২০২৬, https://hrssbd.org/report_details/90 (১৭ মে ২০২৬)

[১৬২] *হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)*, 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন মার্চ ২০২৬', ১১ মে ২০২৬, https://hrssbd.org/report_details/89 (১৩ মে ২০২৬)

[১৬৩] হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস), 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন ২০২৬', https://hrssbd.org/reports?slug=monthly-report (১৭ মে ২০২৬)

[১৬৪] *মানবকণ্ঠ*, 'কলাপাড়ায় ফেসবুক পোস্টের জেরে যুবদল নেতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ', ০৩ মার্চ ২০২৬, https://manobkantha.com.bd/news/country/657127 (০৫ মার্চ ২০২৬)

অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন	মার্চ, ২০২৬	এপ্রিল, ২০২৬	মে, ২০২৬*	মোট
গণপিটুনি ও মব সহিংসতা	২৫-৩৬টি	৪৪টি	৬৬টি	১৩৫-১৪৬টি
গণপিটুনিতে নিহত	১৩-২০ জন	১৮-২২ জন	২৮-৩২ জন	৫৯-৭৪ জন
গণপিটুনিতে আহত	৩১-৩৮ জন	৩৯-৪৯ জন	৬৮-৭১ জন	১৩৮-১৫৮ জন
কারা হেফাজতে মৃত্যু	৯-১২ জন	৫-৬ জন	৭-১০ জন	২১-২৮ জন
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতনে আহত	০ জন	৫ জন	০ জন	৫ জন
বিচারবহির্ভূত হত্যা	১ জন	০	১ জন	২ জন
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার	২ জন	৫ জন	২ জন	৯ জন

** গবেষণার সময়সীমা ২৭ মে ২০২৬ পর্যন্ত করা হলেও, এ সময় পর্যন্ত পৃথক তথ্য না থাকায় মে মাসের পুরো মাসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।* ***তথ্যসূত্র:*** *বাংলাদেশ পুলিশ; হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস); মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ); আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)*

৬. স্থানীয় সরকার

সরকারের অঙ্গীকার: স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার ছিলো প্রশাসন ও সেবা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্বশাসিত ও ক্ষমতাবান করা। স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কোনো জনপ্রতিনিধির খবরদারিমুক্ত স্বাধীন স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করা। সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা এবং বৈষম্য নিরসনের জন্য জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ স্থানীয় সরকারের অনুকূলে বরাদ্দ করা হবে। আইন দ্বারা গঠিত একটি স্বাধীন কমিশন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করবে। স্থানীয় সরকারের আয় বৃদ্ধিতে কর ও রাজস্ব সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও তৃণমূল জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতার আওতায় নিয়ে আসতে বছরে ন্যূনতম একবার উন্নয়ন কাজের উন্মুক্ত সভা আয়োজন করা এবং বিলবোর্ডের মাধ্যমে স্থানীয় সেবার তথ্য উন্মুক্ত করা।[১৬৫]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এবং ৪২টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়।[১৬৬] এর মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে আরও অবাধ, নিরপেক্ষ ও সহিংসতামুক্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত সংস্কারে ডামি প্রার্থী নিরুৎসাহিত করতে প্রার্থীদের জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি, মনোনয়নপত্র অনলাইনে জমা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে সমর্থকদের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা বাতিল বা সংশোধনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৬৭] একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, অক্টোবর ২০২৬ থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে, যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্বাচিত নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি সম্ভাব্য রূপরেখা হিসেবে নির্দেশ করে।[১৬৮]

অন্যদিকে নগর ব্যবস্থাপনা ও জনশৃঙ্খলা উন্নয়নের অংশ হিসেবে হকার ব্যবস্থাপনায় নতুন নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ‘হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৬’ প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে রাজধানীতে হকারদের একটি নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়। নীতিমালার অধীনে হকারদের ডিজিটাল নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি নিবন্ধিত হকারদের মধ্যে স্মার্টকার্ড বিতরণ কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।[১৬৯]

পর্যবেক্ষণ: স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আইন সংশোধন করে ‘বিশেষ পরিস্থিতি বা জনস্বার্থে’ জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে বিল পাস করা হয়েছে।[১৭০] এর ফলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মেয়াদকাল ও কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি

---

[১৬৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, ‘রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা’ এবং বিএনপির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬, প্রাগুক্ত।

[১৬৬] প্রথম আলো, ‘৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ’, ১৫ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0xims8kf11; *ঢাকা পোস্ট*, ‘৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দিলো সরকার’, ১৫ মার্চ ২০২৬, https://www.dhakapost.com/national/438148 (১১ মে ২০২৬)।

[১৬৭] *প্রথম আলো*, ‘প্রার্থী হতে ভোটারদের সইয়ের শর্ত বাদ, জামানত বাড়ানোর চিন্তা’, ১৩ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/x57imx1s8m (২২ মে ২০২৬)।

[১৬৮] কাজী জেবেল, ‘স্থানীয় সরকার নির্বাচনে থাকছে না পোস্টার’, *যুগান্তর*, ৭ মে ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1098294 (২২ মে ২০২৬)

[১৬৯] *দি ডেইলি স্টার*, ‘ডিজিটাল আইডিস, ফিক্সড জোন: ঢাকা লঞ্চেস নিউ হকার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম’, ৩০ এপ্রিল ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/governance/news/digital-ids-fixed-zones-dhaka-launches-new-hawker-management-programme-4164816 (২১ মে ২০২৬)

[১৭০] *যুগান্তর*, ‘প্রশাসক নিয়োগের বিধান রেখে স্থানীয় সরকারের ৫ বিল পাস’, ৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1087142 (৪ জুন ২০২৬)

হলো স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা। সে বিবেচনায় প্রশাসক নিয়োগের বিস্তৃত ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন হিসেবে সামনে এসেছে। একই সঙ্গে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এবং ৪২টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসব নিয়োগে দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসকদের মধ্যে অনেকের ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনার রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা স্থানীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিচিতি, প্রভাব ও সাংগঠনিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন, যা পরবর্তী স্থানীয় সরকার নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় তাদের জন্য তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান সৃষ্টি করতে পারে।[১৭১, ১৭২] ফলে প্রশাসনিক দায়িত্ব ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি স্বার্থসংঘাতের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ভবনে সংসদ সদস্যদের জন্য 'পরিদর্শন কক্ষ' বরাদ্দের সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।[১৭৩] যদিও এটি সমন্বয় ও তদারকির উদ্দেশ্যে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তথাপি স্থানীয় সরকার ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সীমারেখা দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ ধরনের উপস্থিতি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সরকারের এধরনের উদ্যোগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্বশাসিত ও ক্ষমতাবান করা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কোনো জনপ্রতিনিধির খবরদারিমুক্ত স্বাধীন স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করার যে সরকারি দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার তার পরিপন্থি।

অন্যদিকে, নগর ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হকার নিবন্ধন ও স্মার্টকার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হলেও এ প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু অভিযোগও সামনে এসেছে। নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থের বিনিময়ে হকার কার্ড বিতরণের অভিযোগ উঠেছে, যা পুরো কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করেছে।[১৭৪] রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার অঙ্গীকার থাকলেও বিভিন্ন স্থানে সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে হকারদের জন্য রাস্তা ও ফুটপাতে স্থান বরাদ্দ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে[১৭৫] যা নগর ব্যবস্থাপনায় ঘোষিত নীতি ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের 'ময়লা বাণিজ্য' বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমেও ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন সরকার গঠনের পর ক্ষমতাসীন দল ও এর বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মীগণ বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার ময়লা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং নিজেরদের বিভিন্ন সড়ক ও মহল্লার ময়লা বাণিজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।[১৭৬]

৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

৭.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমনে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে রয়েছে সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একজন 'ন্যায়পাল' নিয়োগ করা। বিএনপি আমলে সৃষ্ট 'কর ন্যায়পাল' পদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে 'দুদকের' স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। দুদক সংস্কার সংক্রান্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত সংস্কারগুলো যথেষ্ট নয় বলে বিএনপি মনে করে। এছাড়া বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারগুলো হলো দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সর্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা, উন্মুক্ত দরপত্র, সম্পদ বিবরণী, রিয়েল-টাইম অডিট এবং শক্তিশালী তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করা। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয়রানি ও জটিলতা নিরসনকল্পে সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স, ওয়ান স্টপ সার্ভিস এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল কর্মপ্রবাহ তৈরি করা। একই সাথে, ঘুষ কিংবা অবৈধ লেনদেন নিরসনকল্পে সরাসরি শারীরিক যোগাযোগের পরিমাণ হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহি বাড়াতে এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে সরকারি ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের কেবল আর্থিক অডিটই নয়, 'পারফরম্যান্স অডিট' বাস্তবায়ন করা।[১৭৭, ১৭৮]

---

[১৭১] রাকিব হাসনাত, 'সিটি ও জেলা পরিষদ কি বিএনপি নেতাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হলো', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১৬ মার্চ ২০২৬, https://www.bbc.com/bengali/articles/cddn1218vgmo (৪ জুন ২০২৬)

[১৭২] *ইত্তেফাক*, 'সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদে অবৈধভাবে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে: মাওলানা আবদুল হালিম', ১৭ মার্চ ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/779982/ (২৮ মে ২০২৬)

[১৭৩] মুক্তাদীর আহমদ মুক্তা, "পরিদর্শন কক্ষ' যখন সংসদ সদস্যদের অফিস: অসাংবিধানিক এবং ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের সুযোগ', *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, ২৩ এপ্রিল ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/opinion/11def9348a39 (২৩ মে ২০২৬)

[১৭৪] সমীরণ রায়, 'ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় হকাররা', *সময়ের আলো*, ৪ মে ২০২৬, https://www.shomoyeralo.com/news/360072 (৫ জুন ২০২৬)

[১৭৫] হাসান ইমন, 'হকার চায় ফুটপাত, রাস্তায় বসাল দুই সিটি', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৬ মে ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/last-page/2026/05/16/1251483 (২৮ মে ২০২৬)

[১৭৬] মোহাম্মদ মোস্তফা, 'ক্ষমতার 'আশীর্বাদে' চলে ময়লা-বাণিজ্য', *প্রথম আলো*, ১৪ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/y6wzt2cjkb (২৮ মে ২০২৬)

[১৭৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা-৩১ দফা (সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত); দফা-১৩; প্রাগুক্ত।

[১৭৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ; ৯, *প্রাগুক্ত*।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের সাথে ৭ মে ২০২৬ তারিখে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার ও পুনর্গঠনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং সুশাসন এবং দুর্নীতিবিরোধী বিষয়ে সরকার প্রধানকে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বিষয়গুলোকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে ২০২৮ সালের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী কনফারেন্স বাংলাদেশে আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয় এবং তিনি বিষয়টিতে নীতিগত সম্মতি দেন ও বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন।[১৭৯]

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারি করা 'দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫' সংসদে বাতিল করা হয়। তবে দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুদকের কাছে আইন মন্ত্রণালয় খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়েছে এবং খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।[১৮০] যদিও দুদক অধ্যাদেশে কী কী ধরনের সংশোধন নিয়ে এসে আইন প্রণয়ন করা হবে সে সম্পর্কে অস্পষ্টতা বিদ্যমান রয়েছে।

জাতীয় সংসদে সরকারি ক্রয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) বিল-২০২৬ পাস করা হয়েছে যেখানে সরকারি সব কেনাকাটায় ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্রয়ে পূর্বে বিদ্যমান ১০ শতাংশ কম-বেশি মূল্যসীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিলে প্রথমবারের মতো আইনে পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে টেকসই পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ধারণা যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[১৮১]

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ২০২১-২২ অর্থবছরের ৩৮টি সরকারি দপ্তর ও সংস্থার অডিট রিপোর্টের (কমপ্লায়েন্স ও পারফরম্যান্স অডিট) পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়।[১৮২]

দুর্নীতি প্রতিরোধে এই সময়ে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দেখা গেছে। ভূমি অফিসের দুর্নীতি রোধে ই-নামজারি বাধ্যতামূলক করা, দালালমুক্ত সেবা ও এসএমএস নোটিফিকেশন, অনলাইন কর পরিশোধ, সরাসরি কোষাগারে জমা, ২৪/৭ হটলাইন ও পোর্টাল সেবা, বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের আকস্মিক পরিদর্শন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ড্রোনভিত্তিক ডিজিটাল সার্ভে ও ভূমিসেবা অ্যাপসহ ভূমি ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ ডিজিটাল সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[১৮৩] ফেনী ও চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে পাউবোর ৫০০ কোটি টাকার সেচ প্রকল্পে প্রায় ২০০ কোটি টাকা লুটের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করে।[১৮৪]

পর্যবেক্ষণ: সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ ৩ মার্চ ২০২৬ তারিখ পদত্যাগ করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান এবয় কমিশনার পদত্যাগের ৩০ দিনের মধ্যে সার্চ কমিটি গঠন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ৩ মাসেও কমিশনার নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন বা কমিশনার নিয়োগে অগ্রগতি দেখা যায়নি, ফলে কমিশনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।[১৮৫]

অন্যদিকে সরকার 'দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫' বাতিল করে পূর্বের (২০০৪ সাল) আইনে ফিরে যায়।[১৮৬] দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সাথে বিএনপিসহ সকল দল একমত হলেও দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে ক্ষেত্রে সরকারের পিছু হটার ইঙ্গিত বহন করে। কমিশনার শূন্যতা এবং আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতার কারণে দুদকের অনুসন্ধান, মামলা ও চার্জশিট দাখিল, অভিযুক্তদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়েছে। যার ফলে দুদকে প্রতিদিন জমা হওয়া নতুন অভিযোগ অনুসন্ধান, মামলা দায়ের ও তদন্ত অনুমোদন না হওয়ায়

---

[১৭৯] ড. ইফতেখারুজ্জামান, 'দুদকের সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী', বাংলা ট্রিবিউন, ৭ মে ২০২৬, https://www.banglatribune.com/national/945545/ (৮ মে ২০২৬)।

[১৮০] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'বাইরে থেকে দেশে দুর্নীতি করলেও দুদক আইনের আওতায় আনার প্রস্তাব', ১৪ মে ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/b76dc60f9bb7 (১৮ মে ২০২৬); সাইফুল হক মিঠু, 'চেয়ারম্যানের চেয়ার ফাঁকা, সচিবের ক্ষমতা বাড়িয়ে দুদক আইনে আসছে সংশোধন', *জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৮ মে ২০২৬, https://www.jagonews24.com/national/news/1120339 (১৮ মে ২০২৬)।

[১৮১] *দ্য ফিন্যান্সিয়াল টুডে*, 'দ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল-টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্স পাসড ইন দ্য ন্যাশনাল পার্লামেন্ট', ০৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.thefinancetoday.net/article/national/32470/The-Public-Procurement-Amendment-Bill-2026-passed-in-the-National-Parliament (১৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৮২] *একুশে সংবাদ*, 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে ২০২১-২২ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট পেশ', ৫ মে ২০২৬, https://dainikekusheysangbadbd.com/2026/05/05/ (১৮ মে ২০২৬)।

[১৮৩] *যুগান্তর*, 'ভূমি অফিসের দুর্নীতির লাগাম টানতে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানালেন ভূমিমন্ত্রী', ১৫ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1089240, (১৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৮৪] *যুগান্তর*, 'ফেনী ও মীরসরাইয়ে পাউবোর সেচ প্রকল্প দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ', ১৩ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1088403, (১৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৮৫] দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, 'দুদক চেয়ারম্যান ও ২ কমিশনারের পদত্যাগ', ৩ মার্চ ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-3903831 (১০ মার্চ ২০২৬)।

[১৮৬] দিপন নন্দী 'এসিসি লিডারশিপ ভ্যাকুয়াম ড্র্যাগস অন; সার্চ কমিটি ডিলে স্টলস নিউ কমিশন', *দ্য ডেইলি স্টার*, ২৩ মে ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/acc-leadership-vacuum-drags-4182421 (৩০ মে ২০২৬)।

অভিযোগ ও ফাইলের জট তৈরি হচ্ছে এবং দুর্নীতি-সংক্রান্ত মামলা ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা বাড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।[১৮৭] কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর জমা হওয়া ১৫ হাজার অভিযোগ এবং এর মধ্যে ভিআইপি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৩,৫০০ মামলা দায়ের এবং ৩০০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্রোক ইত্যাদি চলমান কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।[১৮৮] সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে পরিকল্পনা দৃশ্যমান নেই। দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ যেমন সংসদ সদস্য ও সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্তদের আয়-ব্যয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা, রিয়েল-টাইম অডিট সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা ও উদ্যোগ গ্রহণ এবং 'ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ' সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা ও উদ্যোগ দেখা যায়নি।

সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত সিন্ডিকেটের সক্রিয়তা অব্যাহত আছে, যেমন পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল ডিপোতে কিছু অসাধু কর্মকর্তা, স্থানীয় সিন্ডিকেট ও জাহাজের নাবিকদের যোগসাজশে তেল চুরির ঘটনা[১৮৯] বা গণপূর্ত অধিদপ্তরে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে একই পদে ঢাকায় বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত রয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বদলির আদেশ দিলেও তা কার্যকর করা যাচ্ছে না, এর মধ্যে কয়েকজন অভিযুক্ত কর্মকর্তার পদোন্নতির ঘটনার অভিযোগও রয়েছে।[১৯০] পাসপোর্ট অফিসগুলোতে কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে বিভিন্ন দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত এবং দুদকের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি ও সুবিধাজনক কার্যালয়ের পদায়ন করা হচ্ছে। এবং পাসপোর্ট অফিসগুলো এসব কর্মকর্তাদের অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত আছে।[১৯১] ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক প্রকল্পে সিন্ডিকেটের জমির শ্রেণি পরিবর্তন ও স্ট্যাম্পে ঘুষ চুক্তিসহ শত শত কোটি টাকার ঘুস বাণিজ্যের ভাগাভাগির দুর্নীতি চিহ্নিত করা, অবৈধ অধিগ্রহণ বাতিল ও অস্বচ্ছ তালিকা সংশোধন করার কারণে প্রভাবশালী মহলের চাপে একজন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়।[১৯২]

৭.২ অর্থ পাচার রোধ

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থপাচার রোধ ও কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলের পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হলো বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ আমলে সংগঠিত অর্থপাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং এতে চিহ্নিত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং শ্বেতপত্রে চিহ্নিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[১৯৩, ১৯৪]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: অর্থপাচার রোধে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ বা পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক চার উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারীর অস্বাভাবিক লেনদেন তদন্তে তাদের ব্যাংক হিসাব তলব করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।[১৯৫] এছাড়াও বিএফআইইউ থেকে দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থ পাচার ও জালিয়াতি প্রতিরোধে ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ ও তা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনে নির্দেশ প্রদান করা হয়।[১৯৬]

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধার ও সম্পদ জব্দে গৃহীত কার্যক্রম বর্তমান সরকারের সময়েও চলমান রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী কর্তৃক পাচার হওয়া যে সব সম্পদ জব্দ করা হয়েছিল সেসব সম্পদ দেশে ফেরত আনতে সরকারের আইনি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।[১৯৭] পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে মোট ১৪১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, এর মধ্যে ১৫টি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং ৬টি মামলায় রায় প্রদান (২৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত) করা হয়েছে। আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স

[১৮৭] জিলানী মিলটন, 'মোমেন কমিশনের আকস্মিক পদত্যাগে অভিভাবকশূন্য দুদক', *নয়া দিগন্ত*, ১১ মার্চ ২০২৬, https://dailynayadiganta.com/printed-edition/fa3Ayy7cIilC, (১২ মার্চ ২০২৬)। *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'স্থবির দুর্নীতি দমন কার্যক্রম', ০৫ এপ্রিল ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/last-page/2026/04/05/1234840, (১২ মার্চ ২০২৬)।

[১৮৮] এফ এম আবদুর রহমান মাসুম, 'রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বারবার কমিশন-শূন্য দুদক, কার্যক্রমে স্থবিরতা', *ঢাকা পোষ্ট*, ১২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.dhakapost.com/exclusive/444173 (১৫ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৮৯] সজীব আহমেদ, 'জ্বালানি দুর্ভোগের মূলে মজুদদারি' *কালের কণ্ঠ*, ০৩ এপ্রিল ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2026/04/03/1666587 (১৫ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৯০] মাহবুব মোর্শেদ, 'সচিবের নির্দেশনার পরও বহাল তবিয়তে, ঢাকায় গেড়ে বসেছেন গণপূর্তের ৬০ প্রকৌশলী', *চ্যানেল আই*, ১২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.channelionline.com/despite-the-secretarys-instructions-60-public-works-en/ (১৫ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৯১] *যুগান্তর*, 'খাতা খুলে ঘুস ভাগাভাগি' ১৮ মে ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1103226 (২৫ মে ২০২৬)।

[১৯২] *যুগান্তর*, 'স্ট্যাম্পে চুক্তি করে ঘুস ভাগাভাগি', ২৮ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1096539 (৩০ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৯৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা-৩১ দফা (সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত); দফা-১৩; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, প্রাগুক্ত।

[১৯৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬',পৃ; ৯, *প্রাগুক্ত*।

[১৯৫] *কালের কণ্ঠ*, 'আরো ৩ উপদেষ্টা ও ১ বিশেষ সহকারীর ব্যাংক হিসাব তলব', ০৫ মার্চ ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/03/05/1655931 (১৫ মার্চ ২০২৬)।

[১৯৬] *প্রথম আলো*, 'দুর্নীতি রোধে ব্যাংক পরিচালক-এমডিদের লিখিত অঙ্গীকার টাঙিয়ে রাখতে হবে', ৩০ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/bank/6uw7xu0p5v (২ মে ২০২৬)।

[১৯৭] *আরটিভি নিউজ*, 'বাংলাদেশিদের ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি সম্পদ জব্দ করেছে যুক্তরাজ্য', ২৯ এপ্রিল ২০২৬, https://rtvonline.com/national/378431, (৩০ এপ্রিল ২০২৬)।

কর্তৃক চিহ্নিত ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১১টি মামলায় শেখ হাসিনার পরিবারের সংশ্লিষ্টতায় পাচারকৃত অর্থ ফেরাত আনতে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।[১৯৮]

এছাড়াও অন্তর্বর্তী সরকারের সময় গৃহীত যেসব কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের বড় ছয়টি শিল্পগোষ্ঠীর পাচারকৃত অর্থ ও বিদেশী সম্পদ অনুসন্ধান ও উদ্ধারে বাংলাদেশের ১০টি ব্যাংকের সাথে একাধিক বহুজাতিক আইনি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের ৩৬টি নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছে। এক্ষেত্রে পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[১৯৯] পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) কর্তৃক বিদেশে পাচার হওয়া প্রায় ৪৪ কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।[২০০] অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থপাচারের প্রধান গন্তব্য ১০টি দেশে অর্থপাচারের বিষয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং। ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, হংকং ও সংযুক্ত আরব আমিরাত 'পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি' স্বাক্ষরে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং বাকি ৭টি দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।[২০১] পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে ২৩টি দেশে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠানো হয়েছে। আরো ২১টি দেশে এমএলএআর পাঠানো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।[২০২] বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে সাইপ্রাস সরকার এস আলম ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পত্তি জব্দের আদেশ দেয় যা পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।[২০৩]

পর্যবেক্ষণ: ঋণখেলাপি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ এবং দুর্বল ব্যাংকের অভিযুক্ত শেয়ারধারীদের ব্যাংকের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার মতো বিতর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশ থেকে এই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পদ জব্দ ও মামলা লড়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের নিকট ভুল বার্তা যেতে পারে ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে।

৮. গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা রূপরেখা এবং নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে মিডিয়া কমিশন গঠন এবং তথ্য ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়াও বলা হয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের নৈতিকতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কাঠামো গঠন করা হবে। পাশাপাশি ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে গুজব, ভুয়া খবর, ঘৃণামূলক বক্তব্য ও অপপ্রচার রোধ করা হবে।[২০৪]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: তথ্যমন্ত্রী জাতীয় সংসদে গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং সাংবাদিকদের পেশাগত সুরক্ষা, মর্যাদা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারের কিছু পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের কথা জানান। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট যুগোপযোগী করে প্রেস কাউন্সিলকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর ও গণমাধ্যমবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম ধাপে একটি পরামর্শ কমিটি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন ও ভুয়া সাংবাদিকতা প্রতিরোধে সাংবাদিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণসহ 'প্রকৃত সাংবাদিকদের' একটি পূর্ণাঙ্গ অনলাইন ডাটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের পেশাগত মর্যাদা, বেতন-কাঠামো এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রোডম্যাপ তৈরির ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া, ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন বা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'রুলস অফ বিজনেস' ও অন্যান্য আইনি সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে পেশাগত কাজ করতে অক্ষম বা অসমর্থ, শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ এবং চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ সাংবাদিকদের পাশাপাশি সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সুযোগ-সুবিধা

---

[১৯৮] *সমকাল*, 'পাচার করা সম্পদ ফিরিয়ে আনা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, ০২ এপ্রিল ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/345255/, (০৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[১৯৯] গোলাম মওলা, 'এবার বিদেশে অর্থ পাচার করা ৬ বড় গ্রুপকে টার্গেট করলো বাংলাদেশ ব্যাংক, *বাংলা* ট্রিবিউন, ১১ মার্চ ২০২৬, https://www.banglatribune.com/business/news/937373/, (১৩ মার্চ ২০২৬)।

[২০০] বাংলা ট্রিবিউন, 'পাচার হওয়া ৪৪ কোটি টাকা ফিরিয়ে আনলো সিআইডি', ৩০ মার্চ ২০২৬, https://www.banglatribune.com/others/939679/ (০৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[২০১] *প্রথম আলো*, 'সংসদে প্রধানমন্ত্রী: ১০ দেশে খোঁজা হচ্ছে পাচার হওয়া অর্থ, পুনরুদ্ধারে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার', ০১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/qluhyhfz20, (০৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[২০২] *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা*, 'পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে ২৩টি দেশে এমএলএআর পাঠানো হয়েছে : অর্থমন্ত্রী বাসস', ২১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/qluhyhfy20, (৩০ এপ্রিল ২০২৬)।

[২০৩] *যুগান্তর*, '৮০০ কোটি ইউরো পাচারের অভিযোগ, সাইপ্রাসে এস আলমের সম্পত্তি জব্দ', ২৯ মে ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1107278, (০৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[২০৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা' এবং বিএনপির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬, প্রাগুক্ত।

প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত বাতিল হওয়া অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড নবায়নের বিষয়ে আপিলের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[২০৫]

পর্যবেক্ষণ: বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন ও ভুয়া সাংবাদিকতা প্রতিরোধে সাংবাদিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণসহ 'প্রকৃত সাংবাদিকদের' একটি পূর্ণাঙ্গ অনলাইন ডাটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ডাটাবেজ করার ক্ষেত্রে 'প্রকৃত সাংবাদিক' কারা, তা কোন মানদণ্ডে নির্ধারণ করা হবে এবং কে নির্ধারণ করবে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। সচিবালয়ে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কতজন সাংবাদিক অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আপিল করেছে এবং কতজনকে অ্যাক্রেডিটেশন দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।[২০৬]

গত ১০ এপ্রিল ২০২৬ সংসদে পাশ হওয়া 'সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬'-এ "ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য" কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[২০৭] আইনের এই ধারার অপব্যবহারের মাধ্যমে বাকস্বাধীনতা লঙ্ঘনের আশঙ্কা রয়েছে। ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতামত প্রকাশকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার, হয়রানি ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন সরকারের সমালোচনামূলক পোস্ট করার অভিযোগে সাম্প্রতিক সময়ে চার জন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। ভিন্নমত দমনে বিদ্যমান আইনের অপব্যবহার যা পূর্ববর্তী সরকারের দমনমূলক চর্চার ধারাবাহিকতা হিসেবে একটি মানবাধিকার সংস্থা অভিহিত করে।[২০৮] এছাড়াও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তারের ঘটনাও লক্ষ করা গেছে। গত মার্চ-মে ২০২৬ তিনমাসে ৯ জনকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। [২০৯]

কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে নাগরিকদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করা ও ফোনে আড়িপাতার কাজে ব্যবহৃত বিতর্কিত ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে বিলুপ্ত করার পদক্ষেপ নিলেও বর্তমান সরকার এই সংস্থার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এনটিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৯৫ কোটি টাকার সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এনটিএমসির কনটেন্ট ব্লকিং ও ফিল্টারিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণ (পর্যায়-১)-এর আওতায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে এ সরঞ্জাম ক্রয় করার প্রস্তাব মন্ত্রীসভা কমিটির বৈঠকে অনুমোদন করা হয়।[২১০]

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম ১০০ দিনে সাংবাদিক হয়রানি-নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। এই সময়ে মোট ১৩০টি ঘটনায় ১৮৮ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১২৪ জন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছে, ১২ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা ও ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ১৭ জনকে হয়রানি করা হয়েছে, ২৭ জনকে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং একজনের বাড়ীঘর বা সম্পদ লুটপাট হয়েছে।[২১১] অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিক নির্যাতনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ততা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়াও একটি গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা গণমাধ্যম অফিসে বিক্ষোভ করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে 'হয়রানিমূলক মিথ্যা' মামলায় গ্রেফতার হওয়া অনেক সাংবাদিকের জামিন না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৯. তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা রূপরেখা এবং নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করা অঙ্গীকার করা হয়েছে।।[২১২]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকার অপতথ্য রোধ এবং ডিজিটাল মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে 'নিউ মিডিয়া' সংক্রান্ত একটি নতুন কৌশলগত প্রকল্প গ্রহণের ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে সরকার ভুয়া তথ্য শনাক্তকরণ, সত্যতা উন্মোচন (ডিবাঙ্কিং) এবং জনগণের কাছে সঠিক তথ্য প্রচারের জন্য তিন স্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের লোগো

[২০৫] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, 'দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনের কার্যক্রম শিগগির: সংসদে তথ্যমন্ত্রী: প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ১৯ এপ্রিল ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/bf850a1c6491 (১৯ এপ্রিল ২০২৬)

[২০৬] বাংলা ট্রিবিউন, 'সাংবাদিকদের 'অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড' নবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটবে কবে', ৩ মে ২০২৬, https://www.banglatribune.com/others/944779, (৩ মে ২০২৬)।

[২০৭] বিস্তারিত জানতে দেখুন, বাংলাদেশ গেজেট, সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬, ১০ এপ্রিল ২০২৬, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-ictd/2026/3/31737fbf-7a0b-4437-b479-a20cd0e06e69.pdf

[২০৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, বাংলাদেশ ফোর অ্যারেস্টেড ফর ইনসাল্টিং গভর্নমেন্ট', ২৩ এপ্রিল ২০২৬, https://www.hrw.org/news/2026/04/23/bangladesh-4-arrested-for-insulting-government (২৩ এপ্রিল ২০২৬)।

[২০৯] আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস), *মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) প্রণ্ডক্ত।*

[২১০] প্রথম আলো, 'এনটিএমসির জন্য ৯৫ কোটি টাকার সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে', ২০ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/wb6v8ufzwo, (২০ মে ২০২৬)।

[২১১] টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ থেকে সংগৃহীত।

[২১২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা' এবং বিএনপির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬, প্রাগুক্ত।

অপব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ানো রোধে নীতিমালা ও আইনি কাঠামো প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছে।[২১৩] এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে একটি কার্যকর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছে।[২১৪]

পর্যবেক্ষণ: তথ্য কমিশন গঠন ও তথ্য অধিকার আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। সরকার গঠনের পর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে পরিবর্তন করার সময় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ও তথ্য-উপাত্ত অনলাইন থেকে সরিয়ে আর্কাইভ করা হয়েছে। ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্যে সরাসরি প্রবেশগম্যতা বন্ধ করা হয়েছে, যা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অন্তরায়। তবে, যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদনের প্রেক্ষিতে এসব তথ্য পাওয়া যাবে বলে কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে।[২১৫]

১০. শিক্ষা খাত

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১-দফা রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গীকার হচ্ছে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দলীয়করণ রোধ করা। বিগত দিনগুলোতে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে। এ কারণেই ব্যক্তির বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং দলীয় আনুগত্যকে বিবেচনায় না নিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে কেবলমাত্র সততা, দক্ষতা, মেধা, যোগ্যতা, দেশ-প্রেম ও অভিজ্ঞতার বিচার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রশাসন, পুলিশ এবং সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা বিষয়ক বেশ কয়েকটি অঙ্গীকার রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষাখাতে পর্যায়ক্রমে জিডিপির পাঁচ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এই অর্থ কেবল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকের শিক্ষাদানের মান ও দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হবে। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অধিকতর ক্ষমতায়ন ও শক্তিশালী করা হবে, যেন এটি উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সার্বিক কৌশলগত নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসন ও লাইব্রেরির সমস্যা দূরীকরণে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত করার কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে। সার্বিকভাবে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।[২১৬, ২১৭]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: ১৮ মে ২০২৫ তারিখে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর (সাধারণ, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল) ভাইস-চ্যান্সেলর (ভিসি) নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সার্চ কমিটি গঠন করা হয়।[২১৮] পরবর্তীতে ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বর্তমান সরকার সার্চ কমিটি পুনর্গঠন করে।[২১৯] পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজ নিজ আইনের আলোকে ভিসি নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে–ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ; সেগুলো যাচাই-বাছাই করে তিনজন উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন; এবং নির্বাচিত তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে মনোনয়নের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদন গ্রহণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা।[২২০]

এছাড়াও, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি বছর বিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্তি ফি বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের নতুন করে ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে না।[২২১] পাশাপাশি লটারির পরিবর্তে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।[২২২] অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জোরদার করতে ১ লাখ ৮ হাজার ৪৫০ জন শিক্ষককে প্রতিবন্ধী শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৩৭ হাজার ২৮৩টি সহায়ক ডিভাইস বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর

---

[২১৩] প্রথম আলো, ‘মিথ্যা ও অপতথ্য ঠেকাতে নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়: প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, ২৫ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xbvmnrj2zo, (মার্চ ২০২৬)।

[২১৪] যুগান্তর, ‘তথ্য অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি অপতথ্য থেকে সুরক্ষা দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ: তথ্যমন্ত্রী’, ১২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1088262, (১২ এপ্রিল ২০২৬)।

[২১৫] সৈয়দ রিফাত মোসলেম, ‘সরকারপ্রধানের পরিবর্তনে ওয়েবসাইট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তথ্য’, প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/nu5o4u1kg2, (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২১৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬’, পৃ-১০, ১৮-১৯, প্রাগুক্ত।

[২১৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি,‘ রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা ’, দফা-২৫, প্রাগুক্ত।

[218] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (সাধারণ, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল) ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ প্রদানের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে সার্চ কমিটি গঠন', নোটিশ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ১৮ মে ২০২৫, https://shed.gov.bd/pages/notices/6941461fa31054345f0fb91d (১৩ জুন ২০২৬)

[219] যুগান্তর, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগের জন্য ৬সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন', ০২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/campus/১০৮৩৭৯৯ (০৪ এপ্রিল ২০২৬)

[২২০] *প্রথম আলো*, 'উপাচার্য নিয়োগ সার্চ কমিটি পুনর্গঠন', ০১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zemfcdfy7i (০৩ এপ্রিল ২০২৬)

[২২১] *সারাবাংলা*, '‘শিক্ষা খাতে প্রতি বছর পুনরায় ভর্তি ফি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার’', ১৮ এপ্রিল ২০২৬, https://sarabangla.net/news/national/post-1149779/ (২০ এপ্রিল ২০২৬)

[২২২] ফাহিমা কানিজ লাভা, 'স্কুলে শিশুদের ভর্তি পদ্ধতিতে পরিবর্তন: লটারি থেকে পরীক্ষায় ফেরা কতটা যৌক্তিক?', *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৭ মার্চ ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/analysis/news-3908366 (১৯ মার্চ ২০২৬)

করতে শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।[২২৩] তাছাড়া, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে সফটওয়্যারভিত্তিক বদলি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে বদলি নীতিমালা-২০২৬ সংশোধনপূর্বক পুনঃপ্রণয়ন করা হয়েছে।[২২৪]

পর্যবেক্ষণ: সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকারে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণ রোধ করার কথা বললেও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[২২৫] তবে কি কারণে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি প্রজ্ঞাপনগুলোতে উল্লেখ করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি থাকলেও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের গুরত্বপূর্ণ পদে থাকা একজনকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।[২২৬] একইভাবে সহ-উপাচার্য, ট্রেজারার, ডিন ও প্রভোস্ট পদেও রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। সরকারের গঠন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন, সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ইস্যুতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন হয়েছে। শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিতে ডাকা কমপ্লিট শাটডাউনের কারণে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অচল হয়ে পড়েছে।[২২৭] গাজীপুরের ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের একাংশ আন্দোলন করেছে।[২২৮] এছাড়া সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসমুক্ত করার কথা বলা হলেও, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুইটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা লক্ষ করা গেছে।[২২৯]

১১. স্বাস্থ্য খাত

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য বিষয়ক বেশ কয়েকটি অঙ্গীকার রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" ও "বিনা চিকিৎসায় কোনো মৃত্যু নয়" এই নীতির ভিত্তিতে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal health coverage) প্রবর্তন করে সবার জন্য স্বাস্থ্য কার্ড চালু করা এবং জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা। এছাড়া নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হচ্ছে বিনামূল্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা। একই সাথে প্রত্যেক নাগরিককে ই-হেলথ কার্ড প্রদান, ওষুধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন এবং জাতীয় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি। [২৩০] [২৩১]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারের ১০০ দিনে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।[২৩২] হাম ও রুবেলা সংকট মোকাবিলায় ৫ এপ্রিল ২০২৬ থেকে টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ১ কোটি ৮০ লাখ টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এই সময়ে সরকার মোট ১ কোটি ৮৩ লাখ শিশুকে টিকা প্রদান করে।[২৩৩] এছাড়াও ১০টি জেলা হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক ভেন্টিলেটর সরবরাহ করা হয়েছে।[২৩৪] একটি সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপজেলা ও অন্যান্য বড় হাসপাতালে অস্ত্রসহ আনসার সদস্য মোতায়েনের ঘোষণা করা হয়।[২৩৫] সরকারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে ১৮০ দিনের কর্মসূচির আওতায় জনগণকে 'ই-হেলথ কার্ড' দেওয়ার উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে খুলনা, নোয়াখালী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদী–এই ৫টি জেলায় এই কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা

[২২৩] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন', https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-pmo/2... (২৭ মে ২০২৬)।

[২২৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ' বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা-২০২৬ (সংশোধিত) ' ৬ মে, ২০২৬,https://objectstorage.ap-dcc-gazipur 1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-shed/2026/4/d634d3db-d170-4211-abd0-8b240831ed11.pdf (১২ মে, ২০২৬)

[২২৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, https://ugc.gov.bd/pages/policies?page=1&page_size=10

[২২৬] *প্রথম আলো*, 'পুরোনো ধারায় দলের অনুগত শিক্ষকদের উপাচার্য নিয়োগ', ১৭ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/n87z9ujnhx (১৯ মার্চ ২০২৬)

[২২৭] *প্রথম আলো*, 'বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি, বিভিন্ন দপ্তরে তালা', ১১ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/n76i7rwws9 (১৩ মে ২০২৬)

[২২৮] *প্রথম আলো*, 'ডুয়েটে উপাচার্যের যোগদান ঘিরে সংঘর্ষে আহত ২০, ছাত্রদলছাত্রশিবিরের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ', ১৭ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ss5hu00bcj (১৭ মে ২০২৬)

[২২৯] *হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)*, 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন রিপোর্ট / রিপোর্ট নং ৮৯, https://hrssbd.org/report_details/89 (১৩ মে ২০২৬)

[২৩০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি,' রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা ', দফা-২৬, প্রাগুক্ত।

[২৩১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-১৯-২০, প্রাগুক্ত।

[২৩২]গোলাম রব্বানী, 'জনবলসংকটে মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা, এক লাখ নতুন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ যেভাবে', *প্রথম আলো*, ০৯ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/chakri/employment/4vb9r0j07o (১১ মে ২০২৬)

[২৩৩] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন', https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-pmo/2... (২৭ মে ২০২৬)

[২৩৪] *সমকাল*, 'শিশুদের জন্য ১০ জেলায় যুক্ত হচ্ছে ভেন্টিলেটর', ২০ মে ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/353036/ (২২ মে ২০২৬)।

[২৩৫] *কালের কণ্ঠ*, 'প্রতি উপজেলায় চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় থাকবেন ১০ আনসার সদস্য : স্বাস্থ্যমন্ত্রী', ২১ মে ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/05/21/1688210 (২৩ মে ২০২৬)

হয়।[২৩৬] এছাড়া সরকারের ১০০ দিনের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম তদারকির জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর আকস্মিক ভিডিও কল করার মতো ইতিবাচক দৃষ্টান্তও লক্ষ করা যায়।

পর্যবেক্ষণ: স্বাস্থ্য খাতে সরকার হাম মোকাবিলাসহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও স্বাস্থ্যখাতে বেশ কিছু উদ্বেজনক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সরকারি কিছু হাসপাতালে স্বাস্থ্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ও সংসদসদস্যগণ আকস্মিক পরিদর্শন করলেও সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। স্বাস্থ্যখাতের ক্রয় সংক্রান্ত সিন্ডিকেট চিহ্নিতকরণ এবং অতীতে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ক্রয়ে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি।

মার্চ ২০২৬ এর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হওয়া হামের সংকট বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২৭ মে ২০২৬ পর্যন্ত প্রায় ৬৭ হাজার শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৪৭২ জন শিশু হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।[২৩৭] হামের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকেই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ এই সংকট মোকাবিলায় সরকারকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করে, কিন্তু সরকার এই সুপারিশগুলোকে যথাযথভাবে গুরুত্ব প্রদান করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ১২ এপ্রিল ২০২৬ টিকা বিষয়ক দেশের সর্বোচ্চ কারিগরি কমিটি ন্যাশনাল ইম্যুনাইজেশন অ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি গ্রুপ (নাইট্যাগ) এবং ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কমিটি ফর মিজেলস অ্যান্ড রুবেলা এলিমিনেশনের (এনভিসি) কমিটি হাম মোকাবিলায় একটি যৌথ সভা করে এবং এই সভা থেকে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিশুস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, রোগতত্ত্ববিদ, ভাইরাস বিশেষজ্ঞ, ল্যাবরেটরি বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বহুপক্ষীয় কমিটি গঠন করা, যার কাজ হবে রোগ শনাক্তের অগ্রাধিকার ঠিক করা, প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, কোন ধরনের রোগীকে আইসোলেশন করা দরকার, তা নির্দিষ্ট করা ও তা অনুসরণ করা, কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে থাকা শিশুদের হামের টিকা দেওয়া, কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করা, টিকা কার্যক্রমকে জোরালো পর্যবেক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদি।[২৩৮] গণমাধ্যম থেকে জানা যায় এই নির্দেশনা বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অবগত করা হয়নি যা এই কার্যক্রমে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতিকে নির্দেশ করে। এছাড়া এই সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে কমিটির সদস্যগণ অভিযোগ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য প্লাটফর্ম এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে হামের পরিস্থিতিকে 'মহামারি' হিসেবে জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ঘোষণা করার কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।[২৩৯] হাম মোকাবিলায় মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এছাড়া হামের সংকটের শুরু থেকে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সাথে সমন্বয় করে হামের চিকিৎসা নিশ্চিত করার বিষয়েও সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশি কিছু সংকট লক্ষ করা গেছে। হাম রোগ-নির্ণয় বা শনাক্তকরণের পরীক্ষার সুবিধা শুধুমাত্র রাজধানীর জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে রয়েছে, এর বাইরে দেশের অন্য কোথাও এই পরীক্ষার সুযোগ নেই। একই সাথে পরীক্ষাগারে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত কিটের ঘাটতির বিষয়টি লক্ষ করা গেছে।[২৪০] হাম প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন হাসপাতালে আইসিইউ শয্যাসহ নানা ধরনের চিকিৎসাসেবা সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে, বিশেষ করে বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে হামে আক্রান্তদের জন্য পৃথক (আইসোলেটেড) শয্যার ব্যবস্থা করা হয়নি এবং একই সাথে ভেন্টিলেশন সুবিধা ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের ঘাটতি ছিল। উল্লেখ্য বর্তমানে দেশের ২২টি জেলায় সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা নেই (১৮ এপ্রিল,২০২৬)।[২৪১] এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে শিশু রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত শয্যার অভাব দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে একটি শয্যাতেই ২-৩ শিশুকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ অপর্যাপ্ত থাকায় অধিকাংশ ওষুধ রোগীদের হাসপাতালের বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। হামের চিকিৎসার জন্য কোনো প্রটোকল বা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়নি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রতিদিন সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হাম সংক্রান্ত পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। উক্ত সঙবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দুই ধরনের তথ্য প্রদান করা হয় 'নিশ্চিত হামের রোগী ও মৃত্যুর সংখ্য ', এবং 'সন্দেহজনক হামের রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা'। যাদের পরীক্ষা করা যাচ্ছে না তাদের সন্দেহজনক হামের রোগী হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এবং অধিকাংশকে শিশুকে সন্দেহজনক হামে আক্রান্ত শিশু হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে কাগজে-কলমে নিশ্চিত হামের রোগীর সংখ্যা অনেক কম দেখাচ্ছে। উল্লেখ্য নিশ্চিত হামে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা খুবই কম, সন্দেহজনক হাম রোগে আক্রান্ত শিশু যেখানে ৪৭২, এর মধ্যে নিশ্চিত হামে মৃত্যু মাত্র ৮৮ জন। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় সন্দেজনক হামে আক্রান্ত হওয়া শিশুদের মধ্যে অধিকাংশ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শিশু।

---

[২৩৬] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'জনগণকে ই-হেলথ কার্ড দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার', ১৫ এপ্রিল ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/national/2026/04/15/1239007 (২৭ মে, ২০২৬)।

[২৩৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, 'হাম সংক্রান্ত পরিস্থিতি', ২৭ মে ২০২৬, https://dghs.gov.bd/pages/press-releases/6a16ce2b8cecc6bec6d48439 (২৭ মে ২০২৬)

[২৩৮] *প্রাগুক্ত*

[২৩৯] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা ঘোষণা না করায় হামের রোগীরা স্বাস্থ্য অধিকারবঞ্চিত হয়েছে', ১৬ মে ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/health/coronavirus/disease-control/news-3925261 (১৭ মে ২০২৬)

[২৪০] শিশির মোড়ল, 'কিটসংকটে হাম পরীক্ষা কম হচ্ছে, শনাক্তও কম', *প্রথম আলো*, ২০ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ouylmgmff8 (২২ এপ্রিল ২০২৬)

[২৪১] আজকের পত্রিকা, 'চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তায় হাসপাতালে 'পাগলা ঘণ্টা' বাজাবে সরকার', ২০ মে ২০২৬, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpqtazrw1iv4 (২২ মে ২০২৬)

ফলে যারা আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হয়নি তাদের অনেকে হামে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। যার ফলে প্রকৃত হামে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত তথ্য এবং স্থানীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে গড়মিল পরিলক্ষিত হয়েছে।[২৪২] মাঠ পর্যায়ের বেশ কয়েকটি হাসপাতালে হামে আক্রান্ত শিশুদের মৃত্যু হলেও তাদের সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এছাড়া হামে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যাসংক্রান্ত তথ্যে গড়মিল, মুদ্রণক্রুটি এবং সংখ্যাগত পুনরাবৃত্তি (ডুপ্লিকেশন) লক্ষ করা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রোগতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে হামের সংক্রমণ কমছে। অন্যদিকে দেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা কমেনি। এবিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অধিদপ্তরের তথ্যে ঘাটতি আছে। যা আরও স্পষ্ট ও বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন। হাম নিয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে থেকে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করতেও দেখা যায়। যেমন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার একটি বক্তব্যে বলেন গত আট বছর ধরে দেশে হামের টিকা দেওয়া হয়নি।[২৪৩]

১২. ব্যাংক ও আর্থিক খাত

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যাংক ও আর্থিক খাতবিষয়ক অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন, ক্ষমতা ও তদারকি শক্তিশালী করা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর নজরদারি বৃদ্ধি করা হবে। একই সঙ্গে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করা হবে। ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং পারিবারিক প্রভাবমুক্ত করা হবে। পাশাপাশি উচ্চ খেলাপি ঋণ সমস্যা পর্যালোচনা করে দায়ীদের আইনের আওতায় আনা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[২৪৪]

পর্যবেক্ষণ: সরকার গঠনের পর ব্যাংক ও আর্থিক খাত বিষয়ে সরকারের যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে তার অনেকগুলো সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের বিপরীতমুখী। যেমন এমন একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যিনি একজন ব্যবসায়ী ও পূর্বে ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন।[২৪৫, ২৪৬] কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা, যার প্রধান দায়িত্ব মুদ্রানীতি প্রণয়ন, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং ব্যাংকিং খাতের ওপর কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করা। কিন্তু গভর্নর নিয়োগে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা ব্যবসায়িক স্বার্থের সম্ভাব্য প্রভাবের আলোচনা প্রতিষ্ঠানটির স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে জনমনে সংশয় তৈরি করতে পারে।

ব্যাংক রেজুলেশন আইন ২০২৬- এ দুর্বল ব্যাংক একীভূত হওয়ার পর পুরোনো শেয়ারধারীদের কোনো ধরনের জবাবদিহিতা ব্যতিরেকে আবারও ব্যাংকের মালিকানায় ফেরার সুযোগের বিধান যুক্ত করার মাধ্যমে চিহ্নিত লুটেরাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[২৪৭] এটি একটি আত্মঘাতীমূলক যা ব্যাংকিং খাতের দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও সুশাসনের ঘাটতি দূর করার পরিবর্তে দায়মুক্তি ও বিচারহীনতার পূর্ববর্তী কর্তৃত্ববাদী চর্চা অব্যাহত রাখা হয়েছে।[২৪৮] এছাড়া ব্যাংক খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথা বললেও[২৪৯] বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনায় দলীয় ব্যক্তিদের প্রবেশের চেষ্টা লক্ষণীয়।[২৫০]

ঋণখেলাপিদের জন্য ১ শতাংশ নগদ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ পুনঃতফসিল করার সুযোগ প্রদান করে পূর্বের চর্চা অব্যাহত রাখা হয়েছে।[২৫১] এর ফলে খেলাপি ঋণ সাময়িকভাবে পুনর্গঠিত হলেও ঋণশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। অতীতে বাংলাদেশে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের বারবার খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করার নীতিগত সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একক গ্রাহক ঋণসীমায় শিথিলতা আনা হয়েছে, যেখানে একজন ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের মোট মূলধনের ২৫ শতাংশ ঋণ দেওয়ার সুযোগ রাখা

---

[২৪২] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'হামে মৃত্যু সরকারি হিসাবের চেয়েও বেশি', ১০ মে ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/health/disease/news-3922736 (২৭ মে ২০২৬)।

[২৪৩] পার্থ শঙ্কর সাহা, 'হামের টিকা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বনাম বাস্তবতা: কোথায় বিভ্রান্তি, কোথায় সংকট', *প্রথম আলো*, ৩১ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/x2dy9rmz9q (০২ এপ্রিল ২০২৬)।

[২৪৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা' এবং বিএনপির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬, প্রাগুক্ত।

[২৪৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর নিয়োগে সরকার কী বার্তা দিচ্ছে? টিআইবির উদ্বেগ', ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/bn/articles/press-release/7446 (২২ মে ২০২৬)।

[২৪৬] *প্রথম আলো*, বিজনেস পার্সন অ্যাপয়েন্টেড এজ গভর্নর ফর দ্য ফার্স্ট টাইম', ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://en.prothomalo.com/business/local/4po1vzua73 (২০ মে ২০২৬)।

[২৪৭] *প্রথম আলো*, 'পাস হলো ব্যাংক রেজোল্যুশন আইন, পুরোনো মালিকদের ফেরার সুযোগ', ১২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/bank/elhydef7we (৫ মে ২০২৬)।

[২৪৮] বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'ব্যাংক রেজুলেশন আইন ২০২৬ দুর্নীতি ও লুটপাট সহায়ক; ব্যাংক লুটেরাদের পুনর্বাসনের এ উদ্যোগ আত্মঘাতীমূলক: টিআইবি', ১৩ এপ্রিল ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/bn/articles/press-release/7468 (১৮ মে ২০২৬)।

[২৪৯] *ইত্তেফাক*, 'ব্যাংক খাতে রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধে কঠোর অবস্থানে গভর্নর', ১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/782139/ (২৬ মে ২০২৬)।

[২৫০] *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, 'দুই দশক পর ন্যাশনাল ব্যাংকে ফিরলেন তাবিথ আউয়াল', ৫ এপ্রিল ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/business/46af8df21d24 (২৩ মে ২০২৬)।

[২৫১] *প্রথম আলো*, 'খেলাপি ঋণ কমাতে আরও ছাড়', ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/bank/s6j57htwmy (৮ মে ২০২৬)

হয়েছে, যা পূর্বে ১৫ শতাংশ ছিল।[২৫২] এই পরিবর্তনের ফলে বড় শিল্পগোষ্ঠী বা করপোরেট গ্রাহকেরা আরও বেশি ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন যা পূর্বের ন্যায় ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকিতে ফেলার আশঙ্কা বাড়বে।

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে সামাজিক সুরক্ষার সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা খাতের বিদ্যমান আওতা সম্প্রসারণ এবং এই সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ অন্য কোনো খাতে নয় শুধুমাত্র আওতাভুক্ত খাতগুলোতেই ব্যবহার নিশ্চিত করে দ্বৈতভাতা ও অন্যান্য অনিয়ম দূর করে স্বচ্ছতা আনা হবে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে সুশাসন বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা এবং ভাতা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও ত্রুটিমুক্ত করা। ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা- সকল দুঃস্থ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা এবং অসহায় বয়স্কদের ভাতার পরিমাণ মূল্যস্ফীতির নিরিখে বৃদ্ধি করা। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বা সম্প্রদায়কে (যেমন: তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, বেদে ইত্যাদি) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা এবং 'নৃ জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের শতভাগ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা। পরিবারের নারী প্রধানের নামে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান- প্রায় ৪ কোটি প্রান্তিক পরিবারের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫০ লাখ দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করা। এই কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে ২,০০০ থেকে ২,৫০০ টাকার আর্থিক সহায়তা অথবা খাদ্য সুবিধায় চাল, ডাল, তেল, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য প্রদান করা এবং অর্থ সেবার এই পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা। কৃষকের জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য কৃষক কার্ড প্রদান করা হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক, সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং স্বল্প মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সুবিধা দেওয়া এবং শস্য, ফসল, মৎস্য, ও পশুপালন খাতে গৃহীত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুদ সহ মওকুফ করা।[২৫৩]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকারের ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষার সংক্রান্ত নির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[২৫৪] সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিতে উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন এবং নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়নে নিয়মিত মূল্যায়ন সভার আয়েজন ও বাজেট সমন্বয়ে আইনি কাঠামো তৈরির ঘোষণা প্রদান করে সরকার।[২৫৫] সরকার গঠনের মাত্র ২১ দিনের মাথায় ফ্যামিলি কার্ড চালু করে সরকার। ২০২৬ সালের মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৫৩ হাজার ৯৬টি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ২,৫০০ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হয়।[২৫৬] মোট ৪১ লাখ নারীপ্রধান পরিবারকে এই কার্ড প্রদানের পরিকল্পনা এবং পর্যায়ক্রমে ৪ কোটি প্রান্তিক পরিবারকে এর আওতায় নিয়ে আসার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন, জাতীয় পরিচয়পত্র, পরিবারগুলোর আয় ও সম্পদ যাচাইভিত্তিক ডিজিটাল ডেটাবেজ ও অনিয়ম রোধে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।[২৫৭]

কৃষক, মৎস্যচাষি ও খামারিকে সার-বীজ, ভর্তুকি, ঋণ, বিমাসহ ২,৫০০ টাকার ১০ ধরনের সেবা ও ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ৫টি শ্রেণিতে ডিজিটাল ডেটাবেজ তৈরি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রণোদনা প্রদানে ৪ বছরে ৬৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ সুবিধাভোগীকে কৃষক কার্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[২৫৮] প্রাথমিকভাবে ২২ হাজার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে কৃষক কার্ড প্রদান করা হয়েছে[২৫৯] এবং ১২ লাখ কৃষকের মোট ১,৫৫০ কোটি টাকার কৃষিঋণ মওকুফ করা হয়েছে।[২৬০]

---

[২৫২] *বণিক বার্তা*, 'বড় ঋণ ও একক গ্রাহকের ঋণসীমায় শিথিলতা', ১৫ মে ২০২৬, https://bonikbarta.com/bangladesh/WyObXPsBBI5vVyrA (২৪ মে ২০২৬)

[২৫৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বিএনপির 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-১২-১৩, *প্রাগুক্ত*।

[২৫৪] *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, 'বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ১৮০ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-456331, (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[২৫৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রজ্ঞাপন, 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি', ১৯ এপ্রিল ২০২৬, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-cabinet/2026/3/2e698f5e-4c48-45fa-b65f-22643a2449ce.pdf (২০ এপ্রিল ২০২৬) এবং *প্রথম আলো*, 'ফ্যামিলি কার্ডসহ বিভিন্ন কর্মসূচি মূল্যায়নে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন, অর্থমন্ত্রী সভাপতি", ২০ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/lvzwfnrkr7, (২৮ এপ্রিল ২০২৫)।

[২৫৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন: উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ', *প্রাগুক্ত*।

[২৫৭] *যুগান্তর*, 'ফ্যামিলি কার্ড নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ;, ২৮ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1094695, (৩০ এপ্রিল ২০২৫); *সমকাল*, '৪ কোটি প্রান্তিক পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা হবে: প্রধানমন্ত্রী', ০৮ এপ্রিল ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/346352/, (১২ এপ্রিল ২০২৫)।

[২৫৮] মোস্তফা ইউসুফ, '১ কোটি ৬৫ লাখ কৃষক পাবেন কার্ড, থাকবে ১০ ধরনের সুবিধা- পয়লা বৈশাখ কৃষক কার্ডের উদ্বোধন। প্রাথমিকভাবে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ বছরে ৬৮১ কোটি টাকা', *প্রথম আলো*, ২২ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/i5526dfdjx, (২৮ মার্চ ২০২৫); *বাংলা ট্রিবিউন*, 'কৃষক কার্ডের মাধ্যমে আড়াই হাজার টাকার সার-বীজ দেওয়া হবে : কৃষিমন্ত্রী' ৩১ মার্চ ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/national/2026/03/31/1233278, (০৩ মে ২০২৬);

[২৫৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন: উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ', *প্রাগুক্ত*।

[২৬০] দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, '১২ লাখ কৃষকের দেড় হাজার কোটি টাকার ঋণ মাফ করছে সরকার', ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-3902261, (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় কর্মসূচির সুবিধাভোগী (২ লক্ষ ৫৬ হাজার) ও বরাদ্দ (১,০৮১ কোটি টাকা) বৃদ্ধি, জুলাই শহীদ ও আহতদের সুবিধাভোগী সংখ্যা ১৬ হাজার ৫১৩ জনে উন্নীত করা, এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, খাল খনন, বৃক্ষরোপণ,খাদ্যবান্ধব,বয়স্ক ভাতা) ১ কোটি ২৭ লাখ নতুন উপকারভোগী যুক্ত করতে এই খাতে বরাদ্দ (৩৫,৭০৮ কোটি টাকা) বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে সরকার।[২৬১]

পর্যবেক্ষণ: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তুলনায় মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় এখনো অনেক কম। সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ বাজেট সংস্থান নিয়ে সংশয় রয়েছে। ফ্যামিলি কার্ডসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্ড বিতরণে বেশ কিছু অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে গরিবদের বঞ্চিত করে আমলারা অন্যায় করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন ডেপুটি স্পিকার।[২৬২] এছাড়া কৃষক কার্ডে ১১ উপজেলায় ২২ হাজার ৬৫ জনের মধ্যে ৫০৪ জনের অস্তিত্ব বা ব্যাংক হিসাব পাওয়া যায়নি।[২৬৩] হাওরাঞ্চলে ১,০৪৭ কোটি টাকার বোরো ফসলহানিতে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার কৃষক ঋণের জালে জর্জরিত এবং পর্যাপ্ত কৃষিঋণ মওকুফ ও কিস্তি স্থগিতের উদ্যোগের ঘাটতি ছিল।[২৬৪] নতুন সার নীতিমালার কারণে ডিলার সিন্ডিকেট প্রকট আকার ধারণ করে, দেশের ৫টি সার কারখানার মধ্যে ৪টি সার কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সারের মজুত প্রয়োজনের তুলনায় কমে ছিল। ফলে ইউরিয়া সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে মাঠপর্যায়ে ৫০০-৭০০ টাকা বেশিতে কিনতে কৃষকরা বাধ্য হয়।[২৬৫] কৃষকদের ধানের উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং জ্বালানি সংকটে পরিবহন ব্যয় ৩০-৪০ শতাংশ বাড়ায় জ্বালানি ও কৃষিযন্ত্র সংকটে কৃষকরা চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে এবং পাশাপাশি খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়।[২৬৬] ফুয়েল কার্ডের ফরম জমা নেওয়ার নামে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২০০ কৃষকের কাছ থেকে অবৈধভাবে ২০ হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।[২৬৭]

১৪ পরিবেশ ও জলবায়ু

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক বেশ কয়েকটি অঙ্গীকার রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বাধুনিক ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। নদী ও জলাশয় দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বন্যা ও খরা প্রতিরোধে খাল-নদী পুনঃখনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। দেশের বনাঞ্চলগুলোর পুনর্জীবন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি শুকিয়ে যাওয়া নদী-খাল, হাওড় ও বিল অঞ্চল, অভ্যন্তরীণ হ্রদ এবং প্রাকৃতিক নৌপথসমূহকে পুনরুদ্ধার করে জলাধার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। মেডিকেল বর্জ্য নিরাপদভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। বন উজাড়, বন দখল, বনের সম্পদ চুরি, পাহাড় কাটা, যত্রতত্র বনের ক্ষতিসাধন, বন্য প্রাণী নিধন ইত্যাদি কার্যক্রমকে কঠোরভাবে দমন করা হবে এবং এ ধরনের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্যের সৃষ্টি, উৎসে পৃথকীকরণ, নিরাপদ পরিবহন, এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি জেলায় ই-বর্জ্য কারখানা স্থাপন করা হবে।[২৬৮] [২৬৯]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি)-এর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিসিসিটির প্রকল্পগুলো অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগের পিপিএস সফটওয়্যারে

---

[২৬১] এম শাহজাহান, ‘সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আগামী বাজেটে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে কোটি মানুষ’, *যুগান্তর*, ৮ মে ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1098782, (১৩ মে ২০২৬); *প্রথম আলো*, ‘কোন সামাজিক কর্মসূচিতে ভাতা ও উপকারভোগী কত বাড়ছে’, ৭ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/xz67h8genp, (১৩ মে ২০২৬)।

[২৬২] *ইত্তেফাক*, ‘ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে গরিবদের বঞ্চিত করেছেন আমলারা: ডেপুটি স্পিকার’, ১৭ মে ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/789414/, (১৮ মে ২০২৬)।

[২৬৩] *দেশ রুপান্তর*, ‘কৃষক কার্ডে অস্তিত্বহীন ৫০৪’, ১৩ মে ২০২৬, https://www.deshrupantor.com/687620/, (১৮ মে ২০২৬)।

[২৬৪] *ডেইলি স্টার বাংলা*, ‘ঋণে জর্জরিত হাওরের কৃষক’ ৮ মে ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/economy/news-3922871, (১৮ মে ২০২৬); *সমকাল*, ‘ফসলডুবির পর ঋণের চক্রে হাওরের কৃষক’ ১০ মে ২০২৬, https://samakal.com/whole-country/article/351261/, (১৮ মে ২০২৬)।

[২৬৫] গাজী শাহনেওয়াজ, ‘ডিজেল-সারের সংকট, চড়া মূল্যে দিশাহারা কৃষক’, *আমার দেশ*, ২২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.dailyamardesh.com/amar-desh-special/special-report/amdkhy1sktzgf, (২৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[২৬৬] *জাহিদুর রহমান*, ‘কৃষকের সামনে চতুর্মুখী সংকট’, সমকাল, ১৯ এপ্রিল ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/347994/, (২৮ এপ্রিল ২০২৬); হিমাদ্রি শেখর, ‘১৬০০ খরচ করে ৬০০ টাকায় ধান বিক্রি করতে বাধ্য কৃষক’, *বাংলা ট্রিবিউন*, ২৯ এপ্রিল ২০২৬, https://www.banglatribune.com/country/sylhet/944158/, (০৩ মে ২০২৬); ডিজেল *বাংলা ট্রিবিউন*, ‘সংকটের মাঝে বেড়েছে দাম, কীভাবে খরচ জোগাবেন কৃষকরা’, ২০ এপ্রিল ২০২৬, https://www.banglatribune.com/country/dhaka/942737/, (২৮ এপ্রিল ২০২৬)।

[২৬৭] কালবেলা, ‘ফুয়েল কার্ড দিতে টাকা নিচ্ছেন কৃষি কর্মকর্তা’, ৫ মে ২০২৬, https://www.kalbela.com/country-news/288407, (১৩ মে ২০২৬)।

[২৬৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, ‘ রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা ’, দফা- ২৯, প্রাগুক্ত।

[২৬৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬’, পৃ-২৬, প্রাগুক্ত।

অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।[২৭০] তাছাড়া, টিআইবির একটি গবেষণা প্রতিবেদনে (২০২৫ সালের ৪ নভেম্বর) উল্লেখ করা বিসিসিটির প্রায় ২ হাজার ১১০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের তদন্ত চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের তথ্য দুদকের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে।[২৭১] দেশজুড়ে জলাবদ্ধতা নিরসন, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের ১৫ মে পর্যন্ত ৮১৮.৬০ কিলোমিটার খাল খনন সম্পন্ন হয়েছে।[২৭২] পাশাপাশি বনায়ন ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ চারা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে।[২৭৩]

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জ্বালানি খাতে টেকসই রূপান্তর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে।[২৭৪] ইতোমধ্যে রুফটপ সোলার কর্মসূচি এবং নেট মিটারিংয়ের মাধ্যমে ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয়েছে।[২৭৫]

পর্যবেক্ষণ: সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য দৃশ্যমান কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অঙ্গীকার বাস্তায়নের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ করা হয়নি।

১৫. অন্যান্য খাতভিত্তিক পর্যবেক্ষণ

১৫.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে জ্বালানি ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অঙ্গীকার রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ-জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, সাশ্রয়ী গ্যাস ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং গৃহস্থালি ও শিল্পখাতে গ্যাসের ন্যায্য, নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিতরণ কাঠামো ও মূল্যনীতি পর্যালোচনার অঙ্গীকার করা হয়েছে। একইসঙ্গে সাশ্রয়ী তেল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ও শক্তি দক্ষতায় কর রেয়াত ও সবুজ অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের বিষয়েও প্রতিশ্রুতি রয়েছে।[২৭৬,২৭৭]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা ও সরবরাহজনিত অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার জ্বালানি সরবরাহের ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক তাৎক্ষণিক কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[২৭৮] দৈনিক ৩ হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।[২৭৯] এ লক্ষ্যে আলোকসজ্জা বন্ধ রাখা, সরকারি ও বেসরকারি অফিসের সময়সূচি পরিবর্তন করে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নির্ধারণ, এবং জরুরি সেবা ব্যতীত সব প্রতিষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বন্ধ রাখার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[২৮০] তাছাড়া, ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি তেল বিপণনে স্বচ্ছতা বাড়াতে সরকার ঢাকা মহানগরীর কয়েকটি ফিলিং স্টেশনে পরীক্ষামূলকভাবে ফুয়েল কার্ড ব্যবস্থা চালু করেছে। ফুয়েল কার্ডের মাধ্যমে সহজে ডিজিটাল পেমেন্ট করা যায়,

[২৭০] *বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'জলবায়ু ট্রাস্ট কার্যক্রমে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে: মন্ত্রী', ৩১ মার্চ ২০২৬, https://www.banglanews24.com/climate-nature/news/bd/1645625.details (০২ এপ্রিল ২০২৬)

[২৭১] বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, 'জলবায়ু ট্রাস্ট কার্যক্রমে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে: মন্ত্রী', ৩১ মার্চ ২০২৬, https://www.banglanews24.com/climate-nature/news/bd/1645625.details (০২ এপ্রিল ২০২৬)

[২৭২] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন', https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-pmo/2026/4/a9231578-7bd3-4db2-ad4e-d53726406815.pdf (১১ জুন ২০২৬)

[২৭৩] *প্রাগুক্ত।*

[২৭৪] *যুগান্তর*, 'বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত', ১৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1089840 (18 এপ্রিল ২০২৬)

[২৭৫] বাংলা ট্রিবিউন, 'দু'মাসে বিএনপি সরকারের ৬০ পদক্ষেপ', ১৮ এপ্রিল ২০২৬, https://www.banglatribune.com/national/942523/ (২০ এপ্রিল ২০২৬)

[২৭৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-৩২, প্রাগুক্ত।

[২৭৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ' বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা ', দফা-১৮, প্রাগুক্ত।

[২৭৮] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন', প্রাগুক্ত।

[২৭৯] *জাগো নিউজ ২৪*, 'মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ / প্রতিদিন ৩১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ', ০৩ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jagonews24.com/national/news/1107057 (০৫ এপ্রিল ২০২৬)।

[২৮০] *প্রাগুক্ত।*

ফলে নগদ টাকার ঝুঁকি কমে। এটি খরচ নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি অপচয় ও চুরি রোধে সহায়তা করে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবহার হিসাব সংরক্ষণ করায় সময় সাশ্রয় হয়।[২৮১] তাছাড়া, সরবরাহে স্বচ্ছতা বাড়াতে অ্যাপের মাধ্যমে জ্বালানি তেল বিক্রয় শুরু করা হয়।[২৮২]

পর্যবেক্ষণ: জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সময়সীমা নির্ধারণ করলেও তদারকির ঘাটতির কারণে তা কার্যকরভাবে প্রতিপালিত হয়নি। বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটকে পুঁজি করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুদ ও কালোবাজারির ফলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়। জ্বালানি সংকটের কারণে পাম্প থেকে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে তিনজনের প্রাণহানি এবং হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।[২৮৩] তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ স্বল্পমূল্যে সরবরাহের অঙ্গীকার করা হলেও এ খাতে মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামের ধারাবাহিক বৃদ্ধির প্রভাবে ১৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে দেশে ভোক্তা পর্যায়ে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম প্রতি লিটারে ১৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া, অব্যাহত আর্থিক লোকসান, জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং ভর্তুকি হ্রাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) বিদ্যুতের পাইকারি মূল্য ১৭ থেকে ২১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে (৬ মে,২০২৬)।[২৮৪] ফলে, পাইকারি পর্যায়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ১ টাকা ২০ পয়সা থেকে ১ টাকা ৫০ পয়সা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।[২৮৫] তাছাড়া, ভোক্তা পর্যায়ে ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী, এপ্রিল মাসে দুই দফায় মোট ৫৯৯ টাকা বৃদ্ধির ফলে সিলিন্ডারটির দাম ১ হাজার ৩৪১ টাকা থেকে বেড়ে ১ হাজার ৯৪০ টাকায় পৌঁছায় (২৭ এপ্রিল ২০২৬)।[২৮৬] তবে, তদারকির ঘাটতির কারণে সরকার-নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি গ্যাস বিক্রি হচ্ছে।[২৮৭] ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডার ২ হাজার ১০০ থেকে ২ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে (২৭ এপ্রিল ২০২৬)।

১৫.২ সড়ক পরিবহন

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা এবং নির্বাচনী ইশতেহারে সড়ক পরিবহন বিষয়ক বেশ কয়েকটি অঙ্গীকার রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "চলাচলের অনুপযুক্ত যানবাহন অপসারণ" এবং "যানবাহনের ফিটনেস নিশ্চিতকরণ"-এর মাধ্যমে "যানজট নিরসন ও গণপরিবহনের মানোন্নয়ন" করা। তাছাড়া, সড়ক যোগাযোগে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও স্মার্ট ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে, নগর পরিকল্পনা ও পরিবহন নীতির সমন্বয়ে বাস রুট রেগুলেশনাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।[২৮৮] [২৮৯]

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: পুলিশের পক্ষ থেকে মহাসড়কে চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ডাকাতি বন্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশের পাশাপাশি জেলা পুলিশকেও তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২৯০] অপরাধী শনাক্তে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে সিসিটিভি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে।[২৯১]

পর্যবেক্ষণ: ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর পরিবহন খাতের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব কাঠামোয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময়ে বিএনপি-সমর্থিত নেতারা বিভিন্ন পরিবহন মালিক সমিতি এবং টার্মিনাল ব্যবস্থাপনার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সারা দেশের সড়ক খাতের শ্রমিকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃত্বেও পরিবর্তন আসে। পূর্বে সংগঠনটির সভাপতির দায়িত্বে আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থাকলেও বর্তমানে এ দায়িত্বে রয়েছেন বিএনপির নেতা-কর্মীগণ।[২৯২] তাছাড়া, মহাসড়কে চাঁদাবাজি বন্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের

---

[২৮১] *দেশ রূপান্তর*, 'জ্বালানি নিয়ন্ত্রণে 'ফুয়েল কার্ড' চালু করতে যাচ্ছে সরকার, থাকছে যেসব সুবিধা', https://www.deshrupantor.com/675058/ (৩০ মার্চ ২০২৬)।

[২৮২] প্রথম আলো, 'নওগাঁয় অ্যাপের মাধ্যমে জ্বালানি তেল বিক্রি শুরু', ৫ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xa06jzm56c (০৭ এপ্রিল ২০২৬)

[২৮৩] *হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)*, 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন রিপোর্ট / রিপোর্ট নং ৮৯', https://hrssbd.org/report_details/89 (১৩ মে ২০২৬)।

[২৮৪] *বণিক বার্তা*, 'পাইকারি বিদ্যুতের দাম ২১% পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব, গণশুনানিতে তীব্র বিরোধিতা', ২১ মে ২০২৬, https://bonikbarta.com/bangladesh/TcmG10K2RzJPp6l9 (২৩ মে ২০২৬)।

[২৮৫] মহিউদ্দিন, 'এবার বিদ্যুতের দাম বাড়াতে চায় সরকার, কতটা বাড়ানোর প্রস্তাব', *প্রথম আলো*, ৬ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/52ljlt5sxj (৮ মে ২০২৬)।

[২৮৬] নাজমুল লিখন, 'এলপিজির দামে নৈরাজ্য', *দেশ রূপান্তর*, ২৭ এপ্রিল ২০২৬, https://www.deshrupantor.com/683414/ (২৯ এপ্রিল ২০২৬)।

[২৮৭] নাজমুল লিখন, 'এলপিজির দামে নৈরাজ্য', *দেশ রূপান্তর*, ২৭ এপ্রিল ২০২৬, https://www.deshrupantor.com/683414/ (২৯ এপ্রিল ২০২৬)

[২৮৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, ' রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা ', দফা-২৮, প্রাগুক্ত।

[২৮৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-৩৪-৩৫, প্রাগুক্ত।

[২৯০] *প্রথম আলো*, 'ছিনতাই, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে আইজিপির 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা', ০২ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/15tk7x70eh (০৪ মার্চ ২০২৬)

[২৯১] বিধান মজুমদার, 'অপরাধ দমনে ভূমিকা রাখছে এআই প্রযুক্তির সিসি ক্যামেরা', *জাগো নিউজ ২৪*, ২১ মার্চ ২০২৬, https://www.jagonews24.com/country/news/1103854 (২৩ মার্চ ২০২৬)

[২৯২] তারেকুজ্জামান শিমুল, 'মুখ বদলালেও চাঁদাবাজি থামেনি পরিবহনে, ঢাকাতেই দিনে আদায় দুই কোটির বেশি', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ২৫ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c5ymzqv7qezo (২৭ মার্চ ২০২৫)

ঘোষণা দেওয়া হলেও পূর্ববর্তী কর্তৃত্ববাদী সরকারের মতো পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি অব্যাহত রয়েছে।[২৯৩] চাঁদাবাজির অর্থ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, মালিক ও শ্রমিক সমিতির নেতা, ঢাকা সিটি করপোরেশনের দুটি অংশ এবং লাইনম্যানদের মধ্যে ভাগাভাগী করার তথ্য পাওয়া যায়। সরকারি একটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা শহরের ৫৩টি পরিবহন টার্মিনাল থেকে মাসিক চাঁদা আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৬৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা থেকে ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত।[২৯৪] তাছাড়া, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর চাঁদাবাজিকে 'সমঝোতা' হিসেবে অভিহিত করার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।[২৯৫] এ বিষয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ে সুস্পষ্ট ও নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করার বিষয়টি লক্ষ করা যায়নি।

১৫.৩ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প

পর্যবেক্ষণ: রাজস্ব খাত সংস্কারে সরকারের কৌশলগত দিকনির্দেশনা অনুপস্থিত রয়েছে।[২৯৬] ফলে কর আহরণ নীতি, উন্নয়ন ব্যয় এবং সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ত্রয়োদশ নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিএনপি নতুন মেগা প্রকল্প গ্রহণ না করার অবস্থান জানিয়েছিল।[২৯৭] তবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশীয় অর্থায়নে একাধিক বড় অবকাঠামো উদ্যোগের পরিকল্পনা করেছে। আলোচিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ্মা ব্যারেজ, দ্বিতীয় পদ্মা সেতু, দ্বিতীয় যমুনা সেতু এবং নদী ও খাল খনন কর্মসূচি; কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াও অগ্রসর হয়েছে।[২৯৮,২৯৯,৩০০] একই সময়ে তুলনামূলক কম ব্যয়ের তিস্তা প্রকল্পের জন্য বিদেশি অর্থায়নের উদ্যোগ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।[৩০১] বড় প্রকল্পগুলোতে দেশীয় অর্থায়নের ওপর জোর দেওয়া হলেও তিস্তা প্রকল্পে বিদেশি অর্থায়নের অনুসন্ধান নীতিগত ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের যুক্তি নিয়ে আলোচনা তৈরি করেছে।

অন্যদিকে, ক্ষমতায় আসার প্রায় দেড় মাসের মধ্যে সরকার ব্যাংক খাত থেকে প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।[৩০২] স্বল্প সময়ে উচ্চমাত্রার ব্যাংকঋণ গ্রহণ বাজেট অর্থায়ন, নগদ ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি ব্যয় নির্বাহের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। তবে এর সম্ভাব্য প্রভাব হিসেবে বেসরকারি খাতের জন্য ঋণপ্রাপ্যতা, সুদের হার, তারল্য পরিস্থিতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে।

১৫.৪ সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির ৩১ দফায় এবিষয়ক অন্যতম অঙ্গীকার হলো নারীর মর্যাদা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা প্রদান করা। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে সকলের নিরাপত্তা ও অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করা, ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্প্রীতি নিশ্চিত, সব ধর্মাবলম্বীর ধর্মচর্চা, নিরাপত্তা ও উৎসব পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও জীবনমান উন্নয়ন করা। প্রতিবন্ধী মানুষবান্ধব জাতীয় নাগরিক সেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস-ট্রেনে-লঞ্চে বিনা ভাড়ায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের যাতায়াতের বিধান করা। নারীদের কর্মস্থলে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র (ডে-কেয়ার) স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি, গার্মেন্টসসহ সব শিল্প কারখানা, অফিস ও আদালতে কর্মরত মায়েদের জন্য 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার' স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা।[৩০৩, ৩০৪]

---

[২৯৩] তারেকুজ্জামান শিমুল, 'মুখ বদলালেও চাঁদাবাজি থামেনি পরিবহনে, ঢাকাতেই দিনে আদায় দুই কোটির বেশি', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ২৫ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c5ymzqv7qezo (২৭ মার্চ ২০২৫)

[২৯৪] জায়মা ইসলাম, পার্থ প্রতীম ভট্টাচার্য্য, 'ঢাকায় পরিবহন থেকে প্রতিদিন ২ কোটি ২১ লাখ টাকা চাঁদাবাজি', *দ্য ডেইলি স্টার*, ০৯ মার্চ ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-657026 (১১ মার্চ ২০২৫)

[২৯৫] *টিআইবি*, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, 'চাঁদাবাজিকে বৈধতা দেওয়ার পরিবহনমন্ত্রীর প্রচেষ্টার নিন্দা জানায় টিআইবি; ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান', ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/press-release/7442 (১৯ মে ২০২৬)

[২৯৬] ফখরুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর শাহ, 'রাজস্ব খাত সংস্কারও ঝুলে গেল, জবাবদিহি কবে আসবে', *প্রথম আলো*, ৬ এপ্রিল ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/vyg8xn217j (২৪ মে ২০২৬)।

[২৯৭] *প্রথম আলো*, 'কোনো মেগা প্রকল্পে যাবে না বিএনপি: তারেক রহমান', ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/h6ab2pr1jz (২০ মে ২০২৬)।

[২৯৮] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'দ্বিতীয় পদ্মা ও যমুনা সেতুসহ ৩ মেগা প্রকল্পের পরিকল্পনা সরকারের', ২৯ মার্চ ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/national/2026/03/29/1232572 (২৪ মে ২০২৬)।

[২৯৯] *ঢাকা পোস্ট*, 'দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা রয়েছে', ২২ মে ২০২৬, https://www.dhakapost.com/country/451828 (২৩ মে ২০২৬)।

[৩০০] *জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোর*, 'দ্বিতীয় পদ্মা-যমুনা সেতু নির্মাণে এগোচ্ছে সরকার, প্রথম বাজেটেই বরাদ্দ', ১০ মে ২০২৬, https://www.jagonews24.com/economy/news/1117899 (২২ মে ২০২৬)।

[৩০১] আরিফুর রহমান, 'তিস্তা প্রকল্পে চীনা ঋণ নিতে চায় সরকার, চেয়েছে ৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা', *প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/d07ck2no3m, (২২ মে ২০২৬)।

[৩০২] *কালের কণ্ঠ*, 'ক্ষমতার দেড় মাসেই বিএনপি সরকারের ব্যাংক ঋণ ৪১ হাজার কোটি টাকা!', ১১ এপ্রিল ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/business/2026/04/11/1670470 (১৮ মে ২০২৬)

[৩০৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা-৩১ দফা; দফা-১৬, ২৪, *প্রাগুক্ত*।

[৩০৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬', পৃ-১২-১৩, *প্রাগুক্ত*।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সকল জনগোষ্ঠী নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলমান এবং নির্বাচন পর্যন্ত বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৩০৫] সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে কথা ব্যক্ত করে তা পালনে ব্যর্থ হলে মন্ত্রিত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ধর্মমন্ত্রী।[৩০৬] ১৮০ দিনের পরিকল্পনায় ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রধানদের (ইমাম, পুরোহিত, যাযক, ইত্যাদি) সম্মানী প্রদানের পাইলট স্কিম শুরু করা হয়।[৩০৭] এই কর্মসূচির আওতায় ৯ হাজার ১০২ জনের ব্যাংক হিসাবে ভাতা প্রদান করা হয়[৩০৮] এবং ৪ হাজার ৯০৮টি মসজিদ, ৯৯০টি মন্দির, ১৪৪টি বৌদ্ধবিহার ও ৩৯৬টি গির্জার উপাসনালয়ের প্রধানদের মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়েছে।[৩০৯] পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে বিশেষ পর্যটন পরিকল্পনা গ্রহণ, এবং পানি ব্যবস্থাপনা ও জলসম্পদ উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়তে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী থেকে দুইজনকে সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি মনোনীত করা হয়েছে। নারীদের জন্য নিরাপদ বিশেষায়িত পিংক বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৬৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০১টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৩১০] সিটি করপোরেশন এলাকার রেস্তোরাঁ, হোটেল,ক্যাফেতে প্রতিবন্ধীবান্ধব র‍্যাম্প-টয়লেট নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অমান্য করলে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল বা নবায়ন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[৩১১]

পর্যবেক্ষণ: বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে সকলের নিরাপত্তা ও অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করা, ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্প্রীতি নিশ্চিত করা, সব ধর্মাবলম্বীর ধর্মচর্চা, নিরাপত্তা ও উৎসব পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও জীবনমান উন্নয়ন করার কথা বলা হলেও এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার আন্দোলনে হামলা ও উচ্ছেদের মতো ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। যেমন মধুপুরে একটি আদিবাসী পরিবারকে রাবারবাগান কর্তৃপক্ষের অস্ত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়।[৩১২] গাইবান্ধায় ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলনরত সাঁওতালদের ওপর হামলায় তাদের নারী নেত্রীসহ ৫ জন আহত হয়।[৩১৩]

ই-হেলথ কার্ডের পাইলট প্রকল্প পরিকল্পনায় প্রান্তিক ও আদিবাসী এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রান্তিক এলাকায় হামের টিকা নিয়ে প্রচারণা ও যোগাযোগের ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হামের টিকা ও চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।[৩১৪]

---

[৩০৫] *কালের কণ্ঠ*, 'শিগগিরই গঠিত হবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ: পার্বত্যমন্ত্রী', ১৭ মে ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2026/05/16/1685733, (২০ মে ২০২৬)।

[৩০৬] *প্রথম আলো*, 'প্রয়োজনে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেব, কিন্তু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন সহ্য করব না: ধর্মমন্ত্রী', ১১ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5twqh0zz8r, (২০ মে ২০২৬)।

[৩০৭] *ইত্তেফাক*, 'ইমাম-মুয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের সম্মানী কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী', ১৪ মার্চ ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/779413/, (২০ মার্চ ২০২৬)।

[৩০৮] *খবর প্রতিদিন*, '১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানালানে প্রধানমন্ত্রী', ১ এপ্রিল ২০২৬, https://khoborprotidin24.com/index.php/article/180-diner-krmpriklpna-bastbazner-ogrgti-janalane-prdhanmntree, (৪ এপ্রিল ২০২৬)।

[৩০৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'জনগণের সরকারের ১০০ দিন: উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ', *প্রাগুক্ত*।

[৩১০] *প্রাগুক্ত*।

[৩১১] *প্রথম আলো*, 'রেস্তোরাঁ- হোটেলে প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প ও টয়লেট না থাকলে লাইসেন্স বাতিল হবে', ১৭ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/q6xy3q918y, (২০ মে ২০২৬)।

[৩১২] *প্রথম আলো*, 'মধুপুরে গারো পরিবারকে ঘর নির্মাণে বাধা, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নেতাদের ক্ষোভ', ১১ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/bvx78r8g6o, (২০ মার্চ ২০২৬)।

[৩১৩] *যুগান্তর*, 'সাঁওতালদের বিক্ষোভে হামলা, নেত্রীসহ আহত ৫', ১২ এপ্রিল ২০২৬, https://www.jugantor.com/country-news/1088325, (১৪ এপ্রিল ২০২৬)।

[৩১৪] শিশির মোড়ল, 'সব শিশু টিকা পাচ্ছে না, হামে মৃত্যু ৪০০ ছাড়াল', *প্রথম আলো*, ১১ মে ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/nljqs8n2tt, (২০ মে ২০২৬); *দ্য ডেইলি স্টার*, 'দ্য ম্রো চিলড্রেন হু কুড নট রিচ দ্য ভ্যাকসিন, ১৪ মে ২০২৬, https://www.thedailystar.net/slow-reads/big-picture/news/the-mro-children-who-could-not-reach-the-vaccine-4173991, (২০ মে ২০২৬)।

তৃতীয় অধ্যায় সার্বিক পর্যবেক্ষণ

জুলাই অভ্যুত্থান ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণরায়ের মৌলিক অভীষ্ট ছিল এমন এক জনকল্যাণমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যা হবে সুশাসিত, জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত। এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহার, দলের চেয়ারপার্সনের নির্বাচনী বক্তৃতায়, শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রথম ভাষণে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণায়।

বিপুল জনরায় নিয়ে গঠিত বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা, নির্বাচনী ইশতেহার এবং প্রচারণাসহ বিভিন্নভাবে জনগণের কাছে প্রদত্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিকসহ যতগুলো অঙ্গীকার করেছে, তার কার্যকর ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ। ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধান একাধিকবার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি ঋণের চাপ, দুর্বল ব্যাংকিং খাত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, জনস্বাস্থ্য সংকট ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুন সরকারের যাত্রা শুরু করে। এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েই নতুন সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুসারে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সরকার গঠনের শুরুতে সরকারের 'শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা গ্রহণ না করা', 'রাষ্ট্রীয় প্রটোকল গ্রহণ না করা' বা 'প্রত্যেক মন্ত্রীর কাজের মূল্যায়নের ঘোষণা', 'মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কিছু কঠোর নজরদারিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ' ইত্যাদি পদক্ষেপ বা ঘোষণা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছা ও প্রয়াসের দৃষ্টান্ত, এবং একইসাথে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বৈষম্যবিরোধী চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

তবে সরকার গঠনের প্রথম ১০০ দিনে একদিকে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সরকারের কিছু কার্যকর উদ্যোগ নবগঠিত সরকারের প্রতি জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কিছু বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং যা সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের সদিচ্ছা নিয়ে দ্বিধা ও উদ্বেগের কারণ।

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৭টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে দেশে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধসহ জবাবদিহিমূলক সরকার পরিচালনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ রহিত করা বা অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য স্থগিত করার মাধ্যমে কার্যত ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের মোটাদাগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, দুর্নীতি দমন এবং গুম প্রতিরোধসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পেছনে হাঁটার ইঙ্গিত দেয়।

- অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত যেসব আইন সামান্য কিছু সংশোধন করে পাশ করা যেত, সরকার তা বাতিল বা স্থগিত করেছে; অন্যদিকে যেসব আইন নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সরকারের হাতকে শক্তিশালী করবে এমন অনেক আইন পাশ করা হয়েছে।

- সরকারের গঠনের ১০০ দিনের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠনের জন্য দৃশ্যমান উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম একটি দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে সরকারের সকল কর্মসূচির মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী কৌশল অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থতার কারণে ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সাফল্যের বিবেচনায় উদ্বেগজনক।

- সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা দেওয়া হলেও ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের, আমলাতন্ত্রের ও ব্যবসায়ীসহ প্রায় সকল পেশাজীবীদের অনেকের মধ্যেই দৃশ্যমান "এবার আমাদের পালা" - সংস্কৃতির চর্চা লক্ষণীয়; পুলিশ, প্রশাসন ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় ও গোষ্ঠী বিবেচনায় নিয়োগ, পদায়ন অব্যাহত, যা বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী।

- সরকার গঠনের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, 'মব সংস্কৃতি'র বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণা, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেও বিভিন্ন হাট-বাজার, পরিবহন খাত, বাস-স্ট্যান্ড, ট্রাক স্ট্যান্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, চুরি-ছিনতাই ইত্যাদি ঘটনা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান - এসকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি একজন মন্ত্রীর চাঁদাবাজিকে বৈধতাদানের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে।

- জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মান্ধ শক্তির উত্থান ও দেশব্যাপী বহুমত, বহুধর্মী, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর সহিংস ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা নির্বাচিত সরকারের আমলেও অব্যাহত রয়েছে, যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শাহ আলীর মাজারে এবং কুষ্টিয়ায় একজন

পীরের ওপর হামলা। যা মুক্তচিন্তা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈচিত্রের সহাবস্থান এবং সহিষ্ণু আচরণের ধারক ও বাহক তথা সকল দেশবাসীর জন্য অশনিসংকেত।

- সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন শুরু করলেও খাত ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম-দুর্নীতিবিরোধী কঠোর ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও দিকনির্দেশনার ঘাটতি, অব্যবস্থাপনা ও দলীয় প্রভাব অব্যাহত, ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক কোনো কর্মকৌশলের অভাবে যা কার্যত বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার পূরণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করার ঝুঁকি তৈরি করছে

- অন্যদিকে রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থার প্রত্যাশা পূরণের পথে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি, নীতিগত ও প্রক্রিয়াগত প্রতিবন্ধকতার অন্যতম ক্ষেত্র আমলাতান্ত্রিক ঝুঁকি নিরসনের সক্ষমতার ঘাটতি উদ্বেগজনক।

- সার্বিক বিবেচনায় সরকারের ১০০ দিন একদিকে আশাজাগানিয়া ও সম্ভাবনাময় এবং অন্যদিকে সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা পূরণে সুনির্দিষ্ট পথরেখা বা উদ্যোগের ঘাটতি বিবেচনায় উদ্বেগজনক।

****